تجلیات جذب
مکمل

তাজাল্লিয়াত-এ জয্‌ব্

রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফবিল্লাহ্

হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ.

আসমানী আকর্ষণ

ও

আকর্ষিত বান্দাদের ঘটনাবলী

তরজমা

মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন

www.banglakitab.weebly.com

আসমানী আকর্ষণ

ও

আকর্ষিত বান্দাদের ঘটনাবলী

মূল

সিল্‌সিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহারওয়ার্দিয়ার

বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ

শায়খুল-আরব অল-আজম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌

হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ.

তরজমা

মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন

খলীফায়ে আরেফ্‌বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

খতীব, বাইতুল হক জামে মসজিদ (সাবেক ছাপড়া মসজিদ)

৪৪/২ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৯১৪-৭৩৫৬১৫ ফোন : ৯৫৭৫৪২৮

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

প্রকাশক
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনীর পক্ষে
অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
(মাকতাবা হাকীমুল উম্মত)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা।

খানকাহ চিশতিয়া এমদাদিয়া আশরাফিয়া
ইয়াদগার খানকায়ে হাকীমুল উম্মত
৪৪/৬ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪
০১৭১৬৩৭২৪১১, ০১৯৩৬৯০০৭৮৫

মুদ্রণকাল
জুমাদাস সানী ১৪৩০ হিজরী
জুন ২০০৯ ঈসায়ী
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬ বাংলা

সর্বস্বত্ব হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য: ২০০.০০ টাকা মাত্র

ASMANI AKORSHON
by Mowlana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Sb. Translated by Mowlana Abdul Matin bin Husain.

www.banglakitab.weebly.com

গ্রন্থটি সম্পর্কে একটু আভাস।

সকল স্তুতি ও গুণকীর্তন এককভাবে মহান আল্লাহ্র জন্যই নিবেদিত। অসংখ্য দরূদ ও সালাম এবং রহ্মতের অবিশ্রান্ত ধারা বর্ষিত হোক প্রাণাধিক প্রিয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর উপর, তাঁর সম্মানিত আওলাদ-পরিজন ও সাহাবাগণের উপর।

'যমানার রূমী' আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বিশ্বপরিচিত একজন অতি উঁচু মানের ওলী, মোর্শেদ ও মহান সাধক পুরুষ। তাঁর বয়ান ও লিখনী মানুষের অন্তর-আত্মাকে দারুণভাবে আলোড়িত করে। মুহূর্তে আল্লাহ্ তাআলার দিকে ধাবিত করে। তাঁর দৃষ্টির জ্যোতি ও চেহারার নূর দৃষ্টি ও অনুভূতিকে পবিত্রতাপিপাসু ও আলোকোজ্জ্বল করে। প্রতিনিয়ত তাঁর দু'চোখ হতে প্রবাহিত অশ্রুধারা ও কখনো টপটপ করে ঝরা অশ্রুবিন্দুগুলি শুষ্ক হৃদয়সমূহে প্রেমের বান ডাকে। তাঁর প্রেমকাতর 'আহ্-উহ্' শব্দ অন্তরে আল্লাহ্প্রেমের আগুন জ্বালে।

এই মহান আল্লাহ্প্রেমিকের 'পূর্ণ জীবনটাই' নিবেদিত আল্লাহ্ভোলাদের 'আল্লাহ্প্রেমিক' বানানোর সুমহৎ কর্মে। তিনি শুধু ওলী নন, বরং 'ওলীগর'। 'ওলী তৈরীর কারিগর'। তিনি 'যুগের রূমী', 'যুগের শামসে-তাবরেযী'। তিনি গাওছ্, তিনি মোজাদ্দেদ। এ 'সত্য'কে লুকিয়ে রাখতে থাকলে বিশ্বমানবের এতে লাভ কি? পক্ষান্তরে, তাঁর পদপাশে এসে কিংবা ভক্তিভরে তাঁকে ভালোবেসে এবং দোআ চেয়ে ও দোআ দিয়ে কেউ 'কিছু' নিয়ে গেলে তাতে কারো ক্ষতি কি? বিশ্বের বহু আলেম-আরেফ ও বিশিষ্ট মাশায়েখের ধারণায় অবশ্যই তিনি প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর 'সাচ্চা গোলাম', 'সাচ্চা নায়েব' এবং অনেক বেশী উচ্চ শিখরারোহী ওলী। তিনি পূর্বসূরীদের 'ওয়ারেছে-কামেল'। তিনি 'আরেফে কামেল'। তিনি প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর 'নায়েবে কামেল'।

www.banglakitab.weebly.com

এই মহান ওলী করাচীর গুলশান-ই-ইকবালের মসজিদে আশরাফ-এ লাগাতার কয়েক জুম্‌আয় 'জয্‌বের পথে' ও 'এনাবতের পথে' (তথা যথাক্রমে খোদা তাআলা কর্তৃক আকর্ষণের পথে এবং খোদার দিকে কিছু-কিছু হাঁটাহাঁটির পথে) 'হেদায়েত' ও 'বিশেষ নৈকট্য' লাভ সম্পর্কিত কতিপয় 'অতি অমূল্য বয়ান' রাখেন। বয়ানের মাঝে মাঝে উপরিউক্ত বিষয় দু'টির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও করতে থাকেন। সাথে সাথে 'এনাবত্‌শীল' ও 'খোদায়ী বিশেষ আকর্ষণপ্রাপ্ত'দের ('জয্‌ব্‌প্রাপ্ত'দের) অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক ঘটনারও অবতারণা করতে থাকেন।

পরম করুণাময়ের অশেষ কৃপায় একান্ত শ্রদ্ধেয় হযরত মোর্শেদের উক্ত বয়ানগুলির সমষ্টি 'তাজাল্লিয়াতে জয্‌ব্' এর বঙ্গানুবাদ 'আসমানী আকর্ষণ ও আকৃষ্ট বান্দাদের ঘটনাবলী' নামে বাংলাভাষীদের কল্যাণমানসে আশু আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে।

আল্লাহ্‌পাক এই তরজমার কাজে বিশেষ সহায়তাকারীদের ইহ-পরকালে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করুন। তরজমাটিকে আসলের মতোই সফল ও কবূল করুন। সকল সহযোগিতাকারী সহ আমাদের সকলকে, আমাদের সন্তান, পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুমহলকে 'আপন সন্তুষ্টি' দানে ধন্য করুন। আমীন।

ওয়া-ছাল্লাল্লাহু আলান্‌-নাবিয়্যিল কারীম, ওয়া-আলিহী ওয়া-বারাকা ওয়াছাল্লাম।

বিনীত

মুহাম্মদ আব্দুল মতীন বিন হুসাইন

(আফাল্লাহু তাআলা আন্‌হু)

২৯ জুমাদাল উলা ১৪৩০ হিজরী

২৫ মে ২০০৯ ইং

www.banglakitab.weebly.com

কুত্বে-আলম আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা
শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ)-এর

বিশেষ দোআ ও বাণী

আমার স্নেহভাজন মাওলানা আবদুল মতীন ছাহেব আমার নেহায়েত খাস্ আহবাবদের একজন। আল্লাহ্পাক তাকে ছহীহ্-সালামতে রাখুন। আমার প্রতি তার মহব্বত খুবই আসক্তিপূর্ণ। বাংলাদেশের সমস্ত আহবাবই মহব্বতওয়ালা। কিন্তু সে হচ্ছে বাংলাদেশের 'আমীরে মহব্বত'। আমার সাথে তার সম্পর্ক ও মহব্বত নজীরবিহীন। এটি সেই মহব্বতেরই কারামত যে, আমার যে-সকল গ্রন্থাবলীর সে অনুবাদ করেছে, তা সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সর্ব মহলেই যারপরনাই সমাদৃত। কারণ, সে শুধু শব্দেরই অনুবাদ করে না, বরং আমার অন্তরের গভীর ভাব-চিত্রও তুলে ধরে। তার লেখা ও বয়ান মহব্বতে পরিপূর্ণ। মহব্বতের তীব্রতা ও প্রবলতা তার এলমের দরিয়াকে নেহায়েত সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী বানিয়ে দিয়েছে।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ)-এর এলমী ভাণ্ডার ও আমার রচনাবলীকে বাংলাভাষায় পেশ করার লক্ষ্যে আমারই পরামর্শক্রমে সে 'হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী'টি কায়েম করেছে।

দোআ করি আল্লাহ্পাক তাকে এলমে, আমলে, তাক্ওয়ায় এবং পূর্বসূরী বুযুর্গানের অনুসরণ-অনুগামীতায় আরো উন্নতি-অগ্রগতি দান করুন। তার কুতুবখানায় (প্রকাশনীতে) খুব বরকত নাযিল করুন। তার অনূদিত ও রচিত সকল গ্রন্থাবলী, তার বয়ান ও রচনা এবং তার দ্বীনি মেহ্নতসমূহকে সর্বোত্তম কবূলিয়তে ভূষিত করুন। ঘরে-ঘরে পৌছিয়ে দিন। কিয়ামত পর্যন্ত সদ্কায়ে-জারিয়া বানিয়ে রাখুন। আমীন!

মুহাম্মদ আখতার
খানকাহ এমদাদিয়া আশরাফিয়া
গুলশান-ই ইকবাল, ব্লক-২, করাচী
১১ই শা'বান আল্ মোআয্যম ১৪২৭ হিজরী

www.banglakitab.weebly.com

باسمہ تعالیٰ شانہ

HAKIM MUHAMMAD AKHTAR

NAZIM
MAJLIS-E-ISHATUL HAQ

KHANQAH IMDADIA ASHRAFIA
ASHRAFUL MADARIS
GULSHAN-E-IQBAL-2, KARACHI.
P.O. BOX NO. 11182
PHONES : 461958 - 462676 - 4981958

حکیم محمد اختر عفی عنہ
ناظم مجلس اشاعۃ الحق
خانقاہ امدادیہ اشرفیہ اشرف المدارس
ایس ۔ ۳ ۔ گلشن اقبال بلاک ۲ ۔ کراچی
پوسٹ بکس نمبر ۱۱۱۸۲
فون ۴۹۸۱۱۹۵۸ ۔ ۴۶۲۹۶۲ ۔ ۴۶۱۹۵۸

عزیزم مولوی عبدالمتین صاحب سلمہ میرے بہت ہی خاص احباب
میں ہیں اور مجھ سے بے انتہا والہانہ محبت رکھتے ہیں ۔ بنگلہ دیش
میں سب احباب ہی اہل محبت ہیں لیکن وہ بنگلہ دیش کے
امیر محبت ہیں ۔ میرے ساتھ ان کا تعلق و محبت بے مثال ہے ۔
یہ محبت ہی کی کرامت ہے کہ میری تالیفات کا انہوں نے
جو ترجمہ کیا ہے وہ خواص و عوام میں بے حد مقبول ہے کیونکہ
وہ صرف الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتے میری کیفیات قلبی کی بھی
ترجمانی کرتے ہیں ۔ ان کی تقریر و تحریر محبت سے لبریز ہے ،
محبت کے استیلاء نے ان کے دریائے علم کو نہایت شیریں
اور وجد آفریں بنا دیا ہے ۔
حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
کے علوم اور احقر کی تالیفات کو بنگلہ زبان میں منتقل کرنے کے لئے
احقر کے مشورہ سے انہوں نے حکیم الامت پرکاشنی قائم کی ہے ۔ دعا
کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور تقویٰ اور اتباع اسلاف میں
مزید ترقیات عطا فرمائے اور ان کے کتب خانہ میں خوب برکت نازل فرمائے
اور ان کے تراجم و تالیفات اور ان کی تقریر و تحریر اور دین کاوشوں کو
شرف حسن قبول بخشے اور گھر گھر عام کر دے اور قیامت تک کے لئے
صدقۂ جاریہ بنائے ۔ آمین ۔

محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ

۱۱ شعبان المعظم [illegible]

যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গানের তাওয়াজ্জুহ্

● যামানার গাউস আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দা. বা. **বলেন–**

● মাওলানা আব্দুল মতীন আমারও মোতারজেম এবং আমার পীর ও মোর্শেদ মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এরও মোতারজেম। যে-ব্যক্তি আমার কোন ওয়াজ বা লেখার অনুবাদ মাওলানা আব্দুল মতীনের ভাষায় পাঠ করিয়াছে, 'বস্তুত: আমার অন্তরের গভীর ব্যথাই সে পাঠ করিয়াছে'। **(হযরত ওয়ালা করাচী দা. বা.)**

● আমার একান্ত স্নেহাস্পদ মাওলানা আবদুল মতীন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা 'থানবী (রহ.)-এর মহ্লকের জীবন্ত ক্যাসেট।'

(হযরত ছদর ছাহেব [রহ.]-এর বিশিষ্ট খাদেম মাওলানা ফজলুর রহমান ছাহেব [রহ.] মাদারীপুরী)

● তোমার কাজ ও কর্মসূচী হইল–
'আকাবেরে ছালাছায়ে হিন্দ'-এর জীবনাদর্শ ধরিয়া রাখা, উহার প্রচার-প্রসার ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে পূর্ণ জীবন নিবেদিত থাকা।

– হযরতওয়ালা করাচী দা. বা.

● দোআ করি– আল্লাহ পাক যেন তোমাকে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.)-এর তালীম-তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার খেদমতের জন্য কবূল করেন এবং আজীবন তাহাতে ব্যাপৃত রাখেন।

– মুহিউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)

মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.) বলেন–

● এই যমানায় দ্বীনের খেদমতের তরীকা কেমন হওয়া চাই এ সম্পর্কে 'মোজাদ্দেদে আ'যম' হযরত থানবী (রহ.)-এর একটি হেদায়েত শুনাইতেছি। তিনি বলেন ঃ

মনে কর কঠিন দুর্গম উঁচু-নিচু ও বারংবার বাঁক-মোড়ওয়ালা পাহাড়ী রাস্তা দিয়া আমরা গাড়িতে পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু, এইভাবে গাড়ী চালাইতে হইবে যে, 'ড্রাইভার সহীহ-সালামত', গাড়ী সম্পূর্ণ সহীহ্-সালামত, যাত্রীগণ সকলে সহীহ্-সালামত। আমরা যেন এভাবে নিরাপদে 'সোজা গন্তব্য' পর্যন্ত পৌছিয়া যাইতে পারি।

(কামরাঙ্গীচর মাদরাসা হইতে ঢাকা আসার পথে ডিঙ্গি নৌকায় বসিয়া)

সংগ্রহে : মুফতী তাওহীদুর রশীদ, যশোর

www.banglakitab.weebly.com

শায়খুল-আরব অল-আজম হযরত
রূমীয়ে-যামানার তাওয়াজ্জুহপূর্ণ বাণী

মাওলানা আবদুল মতীন (ছাল্লামাহুল্লাহু তা'আলা) আমার অত্যন্ত খাস দোস্ত-আহ্বাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজী ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে যখন আমার সর্বপ্রথম সফর হইলো, তখন হইতেই সে আমার সহিত দেওয়ানা-আশেকের সম্পর্ক রাখে। 'সে আমার হৃদয়-অগ্নির তরজুমান।' ('আমার অন্তর্জ্বালা ও হৃদয়-বেদনার ব্যাখ্যাতা'।) সে আমার অনেকগুলি কিতাব এবং ওয়াযসমূহেরও অনুবাদক।

"যে-ব্যক্তি আমার কোন ওয়ায, বয়ান বা আমার কোন গ্রন্থের অনুবাদ মাওলানা আবদুল মতীনের অনূদিত ভাষায় পড়িয়াছে, সে যেন 'আমারই অন্তর্জ্বালা' 'আমারই অন্তর্নিহিত হাল-অবস্থাসমূহ' পাঠ করিয়া লইয়াছে।"

মুহাম্মদ আখতার
(আফাল্লাহু তাআলা আনহু)
১৬ মুহররম ১৪৩০ হিঃ
১৪ জানুয়ারি ২০০৯ ইং

খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া
গুলশান-ই-ইকবাল-২ করাচী।

حکیم محمد اختر عفی عنہ

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ
بالمقابل کتب خانہ مظہری ...
گلشن اقبال ۲ کراچی
فون: ۴۶۱۱۹۵۸ پوسٹ بکس نمبر ۱۱۱۸۲

مولانا عبد المتین سلمہ اللہ تعالیٰ میرے بہت ہی خاص احباب
میں ہیں اور ۱۹۸۰ء میں جب احقر کا بنگلہ دیش کا پہلا سفر ہوا تھا
اس وقت سے احقر سے والہانہ تعلق رکھتے ہیں۔ وہ میرے دردِ دل
کے ترجمان ہیں اور میری بہت سی کتابوں اور مواعظ کے مترجم ہیں
جس نے میرے کسی وعظ یا تقریر و تصنیف کا ترجمہ جو مولانا
عبد المتین نے کیا ہو پڑھ لیا اس نے گویا میرا ہی
دردِ دل اور میری قلبی کیفیات کو پڑھ لیا۔ فقط

محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ
۱۶ محرم الحرام ۱۴۳۰ھ
مطابق ۱۴ جنوری ۲۰۰۹ء

www.banglakitab.weebly.com

সমকালীন বুযুর্গানের যবানে গ্রন্থকারের একটু পরিচয়

আল্লাহপাকের বেশুমার হাম্‌দ্‌। প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, তাঁহার আছহাবে-কেরাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হুম ও তামাম আওলিয়ায়ে-উম্মতের প্রতি অসংখ্য দুরূদ ও সালাম। অতঃপর আরয এই যে, অত্র কিতাবের ভাষ্যকার মহামান্য ও পরমপ্রিয় মোর্শেদ আরেফবিল্লাহ মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গানেদ্বীনের অন্যতম। চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকার বরং চারি তরীকার শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ, দেড় হাজারেরও অধিক কিতাবের গ্রন্থকার ও ভাষ্যকার, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, হাকীমুল-উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর সিল্‌সিলার আমানত বাহক কামেলীনের অন্যতম হিসাবে বিশ্বময় তাঁহার সুখ্যাতি রহিয়াছে।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবীর অতি উচ্চ স্তরের খলীফা হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুলগনী ফূলপুরী (রহ.)-এর তিনি খাছ আশেক্ ও খাছ খাদেম ছিলেন। সুদীর্ঘ প্রায় পনের বৎসর কাল তিনি ঐ মহান পরশ- পাথরের ছোহ্‌বতে, তাঁহার প্রেমবিদগ্ধ হৃদয়ের দোআ ও ধোঁয়ার মধ্যে কাটাইয়াছেন। হযরত শাহ্ আবদুলগনী ফূলপুরী (রহ.) বলিতেন ঃ হাকীম আখ্‌তার সর্বদা আমার সঙ্গে এইভাবে জড়াইয়া থাকে যেভাবে কোন শিশু তাহার মায়ের সঙ্গে জড়াইয়া থাকে।

যৌবনের প্রারম্ভে তিন বৎসর কাল তিনি সমকালীন ভারতের নকশ্‌বন্দিয়া তরীকার সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহ্‌মদ ছাহেব এলাহাবাদী (রহ.)-এর ছোহ্‌বতে অতিবাহিত করিয়াছেন। মাওলানা এলাহাবাদী (রহ.) বলিতেন, আখতার! বহুলোকের ছীনায় এলম ও এরফান থাকে, কিন্তু তাহার যবান থাকে না। আবার অনেকের যবান থাকিলেও এলম ও এরফানের দৌলত থাকে না। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহপাক তোমার ছীনাকে মা'রেফাত ও মহব্বতের দৌলত দ্বারা যেমন ধন্য করিয়াছেন, তেমনিভাবে মহব্বত ও মা'রেফাতবর্ষী যবানও তোমাকে দান করিয়াছেন।

হযরত ফূলপুরীর এন্তেকালের পর তিনি হাকীমুল উম্মতের অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী খলীফা, সুন্নতে-রাসূলের বে-মেছাল আশেক, মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর হাতে বায়আত হন। অতঃপর

www.banglakitab.weebly.com

একদা তিনি তাঁহাকে পবিত্র কা'বা শরীফ হইতে খেলাফত প্রদান করেন। তাঁহার দোআর বরকতে আল্লাহপাক হযরতের এক কালের নিশ্চল যবানকে এমনিভাবে খুলিয়া দেন যে, বিশ্বের বড় বড় বাগ্মীরাও মহব্বত ও মা'রেফাতের সাগরবর্ষী ঐ যবানের সামনে নিজেদেরকে নিরেট বোবা বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হয়। আল্লাহপাক ঐ জান্ ও যবানকে বিশ্ববাসীর উপর আফিয়তের সহিত দীর্ঘজীবী করুন। আমীন।

হযরত মুহীউচ্ছুন্নাহ বলেন, বড় বড় বুযুর্গানেদ্বীন স্বীয় মাশায়েখের প্রতি কিভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়া খেদমত করিয়াছেন তাহা আমরা শুধু কানে শুনিয়াছি কিংবা কিতাবে পড়িয়াছি। মাওলানা হাকীম আখতার ছাহেবের মধ্যে তাহা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিলাম।

হাকীমুল-উম্মতের বিশিষ্ট খলীফা করাচীর ডাঃ আবদুল হাই ছাহেব (রহ.) বলেন, আল্লাহপাক আমার প্রিয়পাত্র মুহ্তারাম মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখ্তার ছাহেবকে এমন এক রূহানী তাকত্ নসীব করিয়াছেন যাহা হৃদয় সমূহকে মস্ত্ ও উত্তপ্ত করিয়া দেয়। হাকীকত ও মা'রেফাতের যে এক যওক্ ও আকর্ষণ তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান, ইহা তাঁহার বুযুর্গানের ফয়েয-বরকত।

বর্তমান দারুল উলূম দেওবন্দ (ভারত)-এর শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা আবদুল হক ছাহেব বলেন ঃ আমি হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখ্তার ছাহেবের ছাত্রজীবনের সাথী। বাল্যকাল হইতেই মোত্তাকী হিসাবে তাঁহার শোহ্রত ছিল। ছোট্ট বেলায় যখন তিনি মসজিদে নামায পড়িতেন, লোকেরা গভীর আগ্রহে তাঁহার নামায দেখিতে থাকিত। এরূপ নামায আমি জীবনে আর কোথাও দেখি নাই।

মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা, বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা ছালাহুদ্দীন ছাহেব (রহ.) একদা বলিতেছিলেন ঃ হযরত হাকীম ছাহেবের ভিতর হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব মুহাজিরে-মক্কী (রহ.)-এর আখলাকের প্রভাব বিদ্যমান।

হাকীমুল-ইছলাম হযরত মাওলানা কারী তাইয়েব ছাহেব (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা, সিলেট দরগাহ হযরত শাহ জালাল মাদরাসার মোহ্তামিম মাওলানা আকবর আলী ছাহেব (রহ.) একদা আমাদের সম্মুখে মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেবকে যমানার শামসুদ্দীন তাবরেযী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)-এর খাছ খাদেম ও মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর বিশিষ্টতম

www.banglakitab.weebly.com

খলীফা হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান ছাহেব (রহ.) বলেন ঃ আরেফবিল্লাহ মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব লেছানে- হাকীমুল উম্মত।

বিশ্ববিখ্যাত যে-সকল মহামান্য বুযুর্গানেদ্বীন হযরতকে 'যমানার মোজাদ্দেদ' রূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন : হযরত মাওঃ মোহাম্মদ আলী চাঁনপুরী হুযূর (রহ.), মাওঃ আঃ মজীদ ঢাকুবী হুযূর (রহ.), হযরত মাওঃ মসীহুল্লাহ্ খান জালালাবাদী (রহ.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ মাওঃ মুফতী ওয়াহীদুয-যামান ছাঃ (রহ.). শায়খুল-হাদীস বড়কাটারা মাদ্রাসা, ঢাকা, হযরত থানবী (রহ.)-এর বিশিষ্ট শিষ্য জনাব হাজী আফযল হোসাইন লাহোরী (রহ.), (থানবী (রহ.) যাঁহার সম্পর্কে মুফতী মুহাম্মদ হাসান অমৃতসরী (রহ.)কে বলিয়াছেন : হাম-নে আপ-কে ওকীল ছাহাব কি 'কীল' নিকাল দি), সাউথ আফ্রিকার মুফতী ইব্রাহীম ছালেহ্জী খলীফায়ে মুফতী মাহ্মূদ হাসান গঙ্গুহী (রহ.), হযরত বিন্নোরী (রহ.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ মাওঃ মানসূরুল হক (আমেরিকা), হযরত হারদূঈ (রহ.)-এর খলীফা মাওঃ আইয়ূব সূরতী (লন্ডন), মাওঃ ইউনুস পটেল ও মাওঃ আঃ হামীদ ছাঃ (সাউথ আফ্রিকা), আওলাদেরাসূল মীর ইশরত জামীল ছাঃ (করাচী)। আরো বহু ওলামা-মাশায়েখ।

সারাবিশ্বে তাঁহার খলীফাদের মধ্যে রহিয়াছেন বাংলাদেশে– উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মোহাদ্দেছ হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব (রহ.), ঢাকার বড় কাটারা মাদরাসার সাবেক মোহ্তামিম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেব চাঁনপুরী হুযূর (রহ.), লালবাগ মাদরাসার প্রবীণ মুহাদ্দেছ হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ ছাহেব (ঢাকার হুযূর) (রহ.), পটিয়া মাদরাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দেছ হযরত মাওলানা নূরুল ইছলাম ছাহেব (জাদীদ), কুমিল্লার বিখ্যাত আলেম শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব (দা. বা.)। বহির্বিশ্বে হযরত বিন্নোরী (রহ.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা মানসূরুল হক ছাহেব (আমেরিকা), হযরত মাওলানা মুফতী আমজাদ ছাহেব (কানাডা), হযরত মাওলানা ইউনুস পটেল সাহেব (সাউথ আফ্রিকা), শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা হারুন ছাহেব (সাউথ আফ্রিকা), দারুল-উলূম দেওবন্দ (ওয়াক্ফ)-এর শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা আন্‌যার শাহ্ ছাহেব কাশ্মীরী (রহ.), ভারত। হযরত মাওলানা মুফতী আবদুল হামীদ ছাহেব (প্রধান মুফতী জামেআ আশরাফুল মাদারিস, করাচী, হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ ছাহেব শায়খুল হাদীস জামেআ আশরাফুল মাদারিছ, করাচী।

মুহাম্মদ আব্দুল মতীন বিন হুসাইন
খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া আখতারিয়া
গুলশান-এ-আখতার
৪৪/৬, ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা–১২০৪

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

- আসমানী আকর্ষণ ও ঘটনাবলীর পূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও চমৎকার ভূমিকা/১৮

আসমানী আকর্ষণ ও আকৃষ্টদের ঘটনাবলী (প্রথম খণ্ড)/২১

- কোরআন শরীফ ছহীহ্ করার গুরুত্ব/২২
- সুন্নত তরীকায় আযান ও একামত/২২
- রুকূ শেষে সোজা হয়ে দাঁড়ানো/২২
- এশার নামাযে জরুরী হচ্ছে নয় রাকাত/২৩
- আউয়াবীন পড়া খুবই আহ্বান/২৩
- দুই সেজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা/২৪
- ঋণগ্রস্থ এক গরীবের আজব ঘটনা/২৫
- কষ্টের পর অনুগ্রহ (নেয়ামত) দানের রহস্য/২৬
- কু-দৃষ্টি চোখের যিনা/২৭
- পাপের স্বভাব (বৈশিষ্ট্য) অশান্তিতে পোড়া/২৭
- সবচেয়ে বড় দুশমন নফছ (প্রবৃত্তি)/২৮
- নাফরমানের দুই দোযখ/৩০
- নেক বান্দাদের দু'টি জান্নাত/৩০
- দ্বিতীয় জান্নাত/৩৩
- পবিত্র কোরআনে জযবের ঘোষণা/৩৫
- ক্ষণস্থায়ী সব সৌন্দর্য আল্লাহর সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব/৩৮
- বান্দার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট/৩৯
- তরীকে-ছুলূক জযবের দ্বারাই অতিক্রম হয় অর্থাৎ আল্লাহর দিকে চলা এবং আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা দয়াময়ের খাছ আকর্ষণের দ্বারাই সম্পাদিত হয়/৪১
- তরীকে-জযবের (অদৃশ্য আকর্ষণের) একটি দৃষ্টান্ত/৪২
- তরীকে ছুলূক-এর (কিছু মেহনতের পর হেদায়েত লাভের) দৃষ্টান্ত/৪৩
- হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাযি.)-এর জযবের ঘটনা/৪৪
- হযরত ওমর (রাযি.)-এর জযবের (তথা আল্লাহর প্রতি আকর্ষণের) ঘটনা/৪৭
- জনৈক তাবেঈর জযবের কী বিস্ময়কর ঘটনা/৫১
- মসনবী শরীফে এক মজযুব রাখালের ঘটনা/৫৪

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

- আল্লাহর ওলীদের আলোচনার সময় রহমত নাযিল হয়/৫৭
- এই মুহূর্তে দোআ/৫৮

আসমানী আকর্ষণ ও আকৃষ্ট বান্দাদের ঘটনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)/৬১

- তরীকে-জয্বের একটি দৃষ্টান্ত/৬২
- জয্বের (তথা দয়াময় কর্তৃক আকর্ষিত হওয়ার) আলামতসমূহ/৬৫
- ধন-সম্পদ অর্জন বুদ্ধির জোরে হয় না/৬৭
- ছালেহীনের (নেক্কারদের) সূরত ও লেবাছের প্রভাব/৬৮
- বিবেকের দাবি বা বুদ্ধিমত্তার পরিচয়/৭০
- জয্বের (তথা আল্লাহ কর্তৃক আকর্ষিত হওয়ার) একটি লক্ষণ/৭১
- আরো কি হয় জয্বের দ্বারা?/৭৫
- গুনাহ করা বান্দা সুলভ ভদ্র চরিত্রের পরিপন্থী/৭৫
- ছুলূকের তথা আল্লাহপ্রেমের পথ চলায় সবচেয়ে 'বড় ডাকাত'/৭৬
- সহজ তাহাজ্জুদ ও পরম নৈকট্য/৭৭
- কারো উপর গায়েবী নেআমত দেখে দোআ করা/৭৮
- অনুতপ্তের জন্য মহা আশার বাণী/৭৯
- হযরত ওয়াহ্শী (রাযি.)-এর জয্বের ঘটনা/৭৮
- অনুতপ্ত পাপীর অপমান মোচন/৮৬
- 'পীরে চেঙ্গী'র (সারিন্দা বাদক বৃদ্ধের) জয্বের (তথা আল্লাহর বিশিষ্ট বন্ধু হওয়ার) আজব ঘটনা/৮৮
- করুণ মিনতি ও দোআ-মুনাজাত/৯৩

আসমানী আকর্ষণ ও তাজাল্লীর ঘটনাবলী (তৃতীয় খণ্ড)/৯৯

- আল্লাহ তাআলার "আযীয" নামের অর্থ/৯৯
- 'কারীম' কাকে বলে?/১০০
- কান্নাকাটিই আল্লাহর রহমত লাভের পন্থা/১০১
- হযরত বড় পীর জীলানী (রহ.)-এর ঘটনা/১০৩
- আমার বান্দা! আমি হাযির/১০৬
- 'জয্ব্' (গায়বী আকর্ষণ) সম্পর্কে একটি দারুণ মজার গল্প!/১০৮
- আসমানী জয্বের (আকর্ষণের) প্রতিক্রিয়া হৃদয়-মন নিশ্চয় অনুভব করে/১০৯
- এখন তোমার নামের সাথে আমার নামও আসবে/১১০

www.banglakitab.weebly.com

- 'তাদের পদস্খলন ও পরাজয় মূলত: তাদেরই কারণে' ঃ কুরআনের এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা/১১১
- ورفعنا لك ذكرك আয়াতের ব্যাখ্যা/১১৩
- বাতেনী (বা আধ্যাত্মিক) শাহাদত/১১৪
- হযরত ফুযাইল বিন ইয়ায (রহ.)-এর 'আসমানী আকর্ষণ'-এর ঘটনা/১১৭
- মসনবী শরীফে নাছূহ্-এর জয্‌বের ঘটনা/১২০
- গুনাহের দুনিয়াবী শাস্তি আজীবন লাঞ্ছনা ও অপমান/১২৭
- গুনাহ বর্জন রহমতের দলিল আর গুনাহ করা হতভাগ্যের দলিল/১২৮
- সিগারেট নামের অর্থ (কৌতুক) ঃ (ছাগ+রেট = ছিগারেট)/১৩১
- সেই জঘন্য পাপিষ্ঠ নাছূহ্ শেষে 'ওলী' হয়ে গেলো/১৩২
- হযরত বিশ্‌রে-হাফী (রহ.)-এর জয্‌বের (তথা আসমানী আকর্ষণের) ঘটনা/১৩৩
- আল্লাহপাক বান্দার কতটা কদরকারী এবং কতটা সম্মান দাতা!/১৩৪
- সুন্দর-সুন্দরীদের সম্পর্ক-বদলও নিমকহারামী/১৩৫
- ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর দৃষ্টিতে আল্লাহর ওলীদের সম্মান/১৩৫
- ওলী হওয়ার সকল দরজা এখনও খোলা আছে/১৩৬
- মদ্যপ এক ধনী দুলালের জয্‌বের (তথা গায়বী হেদায়েতের) ঘটনা/১৩৮
- তুমি আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলে কিন্তু আল্লাহ তোমাকে ভুলে যাননি/১৩৯

আসমানী আকর্ষণ ও আকৃষ্ট বান্দাদের ঘটনাবলী (চতুর্থ খণ্ড)/১৪৩

- আয়াতের 'শানে নুযূল'/১৪৩
- 'জয্‌ব্'-এর (ঐশী আকর্ষণের) দু'টি নেয়ামত/১৪৪
- 'জয্‌ব' বা 'বিশেষ আকর্ষণ'-এর একটি বিশেষ লক্ষণ/১৪৫
- আল্লাহপ্রাপ্তির দ্বিতীয় রাস্তা 'ছুলূক' ('পথচলা')/১৪৭
- একটি হাদীছে-কুদছীর ব্যাখ্যা/১৪৮
- বাদশাহ ইবরাহীম বিন আদহাম (রহ.)-এর 'জয্‌বে'র (আসমানী আকর্ষণের) ঘটনা/১৫০
- বাদশাহী ত্যাগের উপর একটি প্রশ্ন ও উত্তর/১৫১
- রাজার দেহে আজ ফকীরের পোশাক/১৫২

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

- আল্লাহর জন্য যেমন কোরবানী তেমন মেহেরবানী, 'যতো কষ্ট ততো নৈকট্য'/১৫৩
- গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহর মহব্বতের দলিল/১৫৬
- হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)-এর কারামত/১৫৭
- হাফেয শীরাযী (রহ.)-এর ঘটনা/১৫৮
- সাধারণ মানুষও কি বলখের বাদশার মত এত বড় ওলীর মর্যাদা অর্জন করতে পারে?/১৬০
- হযরত সুলতান ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)-এর আরও একটি কারামত/১৬৩
- ওলীদের সোহবত ও সম্পর্ক দ্বারা আল্লাহ্গামীতা ও জীবনের মোড় বদলের রহস্য/১৬৪
- যাকাতের একটি মাসআলা হতে ওলীদের সোহ্বতের উপর চমৎকার দলিল/১৬৬
- তাফসীর রূহুল মাআনী গ্রন্থে বাদশাহ ইবরাহীম ইবনে আদহামের আলোচনা/১৬৭
- আল্লাহপাকের গাফফার নামের উপর ভরসা করার মর্মার্থ/১৬৮
- তওবার তওফীক ছিনিয়ে নেওয়ার একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা/১৬৯
- বাদশাহ ইমরুউল কায়ছের জয্বের (আসমানী আকর্ষণের) ঘটনা/১৭০
- 'মহব্বত' নিজেই মহব্বতের রীতি-নীতি শিখায়/১৭৩
- হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.)-এর জয্বের ঘটনা/১৭৪
- প্রসিদ্ধ কবি হাফীয জৌনপুরীর জয্বের (আল্লাহর দিকে আকর্ষণের) ঘটনা/১৭৭
- ইন্ডিয়ার কাব্যসম্রাট জিগর মুরাদাবাদীর জয্বের ঘটনা/১৭৯
- আল্লাহর অসন্তুষ্টির সাথে জীবিত থাকার চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে মৃত্যুই উত্তম/১৮২
- আল্লাহ-পাকের 'জয্বের তাজাল্লী' বর্ষণের স্থান ও কাল/১৮৪
- আল্লাহ তাআলার খাছ বান্দাদের পরিচয়/১৮৭
- মিনতিভরা দোআ-মুনাজাত/১৮৯

www.banglakitab.weebly.com

আসমানী আকর্ষণ ও ঘটনাবলীর পূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও চমৎকার ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اَمَّا بَعْدُ!

আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দা. বা.)-এর বিশ্বব্যাপী কৃত বয়ানসমূহ প্রকাশের ধারাবাহিকতায় এটিও প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহ্পাক হযরতের যবান ও বয়ানে আশ্চর্য আছর রেখেছেন। যার দ্বারা দেশ-বিদেশের অসংখ্য মানুষের বিচিত্র জীবনে এক 'কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন' এসেছে। এশিয়া ছাড়াও আমেরিকা, বৃটেন, জার্মানী ও ইউরোপীয় দেশসমূহের বহু মুসলমান যারা ইউরোপ-আমেরিকার সমাজ ও সভ্যতায় প্রভাবিত হয়ে সর্ব রকমের বদ-দ্বীনীর শিকার হয়েছিল, হযরতের এই নূরানী উপদেশবাণীর বরকতে তারা ওসব কিছু হতে সম্পূর্ণ তওবা করেছে। অনেক মুসলমান তো সাক্ষাত লাভ ছাড়াই শুধু হযরতের ছাপানো ওয়াজ-নসীহত পড়েই দ্বীনী-জিন্দেগী গ্রহণ করেছেন; সুন্নত মোতাবেক দাড়ি রেখেছেন, হারাম ব্যবসা-বাণিজ্য ও শরাব-কাবাব সম্পূর্ণ বর্জন করে দিয়ে 'কুফরের ভয়ঙ্কর অন্ধকার সমাজে' তারা 'নূরের মিনারা' হয়ে গেছেন।

আল্লাহ্পাক হযরতের ফয়েয-বরকত ও নূরের এ ধারাকে কিয়ামত পর্যন্ত জারী রাখুন। এটি হযরতেরই এখলাছের ফয়েয ও ফসল যে, খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া, গুলশান-ই-ইকবাল, করাচী এবং আঞ্জুমানে এহ্ইয়াউচ্ছুন্নাহ্ লাহোর (এবং ইদানীং হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা) হতেও দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে হযরতের বয়ানসমূহ কিতাব

www.banglakitab.weebly.com

আকারে বিশ্বময় বিতরণ হচ্ছে। আল্লাহ্পাক হযরতের এই নূরভরা 'কল্যাণধারা'কে হামেশা জারী রাখুন। আমীন।

হযরতের এক দেওয়ানা খাদেম ও খলীফা সাইয়েদ ইশ্‌রত জামীল (মীর সাহেব) হযরতের সোহ্বত ও তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে কী চমৎকার বলেছেনঃ

مفت بٹتی ہے مئے ناب محبت یاں پر ترے میخانہ سا دیکھا کوئی میخانہ نہیں
آہ کیا سمجھیگا وہ فطرت شاہانہ تری جس نے دیکھی ہی تری شان فقیرانہ نہیں
جان سکتا ہی نہیں وہ کہ محبت کیا ہے جس نے ترا ہے سنا نعرۂ مستانہ نہیں
یعنی اس دور میں جو بھی ترا دیوانہ نہیں اسکو ہو سکتی نہیں حرف محبت کی شناخت

অর্থ ঃ ১. আল্লাহ্প্রেমের 'খালেছ শরাব' দিন-রাত এখানে বিতরণ হচ্ছে। হে মোর্শেদ! আপনার (সুন্নত ও মহব্বতের নূরভরা) শরাবখানার মত এমন শরাবখানা তো আর দেখিনি।

২. কত যে 'সুউন্নত আপনার শাহী মন ও রুচি' তা সে কোনদিন বুঝবে না যে আপনার 'ফকীরী শান' দেখতে পায়নি।

৩. 'আল্লাহ্র মহব্বত' কি জিনিস তা তো সে বুঝবেই না যে আপনার 'আগুনঝরা-প্রাণপাগল করা' যিকির বা বয়ান শুনতেই পায়নি।

৪. এই যমানায় যে-ই আপনার দেওয়ানা হলো না, আল্লাহ্র মহব্বতের একটি হরফও তার শেখা হবে না।

হযরতের অনেকগুলো বয়ানের সমষ্টি 'মাওয়ায়েযে দর্‌দে মহব্বত' সম্পর্কে বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট আলেম জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ছাহেব তাঁর স্বরচিত 'উর্দূ কবিতা' শুনিয়েছিলেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

دردِ دل کے ان مواعظ میں عجب تاثیر ہے　　روح کے امراض کا اک بے بہا اکسیر ہے
شاہ اختر کا بیاں ہے اصل میں الہامِ حق　　عشقِ حق کی جلنے والی آگ کی تعبیر ہے
ایشیا یورپ سے لیکر امریکہ تک فیضیاب　　کیا بتاؤں فیضِ اختر کیسا عالمگیر ہے

অর্থঃ

১. প্রাণের আগুনভরা এ সকল উপদেশের মধ্যে রয়েছে ভীষণ আছর। আত্মার ব্যাধিসমূহের এ হচ্ছে অমূল্য ও অব্যর্থ চিকিৎসা।

২. আসলে হযরত শাহ্ আখতার ছাহেবের বয়ান হলো খোদানুগ্রহের 'এলহাম'। ভিতরে 'মাওলাপ্রেমের যে আগুন' জ্বলে, ভাষায় তা-ই প্রকাশ পায়।

৩. এশিয়া হতে শুরু করে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ তাঁর দ্বারা আল্লাহ্‌র মহব্বত-মা'রেফাত ও নূরে-সুন্নতের ফয়েযপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ আল্লাহ্! কি বিশ্বজনীন তাঁর দ্বীনী কল্যাণের এ ফল্গুধারা!

বিনীত
(হাফেয মাওলানা) মোহাম্মদ ইবরাহীম (ছাঃ)
নাযেম কুতুবখানায়ে মাযহারী
গুলশান-ই-ইকবাল–২, করাচী

www.banglakitab.weebly.com

আসমানী আকর্ষণ ও আকৃষ্ট বান্দাদের ঘটনাবলী

প্রথম খণ্ড

[কুত্‌বে-আলম রূমীয়ে-যমানা আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম ১৮ই মুহর্‌রম ১৪১৪ হিজরী মোতাবেক ৯ই জুলাই ১৯৯৩ ইং রোজ শুক্রবার বেলা ১১ টায় গুলশান-ই-ইকবাল–২ করাচীর খান্‌কাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া সংলগ্ন 'মসজিদে-আশরাফ'-এ আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক বান্দাকে নিজের দিকে প্রেমময় আকর্ষণ সম্পর্কে এক মূল্যবান বয়ান রাখেন। নিম্নে তা উদ্ধৃত হলো।]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ

(پ ۲۵ سورة شورى)

অর্থ : "আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে নিজের দিকে টেনে নেন। এবং যারা তাঁর দিকে অগ্রসর হয় তাদেরকেও তিনি 'হেদায়েত' প্রদান করেন।"

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী!

মূল আলোচনার পূর্বে আমি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করি আপনারা তা খুব মনোযোগ সহকারে শুনবেন।

কোরআন শরীফ ছহীহ্ করার গুরুত্ব

আমি ইতিপূর্বেও বারবার আরয করেছিলাম যে, কোরআন শরীফ ছহীহ্-শুদ্ধভাবে পড়ার জন্য চেষ্টা করুন। নিজ নিজ এলাকায় ভালো কোন কারী সাহেবের নিকট কোরআন শরীফের হরফগুলির উচ্চারণ শুদ্ধ করে শিখে নিন। উচ্চারণগত কোন-কোন ভুল তো এমন যে, অবশ্যই তা কবীরা

www.banglakitab.weebly.com

গুনাহ্-এর পর্যায়ভুক্ত। লাহ্নে-জলীর মধ্যে তো এক হরফের স্থলে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন হরফের উচ্চারণ হয়ে যায়। (যার ফলে অর্থও বদলে যায়।) অতএব, কোরআন শরীফ ছহীহ্ করে পড়া অত্যন্ত জরুরী। হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী (রহ.) থানাভবন খানকায় বড় বড় আলেমগণকে 'নূরানী কায়েদা' পড়িয়ে নিয়ে পরে বায়আত করেছেন। এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটি। তাই বলছি, এ বিষয়টিকে মামুলী মনে করবেন না। কোন কবির কবিতা যদি কেহ ভুল পাঠ করে তাতে কবি কতটা অসন্তুষ্ট হন? অথচ, স্বয়ং আহ্কামুল-হাকিমীন আল্লাহ্র কালামকে যেমন-ইচ্ছা তেমনই পাঠ করা? চিন্তা করা উচিত কি না যে, এত বড় বাদশার কালামের কত বড় হক্? হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী বলেন, রোজ মাত্র আধা ঘণ্টা ব্যয় করলে ইনশাআল্লাহ দুই মাসের মধ্যেই পবিত্র কোরআন শরীফ আপনি ছহীহ্-শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করতে পারবেন।

সুন্নত তরীকায় আযান ও একামত

আযান-একামতও সুন্নত মোতাবেক শেখার জন্য চেষ্টা করুন। (যে সকল ইমাম-মুয়ায্যিন দাওয়াতুল হকের খাদেমগণ ছহীহ-শুদ্ধভাবে, সুন্নত মোতাবেক আযান-একামত শিখেছেন, তাঁদের নিকট শিখে নিন।)

রুকূ শেষে সোজা হয়ে দাঁড়ানো

নামাযের মধ্যে রুকূ করার পর সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ানো ওয়াজিব। অনেকে সোজা হওয়া ছাড়াই সেজদায় চলে যায়। এর ফলে নামাযই হয় না। এই নামায দ্বিতীয় বার পড়া ওয়াজিব। (ওয়াক্ত শেষ হয়ে গিয়ে থাকলে কাযা পড়া ওয়াজিব।) বোখারী শরীফের হাদীসঃ

اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ (ج ١ ص ١٥٠)

(অর্থাৎ এক ব্যক্তি রুকূ-সেজদা ঠিকমত না করার কারণে রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন) ঃ

"যাও, আবার নামায পড়। কারণ, তোমার নামায হয়নি।"

অতএব রুকূ করার পর সোজা হয়ে দাঁড়াবে, তারপর সেজদায় যাবে।

www.banglakitab.weebly.com

এশার নামাযে জরুরী হচ্ছে নয় রাকাত

এশার ওয়াক্তে ১৭ রাকাত পড়া যদি কষ্টকর হয় তবে শুধু ৯ রাকাত পড়ে নিন। তবে তা খুব উত্তমভাবে পড়বেন। এতমীনানের সাথে, খুশূ'-খুযূ'র সাথে, একাগ্রতার সাথে ৪ রাকাত ফরয, ২ রাকাত সুন্নতে মোয়াক্কাদা ও তিন রাকাত বেতের। অনেকে ঘুমের চাপে সতের রাকাতের ভয়ে এত দ্রুত পড়তে থাকে যে, নফলের জন্য ফরযও নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষত স্কুল-কলেজের ঐ সকল যুবক-তরুণ যারা দ্বীন থেকে অনেক দূরে, তাদেরকে সতের রাকাত বাতলানো তো আদৌ ঠিক নয়। সতের রাকাতের ভয়ে তারা ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদাও ছেড়ে দেয়। তাদেরকে শুধু এতটুকু বলুন যে, ভাই! চার রাকাত ফরয পড় এবং দুই রাকাত সুন্নত ও তিন রাকাত বেতের। এতে পাস-নম্বর তো মিলে যাবে। আধুনিক শিক্ষিত তরুণদেরকে এভাবে মাত্র নয় রাকাত বাতলানো হলে ইনশাআল্লাহ তারা এশার নামায পড়ে নিবে।

আউয়াবীন পড়া খুবই আছান

এভাবে মাগরিবের পরে ছয় রাকাত নফল পড়ার যে ফযীলত হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর ৬ রাকাত নফল পড়বে তার পাপরাশি সমুদ্রের ফেনাসম হলেও আল্লাহ্‌পাক তা মাফ করে দিবেন। (জমউল ফাওয়ায়েদ, প্রথম খণ্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা)

এরূপ ফযীলতের হাদীছে সগীরা গুনাহ উদ্দেশ্য। কারণ, কবীরা গুনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না। কবীরা গুনাহ মাফ হয় তওবার দ্বারা।

এক্ষেত্রেও মাগরিবের নামাযের পর পৃথক ছয় রাকাতের কথা শুনে কিছু লোক দ্বিধাগ্রস্ত হয় এবং এই ছয় রাকাতকে তাদের কাছে কঠিন মনে হয়।

এ সম্পর্কে আমার আরয এই যে, মাগরিবের তিন রাকাত ফরয, দুই রাকাত সুন্নত ও দুই রাকাত নফল তো সমগ্র দুনিয়াই পড়ে। সেই সাথে আর মাত্র ২ রাকাত পড়ে নিলে আপনি আউয়াবীনের ফযীলত হাসিল করতে পারেন। কারণ, মাগরিবের ২ রাকাত সুন্নতও আউয়াবীনের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তিরমিযী শরীফ প্রথম খণ্ডের ৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদীস শরীফের ভাষ্য তো এইরূপঃ

www.banglakitab.weebly.com

مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكْعَاتٍ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি "মাগরিবের পর" ছয় রাকাত পড়বে।

মোল্লা আলী কারী (রহ.) মেরকাত শরহে মেশকাত কিতাবে লিখেছেন যে, (মাগরিবের পর মানে, মাগরিবের ফরযের পর। অতএব,) ফরযের পরবর্তী দুই রাকাত সুন্নতও আউয়াবীনের ছয় রাকাতের মধ্যে শামিল। দেখুন, মেরকাত তৃতীয় খণ্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা। আহ্‌ছানুল ফাতাওয়া ৩য় খণ্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠায়ও অনুরূপ লেখা আছে।

অতএব, দুই রাকাত সুন্নতের পর যেই দুই রাকাত নফল আপনারা পড়ে থাকেন, তারপর আর মাত্র দুই রাকাত নফল পড়লেই আউয়াবীন আদায়কারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবেন।

সাধারণত: লোকেরা দুই রাকাত সুন্নতকে আউয়াবীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। এজন্যই ছয় রাকাতের হিসাব যেন ভারী মনে হয়। কিন্তু, যখন তারা জানতে পারবে যে, ফরয ও সুন্নতের পর দুই রাকাত তো আমরা পড়ি-ই। মাত্র আর দুই রাকাত পড়লেই তো আউয়াবীনের ছয় রাকাত হয়ে গেল। ফলে আউয়াবীন পড়া এখন খুবই সহজ মনে হবে।

এরপর চরম অলস ও মাহরূম লোক ছাড়া আর কে হবে যে এত বড় ফযীলত অর্জন থেকে বিরত থাকবে যার দ্বারা সমুদ্রের ফেনাসম সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

কিন্তু যারা সুন্নতের পর আলাদা ছয় রাকাত পড়েন, তাদেরকে পড়তে দিন। তারা বেশি উপার্জন করতেছেন। তাই, বেশি উপার্জনকারীদের বাঁধা দিবেন না। আর অল্প তালাশকারীদেরকে এই সহজ পন্থা বাতলিয়ে তাদেরকে আগ্রহী করে তুলুন।

দুই সেজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা

দুই সেজদার মধ্যখানে সোজা হয়ে বসা ওয়াজিব। এক সেজদা করার পর সোজা হয়ে না বসেই যদি দ্বিতীয় সেজদায় চলে যায়, তাহলে তার নামায হবে না। রুকূ করার পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং দুই সেজদার মধ্যখানে সোজা হয়ে বসা ওয়াজিব। ভালভাবে বুঝে নিন। এমন না হয় যে, তাড়াহুড়ার ফলে নামাযই নষ্ট হয়ে যায়।

www.banglakitab.weebly.com

আরেকটি মাসআলা : সেজদার মধ্যে যমীনে নাক লাগানোও ওয়াজিব। সেজদার মধ্যে কারো কারো নাক যমীন থেকে উপরে পৃথক হয়ে থাকে। দেখা যায়, এভাবে সেজদা করা হচ্ছে যে, কপাল যমীনে লাগা আছে, কিন্তু নাক উপরে উঠে আছে। এক চাউল বরাবরও যদি পৃথক থাকে, তবে যমীনের সাথে মিলিত হলো কি? নাক যমীনের সাথে মিলিত হওয়া জরুরী।

کیا ہے رابطہ آہ و فغاں سے زمیں کو کچھ کام ہے آسماں سے

প্রেম করেছি, ভালোবাসি, কাঁদি তোমার তরে
'মাটির সাথে মিশে' ডাকি, দেখো একটু ফিরে।

আসমানের মালিকের নিকট হতে কিছু নিতে হলে এবং তাকে পেতে হলে যমীনে নাক মিশিয়ে নিজেকে পিষো এবং নাও।

ঋণগ্রস্থ এক গরীবের আজব ঘটনা

এই প্রসঙ্গে এক লোকের একটি ঘটনা শুনুন। খুবই গরীব মানুষ। সে খুব কান্নাকাটি করে বললো, হে আল্লাহ! আমার ঋণ কিভাবে পরিশোধ হবে? এক লোক তাকে বললো, এক হাজার মাইল দূরে এক দানশীল ব্যক্তি থাকেন, সেখানে যাও। তিনি তোমার সব ঋণ পরিশোধ করে দিবেন। শুনে লোকটি অনেক কষ্টে পায়ে হেঁটে হেঁটে এক হাজার মাইল দূরে দানশীলের বাড়িতে গিয়ে পৌছলো। সেখানে গিয়ে আছরের নামায আদায় করলো। নামাযের পর পরই ঐ দানশীলের জানাযা শেষে তার লাশ দাফন করা হচ্ছিল। এই দৃশ্য দেখে আগন্তুকের দৃষ্টিতে সমস্ত বস্তিটাই ধ্বংস হয়ে গেল বলে মনে হচ্ছিল। কারণ, যার আশায় এত দূর আগমন, তারই তো মৃত্যু হয়ে গেলো। চোখের সামনে সে দাফনও হয়ে গেলো। হাজার মাইলের কষ্ট ও পরিশ্রম সব বৃথা গেল। মাগরিব পড়ে লোকটি খুব করে কাঁদছিল। কাঁদতে-কাঁদতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়লে অনিচ্ছাতেই ঘুম এসে গেলো। অনেক কাঁদলে অনেক সময় ঘুম এসে যায়। যেমন অনেক ছোট শিশুরা যখন ঘুমায় না, তো কোন-কোন মা কেবলমাত্র ঘুম পাড়ানোর উদ্দেশ্যে শিশুকে মারধর করে। তাদের এজতেহাদ ও ধারণা এই থাকে যে,

www.banglakitab.weebly.com

বাচ্চা এভাবে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়বে। মারের দ্বারা যতটুকু আমি তাকে কষ্ট দিবো, বিনিময়ে সে ততটুকু আরামও তো পাবে। অথচ, শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ মারপিট করা নাজায়েয। অন্য কোন পদ্ধতি আছে কিনা, জানতে তো চাওয়া উচিত। সাত বার يَا لَطِيْفُ (ইয়া লাতীফু) পড়ে শিশুর উপর ফুঁক দিন।

যাক সে কথা। ঘুমিয়ে পড়ার পর লোকটি স্বপ্নে দেখতে পায় যে, আল্লাহপাক তাকে হুকুম করছেন, হে! ওঠ, তোমার বাড়িতে যেয়ে দেখ, তোমার ঘরের মধ্যে যে তিন-চারটি কামরা আছে তম্মধ্যে একটি কামরার মাটির নিচে তোমার দাদার পুঁতে রাখা এই পরিমাণ টাকা-কড়ি মওজুদ আছে যে, তা দিয়ে তোমার ঋণও পরিশোধ হবে এবং থাকার জন্য শানদার এক ঘরও নির্মাণ করতে পারবে।

কষ্টের পর অনুগ্রহ (নেয়ামত) দানের রহস্য

অতঃপর স্বপ্নেই সে আল্লাহপাকের নিকট জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহ! আমার ঘরের কামরার মধ্যেই যখন এই 'অমূল্য সম্পদ' লুকানো ছিল, কেন আপনি আমাকে এক হাজার মাইল দৌড়াতে বাধ্য করলেন? ঘরে থাকতে বললেন না, এক হাজার মাইল দৌড়ের পর গুপ্তধনের খবর দিলেন। এর রহস্য কি হে রব্বুল আলামীন? আল্লাহপাক বললেন ঃ আমি মুসীবতের পর নেআমত দান করি, যাতে নেআমতের কদর বুঝে আসে।

লোকটি ফিরে গিয়ে কামরার ভিতরে খনন করলো, তো সমস্ত গুপ্তধন পেয়ে গেলো। দৌলত তো সে পেয়েছে, কিন্তু অনেক কষ্টের পর। তাহলে লক্ষ্য করার বিষয় যে, 'দুনিয়ার চীজ-বস্তুই' যদি পেতে হয় কষ্ট সহ্যের পরে, তাহলে বিনা কষ্টে কিভাবে তুমি আল্লাহকে পেয়ে যাবে? 'দুনিয়া' লাভের জন্য তো অতি আনন্দের সাথে হাজার মাইল পথ চলার কষ্ট সহ্য করা হলো। কিন্তু, আফসোস! যারা বুকে আল্লাহকে পাওয়ার সাধ রাখে, আল্লাহর মহব্বতে এক-দুই মাস নয় বরং পুরা যিন্দেগীকে ওয়াকফ করে রেখেছে, দিন-রাত খানকায় অবস্থান করছে, আল্লাহর তালাশে যারপরনাই ব্যাকুল-বেচাইন হয়ে আছে, কিন্তু নজর হেফাযতের কষ্ট সহ্য করতে অপ্রস্তুত। কারণ, নজর হেফাযত বড় কষ্টের কাজ। (আল্লাহর জন্য এই)

www.banglakitab.weebly.com

কষ্ট করতে তারা প্রস্তুত নয়। একটু ভেবে দেখুন এ বিষয়টি। আল্লাহর প্রতি আমাদের মহব্বত ও ভালবাসার দাবীর সত্যতা কতটুকু, বাস্তবতা কতটুকু, একটু চিন্তা করে দেখুন।

কু-দৃষ্টি চোখের যিনা

আল্লাহপাক কুদৃষ্টিকে হারাম করেছেন। কারণ, (চরিত্রহীনতা ছাড়া) কুদৃষ্টির দ্বারা তো কিছুই পাওয়া যায় না। অনর্থক জ্বলে-পুড়ে মরা ছাড়া আর কিছুই হয় না। অর্জন তো কিছুই না, অনর্থক দেহ-মন, স্বাস্থ্য-শরীর সবকিছু বিসর্জন। না-মাহরামদের প্রতি দৃষ্টি করা শরীয়তে হারাম। এই দৃষ্টি কামরিপুর প্রভাব-বিজড়িত।

বোখারী শরীফের হাদীছ ঃ (বোখারী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা নম্বর ৯২৩) রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন– زِنَى الْعَيْنِ النَّظَرُ

'কুদৃষ্টি চোখের যিনা।'

যে ব্যক্তি কারো বউ-ঝি'র প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কোন মেয়ের দিকে তাকায়, তা রাস্তায়, স্কুলে, এয়ারপোর্টে, রেলস্টেশনে, বাসস্ট্যান্ডে বা যে কোন স্থানেই হোক না কেন, এই দৃষ্টি হারাম এবং তা চোখের যিনা। তদ্রূপ, যে ব্যক্তি কামভাবের সাথে দাড়ি-মোচবিহীন বা হাল্কা-হাল্কা দাড়ি কিন্তু চেহারা এখনও আকর্ষণীয় ও মোহনীয়– এরূপ ছেলেদের দিকে তাকায় সেও চোখের যিনায় লিপ্ত, হারামে আক্রান্ত। সৌন্দর্যদাতা আল্লাহই সুন্দর- সুন্দরীদের যেই লাবণ্য ও সৌন্দর্য উপভোগকে হারাম করেছেন, এতদসত্ত্বেও যে ঐ হারাম-নিমক আস্বাদন করে, সে নিমক-হালাল না নিমক-হারাম? আমি কিছু বলবো না, আপনারাই ফায়সালা করুন। তাই যে কাজকে আল্লাহপাক হারাম করেছেন তার কাছেও না যাওয়া চাই।

পাপের স্বভাব (বৈশিষ্ট্য) অশান্তিতে পোড়া

আমি আল্লাহ তাআলার কসম করে বলছি, আজ পর্যন্ত আমি কোন কুদৃষ্টিবাজ, কোন প্রেমবাজ, কোন পাপাচারীকে শান্তিতে থাকতে দেখি নাই। কবি বলেন ঃ

اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے   زمیں پر گر پڑا ہیں آسماں سے

www.banglakitab.weebly.com

হে আল্লাহ! তোমার চৌকাঠ হতে মস্তক সরিয়ে নেওয়ার পরিণামে এত কঠিন বিপদে ও অশান্তিতে আছি, যেন আমি আসমান থেকে যমীনের উপর নিক্ষিপ্ত হয়েছি।

যে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তার অবস্থা ঐ ঘুড়ির মত যা নাটাইর সূতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পাপের হারাম স্বাদ গ্রহণে লিপ্ত ও অভ্যস্ত ব্যক্তিকে দেখলেই বোঝা যায় যে, এই যালেমের সম্পর্ক আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। যেভাবে সূতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ঘুড়ির গতি ও অবস্থা দেখলে বোঝা যায় যে, এটি ডোর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, যার পরিণামে ছেলেরা এর পিছনে ধাওয়া করতে থাকে এবং লুটে নেওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়তে থাকে।

আল্লাহর এই নাফরমানের উপর যত আযাবই আসুক না কেন, তা কম এবং হালকা। যদি তার কিডনী অকেজো করে দেওয়া হয়, ব্লাড-ক্যান্সার হয়ে যায়, কোন দুর্ঘটনায় তার মাথা ফেটে যায়, আরও যত আযাবই নাযিল হোক তার উপর, তা অল্প ও নগণ্য। কারণ, কত বড় শক্তির সঙ্গে সে টক্কর দিয়েছে। নাফরমানীর দুঃসাহসের দ্বারা কত বড় শক্তিধর মালিককে সে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট করেছে। আর সন্তুষ্ট করতেছে এক ক্ষুদ্র মাখলুক নফ্ছকে। যেই নফ্ছ আমাদের দুশমন। সবচেয়ে বড় দুশমন।

সবচেয়ে বড় দুশমন নফ্ছ (প্রবৃত্তি)

রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর লক্ষ-লক্ষ রহমত, কোটি-কোটি রহমত, সীমাহীন রহমত বর্ষিত হোক। তিনি বলেছেন, হে মুসলমান! তোমার সবচেয়ে বড় দুশমন তো তোমার ভিতরে বসা। অর্থাৎ, তোমার নফছ। সকল পাপাচার, সুদ-ঘুষ, হারাম লজ্জতের তোহফা আসলে কে পায়? এই দুশমন নফ্ছ। মানুষ যত বেশি গুনাহ করতে থাকে, নফ্ছ ততই মোটা ও শক্তিশালী হতে থাকে। নফ্ছের খোরাক নাফরমানী। আর রূহের খোরাক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য।

ذکر حق آمد غذا ایں روح را　مرہم آمد ایں دل مجروح را ۔

অর্থঃ রূহের খোরাক আল্লাহপাকের যিকির। আঘাতে জর্জরিত ও ব্যথিত হৃদয়ের মলম আল্লাহপাকের নাম যপনা।

www.banglakitab.weebly.com

এজন্যই আমার মোর্শেদ শাহ্ আবদুল গণী ছাহেব ফুলপুরী (রহ.) মাঝে-মাঝে আসমানের দিকে তাকিয়ে বলতেন, আয় কারারে জানে-বেকারারাঁ! অর্থাৎ, আপনিই সকল অশান্ত প্রাণের শান্তি এবং সান্ত্বনা। আজকের এই মজলিসে এমন সব লোকজনও উপস্থিত আছে, আমি তাদের নাম বলবো না। কারণ, কোন মুসলমানের গোপনীয় দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা জায়েয নেই। একদিন এমন ছিল যে, এরা রোমাঞ্চকর এক জীবনের মধ্যে ডুবে ছিল, দিবা-রাত সুশ্রী ছেলে ও মেয়েদের পিছনে ছুটে বেড়িয়েছে। কিন্তু তারা ভুল পথ পরিহার করে দাড়ি রেখেছে, আল্লাহ-আল্লাহ যিকির শুরু করেছে, পাপাচার থেকে তওবা করেছে। আমি তাদেরকে বলেছি, তোমরা মাথার উপর কোরআন শরীফ রেখে কসম করে বল, তোমাদের আগের জীবন বেশি সুখময় ছিল, নাকি বর্তমান জীবন? উত্তরে তারা বলেছে ঃ মনে হচ্ছে আমরা দোযখী যিন্দেগী থেকে বেরিয়ে এসে জান্নাতী যিন্দেগী পেয়ে গেছি। নরক থেকে বেরিয়ে স্বর্গে প্রবেশ করেছি। সুশ্রীমুখের প্রেমে পড়ে আমরা যেন আগুনে পুড়ে মরছিলাম। তাই তো আমাদের খাজা আযীযুল হাসান মজযূব (রহ.) বলতেন ঃ

دیکھ ان آتشیں رخوں کو نہ دیکھ   ان کی جانب نہ آنکھ اٹھا زنہار

সুশ্রী ও রূপসী ঐ আগ্নেয় চেহারার প্রতি কখনো দৃষ্টিপাত করো না। এ তো সুন্দর সূরত নয়, বরং আগুন। যাতে তুমি জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। তাই অগ্নিময় এই লাল-লাল গালের উপর যদি হঠাৎ করে নজর পড়ে যায়, তবে তৎক্ষণাৎ নজর হটাও এবং অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্রুত তথা হতে সরে পড় এবং খাজা সাহেবের ভাষায় বল ঃ

دور ہی سے یہ کہہ الٰہی خیر   وقنا ربنا عذاب النار

অর্থাৎ, দূর হতেই বল, হে আল্লাহ! বাঁচান। দোযখের এই আগুন থেকে আমাকে বাঁচান। কারণ, এদের প্রতি দৃষ্টিপাত ইত্যাদি কার্যকলাপ আমাদেরকে দোযখেই নিয়ে যাবে।

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

নাফরমানের দুই দোযখ

যে ব্যক্তি আল্লাহকে নারাজ করে, তার জন্য দু'টি দোযখ রয়েছে। প্রথমত: এই দুনিয়াই তার এক দোযখে পরিণত হয়ে যায়। কারণ, সর্বক্ষণ সে মানসিক যাতনায় জ্বলে-পুড়ে মরতে থাকে। এক মুহূর্তের জন্য শান্তি পায় না। আর দ্বিতীয় হচ্ছে পরকালের দোযখ যা এই দোযখের হেড অফিস। নফ্সের হারাম চাহিদা সমূহ ঐ হেড অফিসের শাখা বা ব্রাঞ্চ।

হেড অফিসের যেই স্বভাব, শাখার স্বভাব-প্রকৃতিও ঠিক তাই হয়। এজন্যই যারা নফছের চাহিদা মোতাবেক চলে, তাদের জীবন হয় দোযখীদের জীবনের মত। এক পলকের জন্যও শান্তি জুটে না। সর্বক্ষণই অসহ যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। অতএব, এটি এক নিশ্চিত সত্য যে, নফছের দাসত্বকারী নাফরমানদের এক দোযখ খোদ এই দুনিয়া। আর আসল দোযখ তো আছেই– যেখানে পরকাল জীবনের আযাব ভোগ করতে হবে। যেই মাল শাখা অফিসে জমা করানো হয়, তা-ই হেড অফিসে পৌছে যায়। তদ্রূপ, নফসের খাহেশাত বা হারাম চাহিদা সমূহ মানুষকে দোযখে নিয়ে যায়।

নেক বান্দাদের দু'টি জান্নাত

অনুরূপ সর্বদা যারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখে, তাদের জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত। অর্থাৎ, যারা নিজের আবেগ-উচ্ছ্বাস, আনন্দ-উল্লাসকে আল্লাহর জন্য কোরবান করে, সকল ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে স্বীয় মালিকের মর্জির উপর উৎসর্গ করে দেয়। যেই খুশীতে আল্লাহ খুশী, সেই খুশীকে গ্রহণ করে, আর যেই খুশীতে আল্লাহ নারাজ, সেই খুশী ও উল্লাসের উপর লা'নত বর্ষণ করে। মোটকথা, সর্বক্ষণ সে আল্লাহকে রাযী-খুশী রাখে এবং সর্বদা সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের অনুপ্রেরণায় বলে উঠে ঃ

ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں

کہ جن سے رب مرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے

www.banglakitab.weebly.com

অর্থাৎ, এমন স্বাদ-আনন্দ ও আমোদ-প্রমোদকে আমরা লা'নতযোগ্য মনে করি, যেই আনন্দের পরিণামে আমার প্রতিপালক আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান।

এরূপ বান্দাদেরকে আল্লাহপাক দুই-দুইটি জান্নাত দান করবেন। جَنَّةٌ فِى الدُّنْيَا بِالْحُضُوْرِ مَعَ الْمَوْلٰى এক জান্নাত তো এই দুনিয়াতেই। অর্থাৎ, সর্বদা সর্বত্র স্বীয় অন্তরে সে 'আল্লাহপাকের উপস্থিতি ও আল্লাহ পাকের নৈকট্য' অনুভব করে। এর স্বাদ ও তৃপ্তি সব সময় তাকে আনন্দ-বিভোর ও নেশাগ্রস্ত করে রাখে। কারণ, আল্লাহপাক তো সমস্ত জাহানের লায়লাদের সৃষ্টিকর্তা। এই ক্ষণস্থায়ী লায়লা তেমন কিছু না-হওয়া সত্ত্বেও মজনূঁ তার জন্য পাগল হয়ে গেছে। তাহলে যিনি বিশ্বের সকল লায়লাদের সৃষ্টিকারী, তার প্রেমের টান ও সৌন্দর্যের আকর্ষণ কে নির্ণয় করতে পারে? যার সৌন্দর্য সকল সৌন্দর্যের উৎস, সকল রূপে যার অনন্ত রূপের ছাপ, যার বিন্দু-পরিমাণ ভিক্ষা পেয়ে পৃথিবীর চাঁদ-সুরুজের মধ্যে এত আলো। সেই মাওলা কেমন মাওলা, তার সৌন্দর্য কেমন সৌন্দর্য? সেই মাওলা যখন কারো হৃদয়ে আগমন করেন, সমস্ত পৃথিবীর লায়লাদের মজা, জান্নাতের হূরদের মজা, জান্নাতের সকল লয্যতের ভিটামিন সে এক সাথে তার হৃদয়ে পেয়ে যায়। এবং আল্লাহর ওলীগণ কখনও পাগল হন না। কারণ, আল্লাহপাক সর্বক্ষণ তাদের সহায় থাকেন, সঙ্গে থাকেন এবং তাদের অন্তরকে স্বীয় সান্নিধ্যের পরশে শান্তিময় করে রাখেন। অথচ, লায়লার প্রেমিক মজনূঁ পাগল হয়ে গিয়েছিল। কারণ, যার প্রতি সে প্রেমাসক্ত ছিলো, সে নিজেই ছিল অসহায়। যে নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ, সে মজনূঁকে সাহায্য করবে কিভাবে? তাই জনৈক কবি বলেছেন ঃ

قیس بیچارہ رموز عشق سے تھا بے خبر
ورنہ ان کی راہ میں ناقہ نہیں محمل نہیں

অথাৎ, বেচারা মজনূঁ প্রেমের গভীর রহস্যাবলী থেকে বেখবর ছিল। তাই তো উটের উপর সওয়ার হয়ে লায়লার সাথে সাক্ষাতের জন্য যাচ্ছিল। অথচ, আল্লাহপ্রেমিকগণ প্রিয়জনকে পাওয়ার জন্য, প্রিয়জন পর্যন্ত পৌঁছার

www.banglakitab.weebly.com

জন্য না উটের মুখাপেক্ষী, না কোন সওয়ারীর অপেক্ষায় থাকেন। এমনকি তাদের পায়ে হাঁটারও দরকার পড়ে না। কারণ, তারা তো সর্বক্ষণ হৃদয়ের ডানা দিয়ে আল্লাহপাকের দিকে উড়তে থাকে। এক বুযুর্গ বলেন ঃ

لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو
وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن ترا بسمل نہیں

গায়রুল্লাহকে ও সর্বপ্রকার পাপের বস্তুসমূহ বর্জনের ফলে অন্তরের মধ্যে যে আঘাত আর আঘাত লাগতে থাকে, সেই আঘাতের পর আঘাতের মধ্যে জান্নাতের মজা যে অনুভব না করে, হে মাওলা! সে অন্য কারো তো হতে পারে, কিন্তু আপনার প্রেমিক, আপনার জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী সে কিছুতেই নয়।

دل مضطرب کا یہ پیغام ہے   ترے بن سکوں ہے نہ آرام ہے

অর্থঃ আমার ব্যাকুল-মন বারবার ঘোষণা করেই চলছে ঃ হে প্রিয়! তোমাকে ছাড়া আমার কোন শান্তি নাই, কোন আরাম নাই।

تڑپنے سے ہمکو فقط کام ہے   یہی بس محبت کا انعام ہے

অর্থঃ আমার কাজ হলো, সর্বক্ষণ মাওলার মহব্বতের আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরতে থাকা। এ-ই হচ্ছে প্রিয় মাওলাকে ভালবাসার পুরস্কার।

বস্তুত: যারা আল্লাহর ভালবাসার আগুনে জ্বলতে-পুড়তে থাকে, তারাই সুখে থাকে, শান্তিতে থাকে। পক্ষান্তরে যারা অবৈধ প্রেমে পড়ে দুনিয়াবী কোন প্রিয়জনের জন্য কাতরাতে থাকে, দুনিয়াতেই তারা যেন দোযখের আগুনে জ্বলতে থাকে। তাদের জন্য দু'টি দোযখ। এক দোযখে তারা দুনিয়াতেই নিক্ষিপ্ত হয়। সর্বদা তারা অশান্তি ও পেরেশানীর মধ্যে থাকে। কারণ, তাদের অন্তরের উপর বৃষ্টির মত আল্লাহর কহর ও গযব বর্ষিত হতে থাকে। আর দ্বিতীয় দোযখ যেটি মূল দোযখ, সেখানে পরকালে তারা শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

www.banglakitab.weebly.com

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহকে রাজী-খুশি রাখে, তাদের জন্য রয়েছে, দু'টি জান্নাত। جَنَّةٌ فِى الدُّنْيَا بِالْحُضُوْرِ مَعَ الْمَوْلٰى এ দুনিয়াতেই 'মাওলার সাথে এক নিবিড়-বন্ধন' সর্বদা তারা নিজের হৃদয়ে অনুভব করে। হযরত খাজা সাহেব (রহ.)-এর ভাষায় ঃ

ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے
معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے

হে মাওলা! একমাত্র তুমি আর আমিই জানি যে, কোন এক গোপন-বন্ধনে তুমি-আমি আবদ্ধ। আমাদের এ গোপন বিষয়টি আর কেহই জানে না।

تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے
باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے

আহা! তোমার মত এমন পরমজন, এমন সার্বক্ষণিক-সাথী আর কেউ নাই। হৃদয়ের কানে তোমার কত কথা আমি শুনতে থাকি। কী আশ্চর্য যে, কথা তো শুনি, কিন্তু তাতে কোন আওয়াজ নাই।

দ্বিতীয় জান্নাত

جَنَّةٌ فِى الْعُقْبٰى بِلِقَاءِ الْمَوْلٰى

মাওলাপ্রেমিকদের দ্বিতীয় জান্নাত মিলবে আখেরাতে, যেখানে আল্লাহ পাক তাদেরকে স্বীয় দীদার দানে ধন্য করবেন। সেই দীদারের নেয়ামতের সামনে জান্নাতেরও কোন হাকীকত নাই। আল্লাহপাকের দীদারের লয্যতের সময় না জান্নাত মনে থাকবে, না নিজের সত্তা। তখন অবস্থা হবে ঃ

اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ میں
محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں

www.banglakitab.weebly.com

[illegible] না কোন দিকে আমার দৃষ্টি আছে, না কেউ আমার [illegible] আছে। আমি তো শুধুই পরম প্রিয়জনের সৌন্দর্য-[illegible]

[illegible] নসীব হবে তখন বুঝবে যে, মাওলা কি [illegible] আমাদের সকলকে এই দৌলত নসীব করে [illegible]

[illegible] যে, আল্লাহর জন্য আমরা কোন [illegible] না। দিন-রাত শুধু ইম্পোর্ট আর [illegible] খাওয়া, আর ঐদিক থেকে বের করে [illegible] আমরা তো এই খাওয়া আর বের করাকেই [illegible] আল্লাহর ওলীদের থেকে শিখ যে, যিন্দেগী [illegible]

زندگی پر بہار ہوتی ہے [illegible]

[illegible] মত সুখময়, শান্তিময় হয়, যদি জীবনের প্রতিটি [illegible] মাওলার সন্তুষ্টির কাজে অতিবাহিত হয়।

[illegible] আমার আরেকটি ছন্দ শুনুন ঃ

آپ کے نام پر جان دے کر زندگی [illegible]

[illegible]! আপনার নামের উপর প্রাণ উৎসর্গ করে আমার [illegible]।

[illegible] উৎসর্গ করার কি অর্থ? বন্ধুগণ! আল্লাহপাক প্রাণ [illegible] আমরা দৃষ্টি সংযত রাখি, নজর খারাপ না করি, [illegible] নফসের খুব কষ্ট হবে। কিন্তু, এর ফলে কি আমাদের [illegible] মৃত্যু হয়ে যাবে? আমরা যদি সামান্য হিম্মত [illegible] ত্যাগ করে দিই তাহলে যিন্দেগী সত্যিকার [illegible] কুদৃষ্টি, অসৎপ্রেম ও বিভিন্ন পাপের কারণে জীবন [illegible] অস্থিরতা ও লা'নতের মধ্যে পড়ে থাকে। এমন

লোকের চেহারার উপরেও লানত বর্ষণের চিহ্নসমূহ ভাস্বর থাকে। অন্তরের অশান্তি ও অস্থিরতা চেহারায় প্রকাশ পেতে থাকে।

পবিত্র কোরআনে জয্বের ঘোষণা

আমি যে আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করেছিলাম, আল্লাহ্পাক উক্ত আয়াতে নিজের এমন একটি গুণ ও দয়ার কথা উল্লেখ করেছেন যা ঐ সকল পাপীদের জন্য বিরাট বড় সুসংবাদ, যারা পাপের কাদায় ফেঁসে যাওয়ার পর তা থেকে বের হতে চাচ্ছেন, কিন্তু বের হতে পারছেন না। যদি তারা মিনতি ভরে কান্নাকাটি করে পাক-কোরআনে ঘোষিত এ দয়া ও গুণের দান নিজের জন্য চেয়ে নিতে পারেন, তবে অবশ্যই তারা সফলকাম হয়ে যাবেন। কেননা, এই 'দৌলত' যদি আল্লাহ্পাক না-ই দিতে চাইতেন, তাহলে পবিত্র কোরআনে এর ঘোষণাই তিনি দিতেন না। দেখুন, আব্বা যখন চান যে, ছেলে-মেয়েরা যেন জানতে না পারে, তাহলে সে বিষয়ে তিনি তাদেরে কিছুই বলেন না। কিন্তু আব্বা যখন নিজেই বলেন যে, দেখ, আজ আমার ব্যাগের মধ্যে এত টাকা (বা এতগুলো চকলেট) আছে, ছেলে-মেয়েদের সম্মুখে এই কথা প্রকাশ করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তোমরা আমার কাছে চাও, তো আমি দিবো।

আল্লাহ্পাকও পবিত্র কোরআনে নিজের একটি বিশেষ গুণের কথা প্রকাশ করে বলেছেন যে, আমার এক বৈশিষ্ট্য এই যে, যে ব্যক্তি পাপের কাদার মধ্য থেকে বের হতে পারছে না। দিবা-রাত কঠিন পাপিষ্ঠ জীবনের ফাঁদে ফেঁসে আছে। অনুভব করে যে, জেনে-শুনেই আমি নাদানী আর মূর্খতায় ঘিরে আছি। কোনভাবেই আমি তা থেকে বের হতে পারছি না। আল্লাহ্পাক বলেন, আমি যদি তাকে আমার দিকে টানার ইচ্ছা করি, তাহলে অবশ্যই সে আমার হতে বাধ্য। অতএব, এই লোকটির উচিত আল্লাহ্পাকের নিকট মিনতির সাথে বলা যে, হে আল্লাহ! আপনি আপনার পাক কোরআনে ঘোষণা করেছেন—

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ

"আল্লাহ তাআলা যাকে চান, নিজেই তাকে নিজের দিকে টেনে নিজের বানিয়ে নেন।"

www.banglakitab.weebly.com

হে আল্লাহ! আপনার ঘোষিত এই অনুগ্রহপ্রাপ্তির জন্য আমি এক প্রার্থী। আয় আল্লাহ! আমাকে আপনার দিকে জয্‌ব্‌ করে আপনার বানিয়ে নিন।

তাফসীরে রূহুল-মাআনীতে লিখেছেন যে, اِجْتِبَا ، (ইজ্‌তেবা) শব্দটি جَبْيٌ (জাব্‌য়ুন) থেকে উদ্ভূত। আর জাব্‌য়ুন্‌ অর্থ (جَذْبٌ) জয্‌ব্‌। জয্‌ব্‌ অর্থ, আকর্ষণ করা, টানা। অতএব, উক্ত আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ্‌ যাকে চান, নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন এবং নিজের বানিয়ে নেন। নফছ ও শয়তানের গোলামী থেকে এবং পৃথিবী ও পৃথিবীর সকল আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে নিজের করে নেন, নিজের সাথে বেঁধে নেন এবং বেঁধে রাখেন। সেই বান্দাও অনুভব করতে পারে যে, কেউ আমাকে নিজের দিকে টানছে, নিজের বানিয়ে নিচ্ছে। তার অন্তর-আত্মায় আল্লাহর মহব্বত জাগ্রত হয়ে যায়। হৃদয়-মন আল্লাহর জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তখন সে মাওলাপাকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

মাওলানা আছগর গৌণ্ডবী (রহ.) জয্‌বের কী হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھکو ذوق عریانی
کوئی کھینچے لئے جاتا ہے خود جیب وگریباں کو

অর্থঃ "না আমি কোন মাওলাপ্রেমিক, না মাওলার জন্য সবকিছু বিসর্জন দেওয়ার এবং সকল আকর্ষণকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মাওলা পানে ছোটার মন-মানসিকতার মানুষ আমি। কিন্তু, হঠাৎ এ কি হয়ে গেলো! কে যেন আজ আমার গ্রীবা ও কলার ধরে টেনে নিয়েই চলছে নিজের সঙ্গে করে।"

কাউকে যখন জয্‌ব্‌ করা হয়, তার ঘুমন্ত জীবন মুহূর্তে জেগে ওঠে। উপরোক্ত কবির ভাষায় ঃ

ہمہ تن ہستی خوابیدہ مری جاگ اٹھی
ہر بن مو سے مرے اس نے پکارا مجھکو

অর্থঃ আমার ঘুমিয়ে থাকা জীবন জেগে উঠেছে। আমার প্রতিটি পশমের মূল হতে, দেহের বিন্দু-বিন্দু হতে আমি মাওলাপাকের ডাক শুনতে পাচ্ছি।

বিন্দু-বিন্দু শিরায়-শিরায়
মাওলা আমায় ডাকে
সর্ব-অঙ্গ ছুটছে সেদিক
মাওলা যেদিক ডাকে।

দেহের প্রতিটি পশম, প্রতিটি অঙ্গ, প্রতিটি বিন্দু অনুভব করে যে, মাওলা আমাকে নিজের দিকে টানছে। মাওলার এই মায়াভরা আকর্ষণের বিপরীতে যাওয়া কঠিন মনে হয়। আল্লাহ যাকে নিজের দিকে ডাকে যে, যালেম, আর কত কাল তুমি আমাকে ভুলে দূরে-দূরে পড়ে থাকবে। তার এক-একটি কেশ কান হয়ে যায়। প্রতিটি কেশ, প্রতিটি শিরা থেকে সে আল্লাহপাকের ডাক শুনতে পায়, আল্লাহপাকের টান অনুভব করে। বস্তুত: যার জন্য আল্লাহকে পাওয়ার ফায়সালা হয়ে যায়, আল্লাহপাক তাকে হিম্মত ও তওফীক দান করেন। ফলে তারা অচিরেই যারা মুর্দা-লাশে পরিণত হবে তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় এবং এতে অন্তরে যত কষ্টই হোক না কেন, সেই কষ্টকে তারা সহ্য করে নেয়। এক বুযুর্গের ভাষায় ঃ

ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی
اک گل تر کیواسطے ہم نے چمن لٹا دیا

মর্মার্থঃ জীবনের তাবৎ অন্যায় সাধ-আনন্দকে বিসর্জন দিতে গিয়ে আঘাতে-আঘাতে হৃদয়টাকে আমি জর্জরিত করেছি। একটি 'তাজা ফুল' পাওয়ার জন্য পূর্ণ ফুল বাগানই আমি উজাড় করে দিয়েছি।

আরেক মাওলাপ্রেমিক বলেন ঃ

توڑ ڈالے مہ و خورشید ہزاروں ہم نے
تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے

www.banglakitab.weebly.com

অর্থঃ চাঁদ-সুরুজের মত রূপের-বাহার হাজার-হাজার সুদর্শন ছেলে-মেয়ে থেকে আমি চক্ষু ফিরিয়ে রেখেছি। তবেই আমি প্রাণাধিক প্রিয় আল্লাহকে পেয়েছি।

হাজার-হাজার চন্দ্র সূর্য
থেকে মুখ ফিরাইয়া
পেয়েছিনু তোমায় বুকে,
তোমার স্নেহ-মায়া।
বিসরিয়া অযুত-লক্ষ
চন্দ্র-সূর্য আমি
বক্ষে আসীন অদ্য আমার
সাধের অন্তর্যামী।

ক্ষণস্থায়ী সব সৌন্দর্য আল্লাহর সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব

দুনিয়ার যে কোন সুন্দর জিনিস ও সুন্দর চেহারার এই অস্থায়ী সৌন্দর্য মূলত: আল্লাহপাকের সৌন্দর্যেরই ছায়া বা প্রতিবিম্ব। কিন্তু যে ব্যক্তি চাঁদের প্রতিবিম্বের পিছনে দৌড়াবে, না চাঁদ তার হাতে আসবে, না প্রতিবিম্ব। মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন, এক ব্যক্তি চাঁদের প্রতি আসক্ত ছিল। একদা রাতে দরিয়ার ভিতর সে চাঁদের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেল। চাঁদ তো আকাশে ছিল। বিজ্ঞানীদের ধারণা মোতাবেক যা পৃথিবী থেকে আড়াই লক্ষ মাইল দূরে। কিন্তু সে ভাবলো, চাঁদ তো আজ আকাশ হতে মাটিতে নেমে এসেছে। আজ তো আমি অবশ্যই চাঁদকে ধরে ফেলবো। এই ভেবে লাফ দিয়ে সে দরিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়লো। এতে দরিয়ার বালুকারাশি কেঁপে ওঠে পানির সাথে মিশে যাওয়ার ফলে চাঁদের প্রতিবিম্বটি অদৃশ্য হয়ে গেলো। না খোদা-হী মিলা, না বেছালে-ছনম্। না চাঁদ হাতে পেল, না চাঁদের প্রতিবিম্ব।

অতএব, যদি চির সুন্দর আল্লাহকে পেতে হয় তবে প্রতিচ্ছায়ার পিছে ছোটা পরিহার করতে হবে। সকল আকর্ষণীয় ছূরত তথা নারী ও সুশ্রী তরুণদের থেকে নজর হেফাযত করুন। তবেই আল্লাহকে পেয়ে যাবেন। নতুবা পুরা যিন্দেগী আঙ্গুরের স্থলে আঙ্গুরের পাতার উপরই ধ্বংস হয়ে

www.banglakitab.weebly.com

যাবে। আঙ্গুরের পোকারা জীবনভর আঙ্গুরের সবুজ পাতা সমূহকে আঙ্গুর মনে করে চুষতে থাকলো। একদিন ঐ পাতার উপরই ওদের কবরস্থান হয়ে গেল। বোকার দল নয়ন-কাড়া সবুজ পাতা সমূহ ত্যাগ করে যদি একটু খানেক সম্মুখে অগ্রসর হতো, তাহলে ওরা আঙ্গুর পর্যন্ত পৌঁছে যেত। কেবল নিজেদের নাদানী আর বোকামীর দরুন আঙ্গুর থেকে ওরা বঞ্চিত থেকে গেলো।

তদ্রূপ এই পৃথিবীতে কিছু লোক আছে যারা আঙ্গুরের পাতা চোষায় লিপ্ত আছে, যার ফলে আল্লাহপাকের নৈকট্যের আঙ্গুর থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। অর্থাৎ, সুন্দর চেহারাসমূহ দেখা এবং তাদের হারাম ভালবাসার পথে হৃদয়-মন সব উজাড় করে হারাম স্বাদ গ্রহণকেই তারা 'সবকিছু' মনে করছে। এই হতভাগারা যদি সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহপাকের সান্নিধ্য ও নৈকট্যের সুস্বাদু আঙ্গুর পেয়ে যাবে।

অতএব, হে বন্ধুগণ! হারাম থেকে নজর বাঁচান। হালাল-স্ত্রীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। কারো যদি স্ত্রী না থাকে, তবে আল্লাহর নামের উপর মস্‌ত্‌ ও উৎসর্গীত হয়ে যাও। লায়লাদের সৃষ্টিকারী মাওলার জন্য মস্‌ত্‌ ও নেশাগ্রস্ত হয়ে যাও। সবকিছুই আছে প্রিয় মাওলার মধ্যে, প্রিয় মাওলার পরশে।

বান্দার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট

আল্লাহপাক মুখের লাবণ্যদাতা, সৌন্দর্যের সৃষ্টিকর্তা। পৃথিবীর সমস্ত লাবণ্য ও সৌন্দর্য, সমস্ত স্বাদ ও আনন্দ এবং সকল সুখ-শান্তি আল্লাহ পাকের নামের মধ্যে নিহিত। আল্লাহপাক বলেন–

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ

তোমার কাছে যদি কিছুই না থাকে, সুখ ও আরামের কোন সামান, কোন উপকরণই তোমার কাছে না থাকে, তবুও "আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য অবশ্যই 'যথেষ্ট' নন?"

যদি কারো স্ত্রী মারা গিয়ে থাকে, কারো সন্তানাদি না থাকে, মা-বাপ না থাকে, মাল-দৌলত না থাকে, রাজত্ব বা নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব না থাকে, কিন্তু সে যদি তসবীহ হাতে নিয়ে আল্লাহপাকের নাম যপা শিখে নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহপাক তার জন্য যথেষ্ট। কারণ, দুনিয়ার সমস্ত নেআমত,

www.banglakitab.weebly.com

সমস্ত লয্যত এবং সুখ-শান্তির সমস্ত আসবাব ও উপকরণাদির সৃষ্টিকর্তা তো আল্লাহ। অতএব, যার অন্তরকে আল্লাহপাক স্বীয় খাছ নৈকট্য ও সান্নিধ্য দানে ধন্য করেন, সেই দিলের উপর আল্লাহপাকের ঐ খাছ ছেফতের (খাছ নামের) তাজাল্লীও নাযিল হয় যেই নামের বরকতে সমস্ত জাহানের নেআমত, লয্যত ও সুখ-শান্তির অস্তিত্ব লাভ হয়। তাই, যেই দিলে আল্লাহপাক থাকেন, সেই দিল সর্বদা সমস্ত জাহানের সুখ-শান্তি এবং সকল স্বাদ ও আনন্দের অধিকারী থাকে। ফলে, যত স্বাদের জিনিস আছে এবং যত ধরনের নেআমত আছে এই পৃথিবীতে, সবকিছুর মজা ও তৃপ্তি, সবকিছুর মাধুর্য ও প্রাচুর্য নিজ হৃদয়ে সে অনুভব করে। কিন্তু, তা তখনি সম্ভব হয় যখন অধিক পরিমাণে আল্লাহপাকের নাম নেওয়ার তওফীক হয়। আর বেশি বেশি যিকির করার তওফীক ও এখলাছ অর্জন কোন ওলীর সম্পর্ক ও সংস্পর্শের উপরই নির্ভরশীল।

সারকথা হলো, আল্লাহপাকের নাম বান্দার জন্য, বান্দার দোজাহানের জন্য যথেষ্ট। দেখুন, আমি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলছি না, বরং আমি তো পবিত্র কোরআনের আয়াত পড়ছি এবং এর তরজমা শুনাচ্ছি। আল্লাহ স্বয়ং বলছেন ঃ

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

"আল্লাহ কি যথেষ্ট নন তার বান্দার জন্য?"

অবশ্য, এই পয়গাম তার জন্য যাকে আল্লাহপাক তওফীক ও বিবেক দ্বারা ধন্য করেন। শুধু জানা যথেষ্ট নয়, শুধু শোনা যথেষ্ট নয়। এসব কথা শুনলে বা জানলেই যে সফলকাম হয়ে যাবে, তা নয়– যতক্ষণ না আল্লাহ পাকের দেওয়া তওফীক ও মেহেরবানী তার সাথী না হয়। অনেক বাবুর্চি আছে যারা বিরিয়ানীর দোকান খুলেছে, রোজ এখ্নি-বিরিয়ানী তৈরি করে দিচ্ছে। শত শত লোক তা খাচ্ছে এবং খুব মোটা-তাজা হচ্ছে। কিন্তু হতভাগা বাবুর্চি তা থেকে কিছুই খায় না, পান করে না। একই অবস্থা ঐ ব্যক্তির যে ওয়াজ করে, বুযুর্গানেদ্বীনের বাণী ও উপদেশাবলী নোট করে, প্রচার করে, কিন্তু নিজে সেই মোতাবেক আমল করে না। অন্য লোকেরা তার লেখা মালফূযাত ও উপদেশাবলী পড়ে-পড়ে এবং তদনুযায়ী আমল করে 'ছাহেবে-নেছ্বত' ওলীআল্লাহ হচ্ছে। অথচ, সে নিজে আল্লাহ থেকে

www.banglakitab.weebly.com

বঞ্চিত। পাপের ঘনকালো মেঘমালার আবরণে তার 'নেছ্‌বত' ও 'বেলায়েতের' চাঁদ ঢাকা পড়ে আছে। আল্লাহপাক যতটুকু এল্‌ম দান করেছেন, যতটুকু জানার তওফীক দিয়েছেন, ততটুকুর উপর আমল করে দেখুন। কুদৃষ্টি যে গুনাহ, তা তো জানা আছে। কিন্তু, এই জানাই যথেষ্ট নয় বরং কুদৃষ্টি থেকে বাঁচতে হবে। তখন এই এলেম আমলে পরিণত হবে। এল্‌মের উপর আমল করুন এবং আমলের মধ্যে এখলাছ ঢেলে দিন। তারপর দেখুন, কী অর্জিত হচ্ছে! কারণ, লোক দেখানোর জন্য আমল করলে তা কবূল হয় না। আর এই আমলের তওফীক ও আমলের মধ্যে এখলাছ অর্জন হয় আল্লাহর ওলীদের সোহ্‌বতে গেলে। আল্লাহ্‌র ওলীদের সোহ্‌বত (বা সঙ্গ লাভ) ব্যতীত কাজ হয়-ই না। যিন্দেগী বনেই না। কামিয়াবী হাতে আসেই না।

তরীকে-ছুলূক জয্‌বের দ্বারাই অতিক্রম হয়

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দিকে চলা এবং আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা দয়াময়ের খাছ্‌ আকর্ষণের দ্বারাই সম্পাদিত হয়

আল্লাহপাক বলেন ঃ

وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

"যাকে আমি প্রথমেই নিজের দিকে টানি না, আকৃষ্ট করি না, যদি সে চেষ্টায় লেগে যায়, হাটি-হাটি পা-পা করে অগ্রসর হয়, মোজাহাদা করে, আমার জন্য কষ্ট স্বীকার করতে থাকে, আমার প্রতি ধাবিত থাকে এবং আন্তরিক টান থাকে যে, আমি 'আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি' পেতে চাই, আমি আল্লাহকে পেয়ে যাই। আল্লাহপাক এইরূপ লোকদের সম্পর্কে বলেন যে, আমি তাদেরকে হেদায়েত দান করি এবং অবশেষে তাদেরকেও আমি নিজের দিকে জয্‌ব্‌ (আকৃষ্ট) করি। তবে শর্ত হলো, তার মধ্যে এখলাছ থাকা চাই।"

ইবলীস চেষ্টা-মেহনত তো করেছিল, কিন্তু তার মধ্যে এখলাছ ছিল না। অতএব, তার জয্‌ব্‌ নসীব হয় নাই। আল্লাহপাকের নজর সে পায় নাই। আল্লাহ যাকে জয্‌ব্‌ করেন (নিজের দিকে টানেন,) সে মরদূদ হতে পারে না। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন, ইবলীস কত

www.banglakitab.weebly.com

এবাদত করলো, কিন্তু জয্‌ব্‌ (বিশেষ মেহেরবানী) থেকে বঞ্চিত থাকার দরুন (মরদূদ) বিতাড়িত হলো।

তাই আল্লাহপাকের নিকট এই দোআ করা আমাদের উপর ফরয যে, আয় আল্লাহ! যা-কিছু রোযা-নামায, এবাদত-বন্দেগী আমরা করি, নিজ দয়ায় আপনি তা কবূল করে নিন। আর আপনি যে পাক-কোরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ আমি যাকে চাই তাকে আমি নিজের দিকে আকর্ষণ করি, আয় আল্লাহ! এই অমূল্য-সম্পদ যদি আমাদেরকে না দেওয়ারই ইচ্ছা থাকতো, তাহলে অবশ্যই আপনি সে সম্পর্কে আমাদেরকে খবরই দিতেন না। এই দৌলতের সংবাদ দিয়ে আপনি তো আমাদেরকে তৎপ্রতি লোভাতুর করে দিয়েছেন। আয় আল্লাহ! পাপাচার বর্জনের ব্যাপারে আমাদের বাহুবল ও মনোবল এবং আমাদের সকল চেষ্টা-তদবীর ব্যর্থ আর ব্যর্থই হচ্ছে। অতএব, আপনার জয্‌ব্‌ বা বিশেষ আকর্ষণ বলে আমাদেরকে আপনার বানিয়ে নিন।

সকলে দোআ করুন যে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জানকে, আমাদের সন্তানাদিকে, আমাদের ঘরের লোকদেরকে, যে সকল মহিলারা বয়ান শোনার জন্য এখানে (পাশের বিল্ডিংয়ে) এসেছেন তাদেরকে এবং তাদের ঘরের লোকজনকে, আপনারা যারা এই মজলিসে আছেন তাদেরকে, তাদের পরিবারের সবাইকে এবং যারা আমাদের সাথে সামান্য সম্পর্কও রাখে, আয় আল্লাহ! তাদের সবাইকে আওলিয়ায়ে-ছিদ্দীকীনের নেছ্‌বত ও মর্তবা দান করুন। আয় আল্লাহ! নফ্‌ছ্‌ ও শয়তানের গোলামী থেকে মুক্ত করে একশত ভাগের একশত ভাগ আপনার গোলামীর ধনে আমাদিগকে ধন্য করুন।

তরীকে-জয্‌বের (অদৃশ্য আকর্ষণের) একটি দৃষ্টান্ত

কিভাবে আল্লাহপাক বান্দাকে নিজের দিকে জয্‌ব্‌ (আকৃষ্ট) করেন তার একটি দৃষ্টান্ত শুনাচ্ছি। আমার পীর ও মোর্শেদ হযরত শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.) বলেন, এলাহাবাদে হযরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ আহমদ ছাহেব (রহ.) কোন এক রোগী দেখার জন্য যাচ্ছিলেন। রাস্তায় তিনি হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেবকে বললেন, হাকীম সুলায়মান নামে আমার এক দোস্ত আছে, তাকেও সাথে নিয়ে নিই। অতঃপর তিনি

www.banglakitab.weebly.com

হাকীম সাহেবের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলেন। জানা গেল যে, হাকীম সাহেব ঘুমাচ্ছেন। হযরত বললেন, তাঁকে জাগিয়ে দাও। নতুবা পরে যখন শুনতে পাবেন যে, আমাকে সাথে না-নিয়েই চলে গেছেন, এতে তার কষ্ট হবে। এমতাবস্থায় ঘুম থেকে জাগানো জায়েয আছে। কারণ, কষ্ট হবে বিধায় জাগানো হয় না। অতএব, না জাগানোর কারণেই যদি কারো কষ্ট হয়, তাহলে তাকে জাগিয়ে দেওয়া চাই। যাক, তো হাকীম সাহেব যখন ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন তখন হযরত শাহ আবরারুল হক ছাহেব বলতে লাগলেন, হাকীম সুলায়মান সাহেব ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুমন্ত মানুষটিকে জাগিয়ে আপনি আপনার নিকটে ডেকে এনেছেন এবং নিজের সাথে করে নিয়ে চলেছেন। একেই 'জয্‌ব্‌' বলে। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

"আল্লাহপাক যাকে চান, নিজের দিকে জয্‌ব্‌ (আকৃষ্ট) করে নিজের বানিয়ে নেন।"

سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں
گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں

"হে বন্ধু শোন, 'শুভদিন' যদি আসে, তবে মাওলাকে পাওয়ার ঠিকানা মাওলা নিজেই বলে দেন, নিজেই সেদিকে ডাকেন।"

হযরত মূসা আলাইহিছ্ছালাম আগুন আনতে গেলেন। আর সেখানেই তিনি 'নবূয়ত' পেয়ে গেলেন। অনুরূপ, কেউ কোন আল্লাহওয়ালার নিকট তাবীয-তদবীরের জন্য বা অন্য কোন প্রয়োজনে গেল, কিন্তু ঐ ওলীর সান্নিধ্য-পরশে সে ওলীআল্লাহ হয়ে গেল। 'আপন' বানানোর জন্য তার নিকট হাজারো 'বাহানা' আছে। যাকে চান, নিজের বানিয়ে নেন।

তরীকে ছুলূক-এর (কিছু মেহনতের পর হেদায়েত লাভের) দৃষ্টান্ত

হাকীম সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে মাওলানা শাহ মোহাম্মদ আহমদ ছাহেব যখন গাড়ীর কাছে পৌঁছলেন, গাড়ীর মালিক ডাক্তার আবরার সাহেব চাবি

www.banglakitab.weebly.com

দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিলেন। সাথে-সাথে সকলেই গাড়িতে উঠে বসে গেলেন। হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.) তখন বলতে লাগলেন, গাড়ির দরজাগুলি বন্ধ ছিল। আমরা একটু কষ্ট ও চেষ্টা করে গাড়ি পর্যন্ত পৌছেছি। এতে মালিক আমাদের জন্য গাড়ীর দরজা খুলে দিয়েছেন। ইহাই তরীকে-ছুলূক (তথা নিজে আল্লাহর দিকে চলা, অগ্রসর হওয়া।) আল্লাহপাক বলেন ঃ

وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ

যারা আল্লাহপাকের দিকে রুজু হয়, আল্লাহর পথে কিছু চেষ্টা-মেহনত করে, আল্লাহপাক তাদের জন্যও হেদায়েতের দরজাসমূহ খুলে দেন।

হযরতের এই দৃষ্টান্তসমূহের দ্বারা তরীকে-জয্‌ব্ (বা আকর্ষণের পথ) এবং তরীকে-ছুলূক (বা নিজে আল্লাহ তাআলার দিকে চলার পথ) খুব সহজে বোঝা গেছে।

হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (রাযি.)-এর জয্‌বের ঘটনা

এখন জয্‌ব্ সম্পর্কিত কিছু ঘটনাবলী পেশ করতে চাই। এবং সর্বপ্রথম হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনা দিয়ে শুরু করতে চাই যে, কিভাবে আল্লাহপাক তাঁকে নিজের দিকে টানলেন।

হযরত ছিদ্দীকে-আকবরের বয়স ষোল এবং হযরত রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের বয়স যখন আঠারো। একদিকে এক নবীর যৌবনকাল, আরেক দিকে এক ছিদ্দীকের যৌবনকাল। ঐ সময় হতে এই দুই মহামানবের বন্ধুত্ব শুরু হয়। মক্কা শরীফে প্রত্যহ দু'জনের মোলাকাত হয়। একবার ব্যবসায়ের কাজে হযরত ছিদ্দীকে-আকবর (রাযি.) সিরিয়া সফরে যান। সেখানে তিনি একটি স্বপ্ন দেখতে পান। এবং ওখানকার জনৈক খ্রিস্টান পণ্ডিতের নিকট সেই স্বপ্নের বিষয়টি বর্ণনা করলেন। উক্ত 'রাহেব' (খ্রিস্টান পণ্ডিত) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথা হতে এসেছ? বললেন, মক্কা হতে। জিজ্ঞাসা করলেন, কি কাজে এসেছ? বললেন, ব্যবসায়ের কাজে। পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন্ বংশের লোক? বললেন, মক্কার কোরায়েশ বংশের। রাহেব বললেন, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো–

يُبْعَثُ نَبِيٌّ فِىْ قَوْمِكَ تَكُوْنُ وَزِيْرَهُ فِىْ حَيَاتِهِ وَخَلِيْفَتَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ

অতিশীঘ্রই তোমাদের শহরে তোমাদেরই বংশ হতে একজন নবী আগমন করবেন। তুমি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর বিশিষ্ট উপদেষ্টা হবে এবং তাঁর ইন্তেকালের পর তুমি তাঁর (স্থলাভিষিক্ত) 'খলীফা' হবে।

হযরত আবূ বকর এই স্বপ্ন সম্পূর্ণ গোপন রেখেছেন। দুনিয়ার কারো কাছেই তা প্রকাশ করেন নি। স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব কারো কাছেই না।

এদিকে হযরত আবূ বকরের বয়স যখন ৩৮ বৎসর হয়ে গেল এবং রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর বয়সও চল্লিশে উপনীত হলো। হেরা পর্বতের গুহায় তিনি নবুয়তপ্রাপ্ত হলেন। সূরায়ে 'ইকরা' নাযিল হলো এবং সকল ধর্মের কিতাবসমূহ ঐ মুহূর্তেই 'মনছূখ' (রহিত) হয়ে গেল।

یتیمے کہ نا کردہ قرآں درست کتب خانۂ چند ملت بشست

অর্থাৎ, যে-এতীম এখনও পূর্ণ কোরআনও প্রাপ্ত হয় নাই, কেবলমাত্র ইক্‌রা বিছ্‌মি-রাব্বিক্‌-এর কয়েকটি মাত্র আয়াত নাযিল হয়েছে। সাথে-সাথে সমস্ত ধর্ম ও সকল আসমানী কিতাবসমূহ মনছূখ হয়ে গেছে। তাওরাত মনছূখ হয়ে গেছে, যবূর মনছূখ হয়ে গেছে, ইনজীলও মনছূখ হয়ে গেছে।

প্রিয়নবী ঘোষণা করলেন, হে আবূ বকর! আমি আল্লাহর নবী। আল্লাহ পাক আমার উপর ওহী নাযিল করেছেন। হযরত আবূ বকর তো এখনও ঈমান আনেন নি। তাই তিনি সাবেক বন্ধুত্বের অভ্যাস মোতাবেক নাম ধরেই বললেন, হে মোহাম্মদ! কিন্তু আমরা সকলে দরূদ শরীফ পড়বো। ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম। হাঁ, তো তিনি বললেন ঃ

يَا مُحَمَّدُ مَا الدَّلِيْلُ عَلٰى مَا تَدَّعِىْ

হে মোহাম্মদ! আপনি যা দাবি করছেন, এর সপক্ষে আপনার নিকট কোন দলিল আছে কি?

www.banglakitab.weebly.com

দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের ফলে খুব অকৃত্রিমভাবে তিনি এ প্রশ্ন করলেন। প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বললেন ঃ হে আবূ বকর! আমার নবূয়তের দাবির পক্ষে দলিল হলো—

اَلرُّؤْيَا الَّتِىْ رَاَيْتَ بِالشَّامِ (خصائص كبرى ج ١، ص ٢٩)

"তোমার ঐ স্বপ্ন যা তুমি সিরিয়াতে দেখেছিলে।"

অথচ, হযরত আবূ বকর এই স্বপ্নকে সারাটা পৃথিবী থেকে গোপন করেছিলেন। তাই, তিনি বুঝে ফেললেন যে, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর নবী। আল্লাহপাকই তাঁকে বলে দিয়েছেন যে, আবূ বকর এরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন। বস্তুত: এভাবে আল্লাহপাক আগেভাগেই স্বপ্ন দেখানোর মাধ্যমে হযরত ছিদ্দীকে-আকবরের আত্মাকে নিজের দিকে জয্‌ব্‌ (আকৃষ্ট) করেছিলেন। আছগর গৌণ্ডবী (রহ.) এ মর্মেই বলেছেন ঃ

نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھکو ذوق عریانی

کوئی کھینچے لئے جاتا ہے خود جیب وگریباں کو

অর্থ ঃ না আমি আল্লাহর পাগল। না আল্লাহর জন্য সবকিছু বিসর্জন করার যোগ্যতা আমার অর্জন হয়েছে। কিন্তু, আমি অনুভব করি, কে যেন আমাকে গলা ধরে নিজের সঙ্গে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম এই 'জয্‌ব্‌' নসীব হলো হযরত ছিদ্দীকে-আকবর (রাযি.)-এর ভাগ্যে। আল্লাহপাকের ছিফতে-জয্‌বের সূর্যের কিরণমালা সর্বপ্রথম পতিত হয়েছে হযরত ছিদ্দীকে-আকবরের অন্তর-আত্মায়। এই অনুগ্রহ দ্বারা আল্লাহপাক সবার আগে তাঁকেই ধন্য করলেন। বুকের মধ্যে এতদিন যাবত লুকিয়ে রাখা স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন হতে দেখে এবং নিজের প্রতি আল্লাহপাকের অভাবিত-পূর্ব এই রহমত দেখে আনন্দের আতিশয্যে তিনি প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর গলার সঙ্গে গলা মিশিয়ে দিলেন। তখন তিনি 'মাকামে-উন্‌ছে' ছিলেন। ভালবাসা ও অনুরাগের অপ্রতিরোধ্য প্লাবনে প্লাবিত ছিলেন। উভয় আত্মা উভয় আত্মার পরিচয়প্রাপ্ত ছিলো। কী মোবারক এসব আত্মা যে, দুনিয়া থেকে বিদায়ের পরও তাঁদের কবর প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর সন্নিকটে।

www.banglakitab.weebly.com

তাঁরই প্রিয় সান্নিধ্যে। যাকে যেই জায়গার মাটি থেকে তৈরি করা হয়, মৃত্যুর পর সেখানেই তার দাফন নসীব হয়। এতে প্রমাণ হয় যে, যেই মাটির দ্বারা প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর দেহ মুবারক তৈরি হয়েছিল, সেই মাটির নিকটবর্তী মাটি দ্বারাই তৈরি হয়েছিলেন হযরত ছিদ্দীকে-আকবর ও হযরত ওমরে-ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম।

فَعَانَقَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ

"হযরত আবূ বকর তাঁর সাথে গলাগলি করলেন এবং প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর পবিত্র ললাটে চুমু খেলেন এবং কালেমা পাঠ করলেন।"

হযরত আবূ বকর সেই সৌভাগ্যশীল মানুষ যিনি ইসলাম গ্রহণের সময়ও প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর পবিত্র ললাটে চুমু খেয়েছিলেন এবং প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর ইন্তেকালের পরও তিনি তাঁর ললাট-মোবারকে চুমু খেয়েছিলেন।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর জয্বের (তথা আল্লাহর প্রতি আকর্ষণের) ঘটনা

এখন হযরত ওমর (রাযি.)-এর ঘটনা শুনুন। তিনিও 'জয্ব্' পেয়েছিলেন। আল্লাহপাক তাঁকেও বিশেষভাবে নিজের দিকে 'আকর্ষণ' করেছিলেন। এক সময় এত বড় দুশমন ছিলেন যে, প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের এক সদস্য ইনিও ছিলেন। নবূয়তের চেরাগকে নিভিয়ে দেওয়াই ছিল যাদের লক্ষ্য। কিন্তু আল্লাহপাক যখন তাঁকে 'জয্ব' করলেন, খোলা তলোয়ার গলায় ঝুলিয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে ছুটে চলেছেন। আল্লাহ যাকে নিজের জন্য চান, নিজের দিকে টানেন, দুনিয়ার কোন শক্তি তখন আর তাকে নিজের দিকে টানতে পারে না। এক চুলও তাকে টলাতে পারে না। প্রধানমন্ত্রীর বিড়ালের গলায় যদি 'নিশান' ঝুলানো থাকে যে, এটি প্রধানমন্ত্রীর বিড়াল, কিংবা অমুক জেনারেল বা সেনাবাহিনী প্রধানের বিড়াল, তাহলে কোন্ কসাইর হিম্মত হবে কোন চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র করে ঐ বিড়াল চুরি করার? কারণ, সবাই জানে

www.banglakitab.weebly.com

যে, এই অপরাধের শাস্তি ফাঁসির চেয়ে কম তো হবে না। তাই, আল্লাহ যাকে নিজের বানান। দুনিয়ার কোন শক্তি, কোন কিছুই তাকে নিজের বানাতে পারে না– না কোন রূপ-সৌন্দর্য, না কোন ধন-সম্পদ, না রাজত্ব, না সিংহাসন —কোন কিছুই তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ যাকে নিজের বানান তার চেহারার মধ্যে এক প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করেন, তার মনোবলকে উচ্চ করে দেন। কারো হাতে সে 'বিক্রি' হতে পারে না। এমনকি সে নিজে বিক্রি হতে চাইলেও আল্লাহপাক তাকে বিক্রি হতে দেন না। আল্লাহপাকের পক্ষ হতে বিশেষভাবে তার 'হেফাযত' হতে থাকে।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর ঈমান আনার আগে উনচল্লিশ ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম 'দারে আরকাম'-এ গোপনে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের কাজ করে যাচ্ছিলেন। আজ হতে প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে যখন আমি হজ্জ করেছিলাম তখন 'ছাফা' পাহাড়ের নিকট ঐ সাহাবীর ঘর বর্তমান ছিল যে ঘরে প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম গোপনে দাওয়াতের কাজ চালাতেন। সৌদী হুকূমতের পক্ষ হতে লিখে দেওয়া হয়েছিল যে, هٰذِهٖ دَارُ اَرْقَم "এটি আরকামের বাড়ি"। সাহাবীগণ ঐ ঘরে বসা ছিলেন। প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম অন্য এক রুমের মধ্যে ছিলেন। সাহাবীগণ হঠাৎ দেখতে পেলেন, ওমর খোলা তরবারী নিয়ে এগিয়ে আসছেন। সাহাবীগণ ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ, তাঁর বীরত্ব প্রসিদ্ধ ছিল। সাইয়েদুশ্-শুহাদা হযরত হামযা (রাযি.) বললেন, আমি এখনও জীবিত আছি। ওমরের চোখে-মুখে ভিন্নতর উদ্দেশ্য যদি দেখতে পাই তাহলে এখানেই তাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবো। হযরত হামযাও 'আছাদুল্লাহ' (আল্লাহর সিংহ) ছিলেন। ওদিকে হুযূর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে সংবাদ দেওয়া হলো যে, ওমর দরজা পর্যন্ত পৌছে গেছেন। রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তৎক্ষণাৎ তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। এ নয় যে, তিনি সাহাবীদেরকে বলে দিলেন, যাও, তোমরা আগে ওমরের দিকে এগিয়ে যাও। প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে চল্লিশ জন জান্নাতী পুরুষের শক্তি দেওয়া হয়েছিল। আর জান্নাতী একজন পুরুষের শক্তি দুনিয়ার একশত পুরুষের সমান। অতএব, প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর দেহ মোবারকে চার

www.banglakitab.weebly.com

হাজার পুরুষের শক্তি ছিল। এজন্যই বিখ্যাত থেকে বিখ্যাত কোন পালোয়ানও তাঁর সাথে মুকাবিলা করে কখনও জিততে পারেনি।

হযরত ওমর এখনও ঈমান আনেননি। বুকের উপর নাঙ্গা তলোয়ার ঝুলিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর কী হিম্মত আর মনোবল, তিনি হযরত ওমরের কোর্তার আঁচল ধরে সজোরে টান মারলেন। কারণ, রাত্রিবেলা তিনি কা'বা-শরীফের দরজার সম্মুখে আল্লাহপাকের নিকট দোআ করেছিলেনঃ হে আল্লাহ! দুই ওমরের মধ্যে এক ওমরকে ঈমান ও ইসলাম দান করুন। হয় ওমর ইবনুল খাত্তাবকে, না হয় ওমর ইবনে হেশামকে। ঐ দোআর সময় ডান দিকে ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ.), বাম দিকে হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (রাযি.)। হযরত ওমরকে দেখেই তিনি বুঝে ফেলেছেন যে, দোআ কবূল হয়ে গেছে।

নিজের দোআর কবূলের উপর নবীর অন্তরে কী পরিমাণ আস্থা থাকে! তিনি তাঁর আঁচল ধরে এত জোরে টান মেরেছেন যে, হযরত ওমর উপুড় হয়ে পড়ে গেছেন। সকল বীরত্ব ও শক্তির দাপট ধূলায় মিশে গেছে। রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বললেন, ওমর! আর কতকাল জাহেলিয়াতের অন্ধকারে ডুবে থাকবে? ইসলাম গ্রহণ থেকে আর কতদিন নিজেকে বঞ্চিত রাখবে? হযরত ওমর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার গোলামদের কাতারে শামিল হওয়ার জন্যই তো ওমর আজ আপনার কদমে হাযির। এই বলে তিনি কালেমা পাঠ করলেন ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাছূলুল্লাহ। যার অর্থঃ এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নাই। মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহপাকের বিশেষ দূত ও বার্তাবাহক।

ঐ সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম আনন্দের আতিশয্যে এত জোরে 'আল্লাহু আকবার' বলেছেন যে, কা'বা শরীফ পর্যন্ত সেই আওয়াজ পৌছে গেছে এবং ঐ মুহূর্তেই হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল!

اِسْتَبْشَرَ اَهْلُ السَّمَاءِ بِاِسْلَامِ عُمَرَ (ابن ماجه، ص ١١)

ওমরের ইসলাম গ্রহণে আসমানবাসী ফেরেশতাগণ আনন্দ-উল্লাস করছেন। এবং এই উপলক্ষে ওহী নাযিল হলো ঃ

www.banglakitab.weebly.com

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (سورة انفال)

'হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এবং আপনার অনুসারী এই মুমিনগণই যথেষ্ট।' অর্থাৎ আসলে তো আল্লাহ্ই আপনার জন্য যথেষ্ট। তবে আল্লাহপাকের সেই শক্তি ও প্রতিপত্তির প্রকাশ ঘটবে আপনার অনুসারী এই ঈমানদারদের মাধ্যমে, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত ওমরের মত বীরপুরুষ। যাঁর কারণে শত্রুদের অন্তর-আত্মা কাঁপতে শুরু করেছে। তারা ভীত হয়ে গেছে। কারণ, তাঁর শৌর্য-বীর্য ও বীরত্ব সমগ্র আরবের মধ্যে প্রসিদ্ধ।

তাই ত হযরত ওমর ইসলাম গ্রহণের পরক্ষণেই আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যেখানে সম্পূর্ণ হকের উপর রয়েছি, তাহলে কেন আমরা নিজ ইসলামকে গোপন করবো? অতঃপর তিনি বিশ-বিশ জনের দু'টি কাতার বানালেন। এক কাতারের সম্মুখে থাকলেন তিনি নিজে। অপর কাতারের সম্মুখে রাখলেন সাইয়েদুশ্-শুহাদা হযরত হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে। এবং উভয় কাতারের মধ্যখানে প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে নিয়ে তাঁরা কাবা শরীফে গিয়ে নামায আদায় করলেন। অতঃপর যারা-যারা প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং হযরত ওমরকে পরামর্শ দিয়েছিল প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে হত্যা করার জন্য, হযরত ওমর তাদের এক-একজনের কাছে গেলেন এবং বললেন, হে কপালপোড়ারা! এমন পূত-পবিত্র এই মহান ব্যক্তিত্বকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতেছিলে তোমরা? আর আমাকেও সেই দুষ্কর্মের দোসর বানাতে চেয়েছিলে? শোন, আজ আমি তোমাদেরকে ছাড়ছি না। অতঃপর তিনি এক-একজনকে ধরে আছড়াতে লাগলেন এবং কিল-ঘুষি মেরে ভূসি-ভূসি বানাতে থাকলেন।

মদীনায় হিজরতের সময় কাফের গোষ্ঠীর সম্মুখে তলোয়ার বের করে বললেন, আজ ওমর মক্কা ত্যাগ করে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে এবং ওমর একাই যাচ্ছে। যার-যার সখ আছে নিজ স্ত্রীকে বিধবা বানানোর এবং নিজ সন্তানদেরকে এতীম বানানোর, তারা আসো, ওমরের মোকাবিলা কর।

www.banglakitab.weebly.com

কী শান ছিল! আল্লাহ তাআলার কুদরতের কি এক 'বিস্ময়' ছিলেন তিনি! কোথা হতে কোথায় গিয়ে পৌছলেন। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর গোলামীর বরকতে আল্লাহপাক তাঁকে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফার মর্যাদা দান করলেন। সাড়ে দশ বৎসর তিনি রাষ্ট্র শাসন করেছেন।

এটি ছিল হযরত ওমরের জয্‌বের ঘটনা যে, কীভাবে আল্লাহপাক সে দিনের সেই ওমরকে 'হযরত ওমর (রাযি.)' বানিয়েছেন, নিজের বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহপাক যাকে চান, নিজের বানান। আল্লাহই তাঁকে এভাবে 'আকর্ষণ' করেছিলেন। নতুবা যে নবীর হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের দলভুক্ত, সেই মানুষটি কিভাবে সেই নবীর হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে? কিন্তু বস্, সেই কথা–

نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھکو ذوق عریانی
کوئی کھینچے لئے جاتا ہے خود جیب وگریباں کو

অর্থঃ না আমি মাওলার সাথে প্রেম জানি, না সব ছেড়ে সেই পরমপ্রিয় পানে ছুটে যাবার কোন বুঝ-বুদ্ধি বা মন-মানসিকতা আমার আছে। বরং তিনি স্বয়ং আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন নিজের সঙ্গে। সদা ধরে রাখছেন নিজের সাথে।

প্রেম জানিনা প্রেম বুঝি না
কিন্তু নিরঞ্জনে
নিয়ে যাচ্ছেন নিজেই ধরে
আমায় নিজের সনে।

জনৈক তাবেঈর জয্‌বের কী বিস্ময়কর ঘটনা

এখন তৃতীয় আরেকটি ঘটনা শুনুন একজন তাবেয়ীর যে, কিভাবে তিনি আল্লাহর প্রতি 'জয্‌ব্' (আকর্ষিত) হলেন। জয্‌ব্ (আকর্ষণ) তো অনেকেরই নসীব হয়েছে। জয্‌বের এত ঘটনাবলী আমি কত কাল ধরে বয়ান করবো? 'যাযান্' (زاذان) নামক এক তাবেয়ী ছিলেন। প্রথমত: ইনি কাঠের তৈরি বাদ্য বাজিয়ে-বাজিয়ে গান গাইতেন। কণ্ঠ ছিল তাঁর অতি

www.banglakitab.weebly.com

সুমধুর। মোল্লা আলী কারী (রহ.) লিখেন যে, একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-মাসউদ (রাযি.) কোথাও যাচ্ছিলেন, পথের ধারে উনি কাঠের দ্বারা বাদ্য বাজাচ্ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-মাসউদ বললেন ঃ

مَا اَحْسَنَ هٰذَا الصَّوْتَ

আহা! কী সুন্দর লোকটির কণ্ঠস্বর! কত না ভালো হতো যদি সে এমন সুমধুর কণ্ঠে কোরআন শরীফ পাঠ করতো!

আল্লাহপাক উপস্থিত জনতার ভিড়ের মধ্যে এবং মুহুর্মূহু বাহবা ধ্বনির মধ্যে এই আওয়াজ তাঁর কান পর্যন্ত পৌছে দিলেন। আল্লাহ যখন কাউকে হেদায়েত দিতে চান, নিজেই তার জন্য পথসমূহ খুলে দেন। এক বুযুর্গের ভাষায় ঃ

سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں
گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں

"সময় যখন ভালো আসে, মাওলাকে পাওয়ার ঘাঁটির সন্ধান তিনি নিজেই দিয়ে দেন।"

কানে আওয়াজ পৌছতেই তিনি গান-বাদ্য বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করলেনঃ مَنْ هٰذَا "ইনি কে?" দর্শকদের মধ্য থেকে উত্তর আসলোঃ هٰذَا صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ইনি আল্লাহর রাসূলের একজন সাহাবী। দেখুন সোহবতের (বড়দের সঙ্গে থাকার) কী মর্যাদা! সঙ্গে থাকার বরকতেই নসীব হয় মর্যাদার এই পুরস্কার।

'সাহাবা' শব্দটি কুরআন ও হাদীসে চিরকাল বিদ্যমান থাকবে এবং সোহ্বতের (সঙ্গ লাভের) গুরুত্ব ঘোষণা করতে থাকবে। আজ পর্যন্ত যারাই বনেছেন, সোহ্বতের দ্বারাই বনেছেন। নবীর সোহ্বত (বা সান্নিধ্য) প্রাপ্তরা 'সাহাবী' হয়েছেন। সাহাবীদের সোহ্বত যারা লাভ করেছেন তাঁরা তাবেঈ হয়েছেন। আর তাবেঈদের সোহ্বত লাভকারীগণ তাব্য়ে-তাবেয়ী হয়েছেন। এত বড় গুরুত্ব ছিল সোহ্বতের যে, লোকেরা নবীর সোহ্বত (সঙ্গ) লাভকারী কাউকে দেখলেই বলে উঠতো ঃ

www.banglakitab.weebly.com

هٰذَا صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'ইনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের সোহ্বতপ্রাপ্ত সহচর'।

তাই যারা আল্লাহর ওলীদের সঙ্গ লাভ করে, তারা সাহাবাদের সুন্নত পালন করছে। সোহ্বত লাভের সুন্নত।

হাঁ, তো তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, উনার নাম কি? লোকেরা বলল ঃ উনার নাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। প্রশ্ন করলেন যে, উনি কি বলছিলেন? উপস্থিত লোকজন বলল, তিনি বলছিলেন যে, কতনা ভালো হতো যদি লোকটি এমন সুমধুর কণ্ঠে কোরআন শরীফ পাঠ করতো!

বস্, এই কথা শুনতেই তিনি ভীষণ প্রভাবিত হলেন। তাঁর মৃত আত্মা 'জীবিত' হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে চুরমার করে ফেললেন। এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কদমে স্থান পাবার নেশায় ছুটে গেলেন। তাঁর পা ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদও কাঁদতে লাগলেন। কেউ বলল, হযরত, আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন ঃ

اَلتَّائِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ

গুনাহগার যখন তওবা করে তখন সে আল্লাহর 'প্রিয়পাত্র' হয়ে যায়। তাই 'আল্লাহর প্রিয়' যখন কাঁদছে, তখন আমি কাঁদবো না? আল্লাহ যাকে মহব্বত করেন, আমি তাকে মহব্বত করবো না?

অতঃপর এই হযরত যাযান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেদমতে ও সান্নিধ্যে থেকে গেলেন এবং অনেক বড় আলেম ও অনেক বড় ওলী হয়ে গেলেন। এভাবে মুহূর্তের মধ্যে মনের গতি-মতি পরিবর্তন হয়ে যায়।

جوش میں آئے جو دریا رحم کا   گبر صد سالہ ہو فخر اولیاء

আল্লাহর রহমতের সাগর যখন মাতাল ঢেউ শুরু করে, শত বৎসরের কাফের-মোশরেকও তখন মুহূর্তের মধ্যে শুধু ওলীআল্লাহ্ই হয় না, বরং 'ওলীকুলের শিরোমণি' হয়ে যায়।

হিন্দুস্থানের এক কাফের-হিন্দু ৯০ বৎসর ধরে নিজের মূর্তির সামনে 'ছনম-ছনম' বলে যপ-তপ করতেছিল। একদিন ভুলবশত: তার মুখ হতে ছনমের স্থলে 'ছামাদ' বের হয়ে গেল। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর ভাষায় ছামাদ অর্থ- اَلْمُسْتَغْنِىْ عَنْ كُلِّ اَحَدٍ اَلْمُحْتَاجُ اِلَيْهِ كُلُّ اَحَدٍ ঐ মহান সত্ত্বা, জগতের সবকিছুর এবং সকলেরই যার নিকট ঠেকা আছে, কিন্তু কারো কাছেই তার কোন ঠেকা নাই, বরং তিনি সর্বদিক হতে বে-নিয়ায। তার মুখে 'ছামাদ' নাম উচ্চারিত হওয়ার সাথে-সাথে আল্লাহপাক তার জবাবে বললেন, লাব্বাইক। "হে বান্দা! আমি হাজির তোমার সামনে।" ঐ পৌত্তলিক তখনি ডাণ্ডা মেরে মূর্তিকে বিচূর্ণ করে ফেলল এবং কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পাঠ করলো।

অতঃপর সে হিন্দুদের লক্ষ্য করে বলল, হে যালেমের দল! শোন, আমি এক নব্বই বৎসর বয়সের পৌত্তলিক। ৯০ বৎসর যাবত আমি মূর্তিপূজা করে আসছি। এই মূর্তিকে আমি কতনা ডেকেছি। কিন্তু কোন জবাব পাইনি। আজ ভুলে-ভুলে আমার মুখ হতে মুসলমানদের খোদার নাম উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই আসমান হতে জবাব আসলো 'লাব্বাইকা আবদী'- হে আমার বান্দা! আমি তো তোমার সম্মুখেই আছি। তুমিই বরং আমাকে ছেড়ে পাথর আর মাটির মূর্তিসমূহকে ডাকাডাকি করতেছ। অথচ ওরা সব অন্ধ, বধির ও বোবা। না চোখে দেখে, না কানে শোনে, না কথা বলতে পারে।

মস্‌নবী শরীফে এক মজ্‌যুব রাখালের ঘটনা

[পণ করেছি অদ্য আমি
ওহে পরমজন
হবো আমি তোমার প্রিয়
তোমার আপনজন।]

– অধম আবদুল মতীন

এখন জয্‌ব্‌ সম্পর্কিত চতুর্থ এক ঘটনা শুনুন। মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন, কোন এক রাখালকে আল্লাহপাক জয্‌ব্‌ করেছেন। আপন করার পণ করেছেন। ঐ রাখাল মাঠে-মাঠে এক পাল বকরী চরাতো, আর আল্লাহর

www.banglakitab.weebly.com

সাথে কথা বলতে থাকতো। অর্থাৎ আল্লাহকে সম্বোধন করে বলতে থাকতো, হে আল্লাহ! আমি যদি আপনাকে পেতাম, তাহলে আমি আপনার অনেক খেদমত করতাম। আয় আল্লাহ! যেই পাহাড়ে আমি এখানে মেষপাল চরাচ্ছি, আপনি যদি এখানে তাশরীফ আনতেন তাহলে আপনার বসার স্থানটি আমি ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে দিতাম। আপনার হাত-পা টিপে দিতাম। আপনাকে আমার বকরীদের সুস্বাদু দুধ খাওয়াতাম। দুধ-আটা দিয়ে পরাটা বানিয়ে আপনাকে খাওয়াতাম। বিশ্ব পরিচালনার দায়িত্ব ও ব্যস্ততার দরুন নাজানি কত কাল থেকে আপনি মাথায় চিরুনী করারও হয়তো সুযোগ পাননি। তাই আমি আপনার মাথা থেকে উকুন বেছে দিতাম এবং আপনার ছেঁড়া কাপড়-চোপড়ও আমি সেলাই করে দিতাম।

আয় আল্লাহ! আপনাকে যদি পেতাম, আমার বকরীগুলো আমি আপনাকে দিয়ে দিতাম।

اے فدایت ایں ہمہ بزہائے من - اے بیادت ہیّو ہیّو ہائے من

আয় আল্লাহ! আমার সব বকরীগুলো আপনার জন্য উৎসর্গ। আর বকরী চরাবার সময় যে আমি 'হেই-হেই' করতে থাকি, তা বকরীর জন্যে নয়, বরং আসলে আমি যে আপনার বিচ্ছেদবেদনায় আর ভালবাসার জ্বালায় জ্বলতে থাকি, আমার বুকের সেই আগুনেরই স্ফুলিঙ্গ বের হয় আমার এই আওয়াজের ছুরতে।

পান করেছি প্রেমের শরাব
ওহে জানের জান্
বকরী তোমার। 'হিয়্যো' 'হিয়্যো'
তোমার প্রেমের গান।
'অন্তরে যে অগ্নি জ্বলে'
মুখে একই 'জ্বালা'
'রাখালিয়া স্বরের' মাঝে
জ্বলে প্রাণের জ্বালা।

একদিন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ঐ পথে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি রাখালের এসব কথাবার্তা শুনে ফেলেছিলেন। তিনি তাকে এক ধমক

www.banglakitab.weebly.com

দিয়ে বললেন, হে যালেম! এ কিসব বলছ তুমি? এ ধরনের কথার কারণে তুমি তো কাফের হয়ে গেছ। কারণ, আল্লাহপাক তো শরীর থেকে পাক। কোথায় আবার তার মাথা, আবার সেই মাথায় উকুন পড়া? মাথাই যখন নাই, তো উকুন আসবে কিভাবে? আর আল্লাহর কি কোন হাত-পা আছে যে, তুমি তা টিপে দিবে? আল্লাহর কি কোন পেট আছে যে, তুমি তাকে দুধ-রুটি-পরাটা খাওয়াবে। আল্লাহপাক কি খেদমতের মুখাপেক্ষী যে, তুমি তার খেদমত করবে? আল্লাহপাক তো পানাহারের প্রয়োজন থেকেও পাক। তুমি এসব বিষয় থেকে তওবা কর।

হযরত মূসা (আ.)-এর হেদায়েতের বাণী শুনে সে এতটা ভীত ও প্রভাবিত হয়ে গেল যে, নিজ কোর্তার গলা টেনে ছিঁড়ে ফেলল। এবং কাঁদতে কাঁদতে জঙ্গলের দিকে দৌড়াচ্ছিল আর বলছিল ঃ হায়! আমি তো আমার মাওলাকে ভালবেসেই এসব কথা বলেছিলাম। কিন্তু আমার মূর্খতা ও বোকামীর দরুন তা তো ভালবাসার বিপরীত হয়ে গেছে।

এদিকে আল্লাহপাক হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ওহী নাযিল করলেন ঃ হে মূসা! তুমি আমার বান্দাকে আমা হতে জুদা কেন করে দিয়েছ? হে মূসা! আমার পাগলটাকে এখন তুমি তালাশ করে এনে দাও। আমার বে-নিয়ায মহিমা তার পাগলামীপূর্ণ ও সাদাসিধে কথাবার্তা আবারো শুনতে আগ্রহী। এ সম্পর্কে আমার একটি ছন্দ ঃ

اپنے دیوانے کی باتیں موسیا - ڈھونڈتی ہے بارگاہ کبریا

পাগল আমার বলছিল যে
‘পাগল-পাগল কথা’
শুনতে চাহি আবার আমি
পাগলের সেই ব্যথা।

موسیا آداب دانا دیگراند سوختہ جانے روانا دیگراند

হে মূসা! সুস্থ-স্বাভাবিক বিবেকবানদের আদব-তরীকা ভিন্ন। আর আমার প্রেমে জ্বলে-পুড়ে হুঁশ-জ্ঞানহারা পাগলদের ঐ পাগ্‌লা হালত ভিন্ন।

www.banglakitab.weebly.com

جامہ چاکاں را چہ فرمائی رفو   تو ز سرمستاں قلاوزی مجو

আমার ভালবাসার যন্ত্রণা যাদের পোশাক-আশাক বিদীর্ণ করে ফেলেছে, আপনি তাদেরকে তা রিফু করার জন্য চাপ দিয়েন না। ভালবাসার তীব্রতায় হুঁশহারা পাগলদেরকে আপনি 'হুঁশজ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক' হওয়ার শিক্ষা দিতে যেয়েন না। কারণ, তাদের মধ্যে শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক হওয়ার অবস্থা বাকী নাই।

কিন্তু এতে কেউ একথা না মনে করেন যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম শরীয়তের যে হুকুম রাখালকে শিখিয়েছেন তা তিনি নাউযুবিল্লাহ ভুল করেছেন। কস্মিনকালেও তা ভুল ছিল না। হযরত মূসা (আ.) 'ছাহেবে শরীয়ত' ছিলেন এবং সম্পূর্ণ হকের উপর ছিলেন। তিনি যা কিছু বলেছেন, প্রত্যেকটি কথাই ছিল হক। নবী হিসাবে তাঁর দায়িত্বে ফরয ছিল এসব অন্যায়-কথাবার্তার অন্যায় হওয়াটা বুঝিয়ে দেয়া এবং সংশোধনের পথ বলে দেয়া। তবে এক্ষেত্রে আল্লাহপাকের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে বিশেষ এক 'আদব' শিক্ষা দেওয়া। এভাবে আল্লাহপাক স্বীয় নবীদেরকে দীক্ষা দান করতে থাকেন। আল্লাহপাক তাঁকে শুধু এতটুকুই শিক্ষা দিয়েছেন যে, একদম প্রাথমিক অবস্থায় একটু আদর-সোহাগ ও মহব্বতের সাথে শিক্ষা দিন। আগে তাকে মহব্বত ও ভালবাসা দিয়ে আকৃষ্ট করে তারপর ধীরে-ধীরে তাকে এই শিক্ষা দান করতেন, তবে সেটাই ছিল যথোপযোগ্য।

মোটকথা, আল্লাহপাক হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দ্বীনের কথা বলতে নিষেধ করেননি। বরং তা'লীমের ঢং ও পদ্ধতি সম্পর্কে খানিকটা সহিষ্ণুতাপূর্ণ পথ দেখানোই ছিল উদ্দেশ্য যে, কাউকে গড়া ও তরবিয়ত করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না-করা চাই। কিন্তু, ভেবে দেখুন যে, সেই রাখালও আল্লাহপাকের নিকট কতটা প্রিয় ও আদরণীয় ছিল যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহপাকের হুকুমে তাঁকে তালাশ করে এনেছেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ.)-এর সোহবত ও তরবিয়তের বরকতে এই রাখাল অনেক বড় ওলীআল্লাহ হয়ে গিয়েছিলেন।

আল্লাহর ওলীদের আলোচনার সময় রহমত নাযিল হয়

এখন বয়ানের সময় শেষ হয়ে গেছে। (জুমার দিন তো।) এখন বারোটা বেজে ৩৫ মিনিট হয়ে গেছে। অতএব, ইনশাআল্লাহ আগামী

www.banglakitab.weebly.com

মুসাফা তলব সম্পর্কিত আরো কিছু ব্যাখ্যাবলী বয়ান করবো। এই প্রসঙ্গে যে, আয় আল্লাহ! যেই বুযুর্গদেরকে আপনি 'তলব' করেছেন তাঁদের ওছিলায় আমাদের সকলকেও আপনি তলব করুন। কারণ, আপনিই শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন অন্যের উপর রহমত দেখতে পাবে, তখন নিজের জন্যও রহমত চাও। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম যখন দেখতে পেলেন, হযরত মরিয়ম (আলাইহাস সালাম)-এর জন্য দরজা-কপাট লাগানো হুজরার মধ্যে জান্নাত থেকে ফল আসছে, هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ তখন হযরত যাকারিয়া (আ.) দোআ করলেন, হে আল্লাহ! আমার এই বৃদ্ধ বয়সে আপনি আমাকে সন্তান দান করুন। অতএব, যখন আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের উপর আল্লাহর রহমতের আলোচনা হয় তখনও চেয়ে নিন। হযরত মোল্লা আলী কারী (রহ.) লিখেছেন ঃ

إِنَّ الرَّحْمَةَ تَنْزِلُ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ فَضْلًا عِنْدَ وُجُودِهِمْ

আল্লাহর ওলীদের কথা আলোচনা করলেও রহমত নাযিল হয়। তাহলে যেখানে আল্লাহর ওলীগণ স্বয়ং উপস্থিত থাকেন সেখানে কী পরিমাণ রহমত নাযিল হবে? এজন্যই আমি বলি, দূর-দূর থেকে এখানে আল্লাহর এত নেক বান্দারা আসে, প্রত্যেকে তাদের ওছীলা দিয়ে দোআ করা চাই যে, আয় আল্লাহ! যেসব বান্দাগণ আপনার মহব্বতে এখানে এসেছেন তাদের বরকতে আমাদের দোআ ও মিনতি আপনি কবূল করুন।

এই মুহূর্তে দোআ

দোআ করুন যে, হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যার যেই সমস্যা আছে, যার ঘরে যে কোন অসুখ-বিসুখ আছে, কোন মুসীবত আছে, চাই তা শারীরিক মুসীবত হোক কিংবা আত্মিক, এভাবে যারা গুনাহ থেকে তওবা করে ওলীআল্লাহ হতে চায়, কিন্তু নফ্স ও শয়তানের গোলামী থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না। হে আল্লাহ! হে রব্বুল-আলামীন! সর্ব রকমের সমস্যা, কষ্ট-তকলীফ থেকে আমাদের সকলকে নাজাত দান করুন। বিবি-বাচ্চা ও ঘরের লোকদেরকে সর্বপ্রকার অসুখ-বিসুখ থেকে শেফা দান করুন। যার যেই গুনাহের অভ্যাস, আয় আল্লাহ! প্রত্যেককে সকল গুনাহ থেকে পাক করে দিন। শরীরকে রোগমুক্ত করে দিন, রূহকেও

www.banglakitab.weebly.com

মোবারক করে দিন। যার যে কোন প্রয়োজন আছে, সকল দেশ প্রয়োজন সমূহ যে রকম আপনারই অধীন, আপনি জলদি জলদি পূর্ণ করে দিন। যারা ঋণগ্রস্ত, আয় আল্লাহ! আমাদের সমস্ত ঋণের আপনি পরিশোধ করিয়ে দিন। যমীন ও আসমানের সকল ভাণ্ডারের মালিক আপনি। আপনার সম্পদরাজির কোন প্রয়োজন আপনার নাই। আপনার সব সম্পদরাজি এই ফকীরদের দেওয়ার জন্যই আপনি রেখেছেন।

بِحَقِّ وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

আয় আল্লাহ! এই আয়াতের ওছীলায় আপনি আব্বাজানের উপর, তার সন্তানদের উপর, আমার সকল দোস্তদের উপর আপনার সম্পদরাজি ও করুণারাশি বর্ষণ করে দিন। আপনার সন্তুষ্টি মোতাবেক খরচের তওফীকও দিন। আমাদের সর্বপ্রকার দেনা আপনি আদায় করে দিন। আয় আল্লাহ! আপনার শান তো এই যে, আপনি মাটিকে সোনা বানিয়ে দেন। মাওলানা রুমী (রহ.) বলেন ঃ

اے مبدل کردہ خاکے را بہ زر　　خاک دیگر را نمودہ بوالبشر

আয় আল্লাহ! কোন কোন মাটিকে আপনি সোনা বানিয়ে দেন। আরেক মাটিকে আপনি মানুষে পরিণত করেন। এক মাটিকে সোনা, আরেক মাটিকে ইনসান বানান, এত বড় কুদরতওয়ালা আপনি। আপনার সেই অজেয়-মহাপরাক্রমশালী কুদরতের ওছীলায় আমাদেরকে দেন-দেনা থেকেও আপনি মুক্ত করুন। আমাদের রুজি-রোজগারে বরকত দান করুন এবং রুজিকে প্রশস্তও করে দিন। বিশেষত: যারা বৃদ্ধ, বৃদ্ধদের রুজি আপনি বৃদ্ধি করে দিন। কারণ, আপনার নবী নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম স্বয়ং দোআ করেছেন যে, হে আল্লাহ! বৃদ্ধকালে আমাদের রুজি বৃদ্ধি করে দিন। এতে বোঝা গেল, বৃদ্ধকালে রুজি বৃদ্ধির দোআ করা চাই।

আল্লাহপাক আমাদের দেশকে নিরাপদ করুন চোর-ডাকাত থেকে এবং সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে। সম্পূর্ণ পাকিস্তানকে, বাংলাদেশকে বরং সমস্ত

www.banglakitab.weebly.com

বিশ্বকে আপনি নিরাপদ করে দিন। (উল্লেখ্য যে, গ্রন্থকার পাকিস্তানের এক বিশিষ্ট ওলী।)

আল্লাহপাক আমাকেও দোজাহানে শান্তি ও মুক্তি দান করুন, আপনাদেরকেও দান করুন এবং বিশ্বের প্রত্যেক মূমিন, প্রত্যেক মুসলমানকে আল্লাহ পাক দোজাহানে শান্তি ও মুক্তি দান করুন।

আয় আল্লাহ! কাফেরদিগকে আপনি ঈমানদার বানিয়ে দিন। ঈমান-ওয়ালাদিগকে আপনি তাক্ওয়াওয়ালা (আপনার ভয়-ভীতিওয়ালা) বানিয়ে দিন। বিপদগ্রস্তদেরকে আপনি বিপদমুক্ত করে দিন। দুঃখীজনকে সুখ-শান্তি প্রাপ্ত বানিয়ে দিন। রুগ্নদেরকে আরোগ্যপ্রাপ্ত করে দিন। পিঁপড়াদের উপর রহম করুন গর্তের মধ্যে। মৎস্যকুলের উপর রহম করুন সাগর-নদীতে-পানিতে। আয় আল্লাহ! আপনার রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন। অঝোর বারিধারা। আয় আল্লাহ! রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করে দিন এবং পথভ্রষ্টদেরকে হেদায়েত দিয়ে আউলিয়ায়ে-ছিদ্দীকীনের মধ্যে শামিল করে নিন। আয় আল্লাহ! এই বয়ানের এক-একটি লফ্যের মধ্যে আপনার শানে-এজ্তেবার তাজাল্লী ঢেলে দিন– যাতে এই ওয়াজ যে-ই পড়বে সে-ই যেন 'আপনার' হয়ে যায়।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ
وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ
بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ رَبِّ لَا تَجْعَلْنِىْ بِدُعَائِكَ شَقِيًّا اَللّٰهُمَّ
اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ
وَالْاَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

(অবশিষ্টাংশ আগে দেখুন।)

www.banglakitab.weebly.com

আসমানী আকর্ষণ ও আকৃষ্ট বান্দাদের ঘটনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ

বিগত জুমায় আমি এই আয়াতই তেলাওয়াত করেছিলাম। এতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছবার দু'টি পথ রয়েছে ঃ

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

'আল্লাহপাক যাকে চান নিজের দিকে 'আকৃষ্ট' করে নিজের বানিয়ে নেন।' وَيَهْدِىْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ 'এবং যে আল্লাহর দিকে চলতে শুরু করে, আল্লাহপাকের দিকে রোখ করে ও ধাবিত হয়, আল্লাহপাকের তালাশে চেষ্টা করে এবং কষ্ট করে, আল্লাহপাক তাকেও হেদায়েত দান করেন।'

তাহলে আল্লাহকে পাওয়ার দু'টি রাস্তা হয়ে গেল। প্রথমটির নাম জয্‌ব্ (আকর্ষণ), দ্বিতীয়টির নাম এনাবত, ছুলূক (বা পথচলা)। কিন্তু আল্লাহপাক এখানে জয্‌ব্ ও আকর্ষণের কথা আগে উল্লেখ করেছেন। কারণ, এ পথে বান্দা 'মুরাদ' (কাম্য ও প্রার্থিত) হয়। 'মুরাদ' অর্থ, যাকে চাওয়া হয়। আর ছুলূকের পথে বান্দা 'মুরীদ' (প্রার্থী) হয়। মুরীদ অর্থ, যে চায়। তো আল্লাহ যাকে জয্‌ব্ করেন, নিজেই যাকে চান এবং নিজের দিকে টানেন, সে আল্লাহপাকের 'মুরাদ' হয়। কারণ, আল্লাহপাক নিজেই তাকে নিজের আপন বানাতে চেয়েছেন।

আর যে আল্লাহর দিকে রোখ করে, আল্লাহকে খুঁজতে শুরু করে, আল্লাহকে পাওয়ার জন্য কষ্ট সয়, চেষ্টা করে, বুযুর্গদের নিকট যায়, আল্লাহ

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ করে, গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকে, এ হচ্ছে মুরীদ। সে আল্লাহকে পেতে চায়। পরে তারও 'জযব' নসীব হয় (আল্লাহপাক তাকেও এক পর্যায়ে নিজের বানাতে চেয়ে নিজের দিকে টানেন)। কারণ, বিনা জয্‌বে কেউই আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আল্লাহ নিজে না 'চাইলে' আল্লাহকে পাওয়া যায় না। যার উপর জয্‌ব্ প্রবল থাকে, অর্থাৎ আল্লাহপাক যাকে প্রথমত: নিজের দিকে টেনেছেন, পরে সে চেষ্টা-মেহনত করে আল্লাহর রাস্তা অতিক্রম করে, তাকে 'মজ্‌যূব-ছালেক' বলে। অর্থাৎ, প্রথমে সে জয্‌ব্ বা খোদায়ী আকর্ষণ লাভ করেছে, তারপর সে এ পথে হেঁটেছে। আর যে প্রথমে চলতে শুরু করে, এবাদতের পথে মেহনত-মোজাহাদা করে, তারপর আল্লাহপাক তাকে 'জয্‌ব্' নসীব করেন, তাকে 'ছালেকে- মজ্‌যূব' বলে। অর্থাৎ প্রথমে সে কিছুটা চলার পর আল্লাহপাকের 'বিশেষ দৃষ্টি' তার উপর পড়েছে।

মোটকথা, জয্‌ব্ হোক কিংবা ছুলূক, উভয় রাস্তাই আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছেছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, কাউকে তিনি আগেই চান ও কাছে টানেন। আর কেহ আগে মাওলার উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করে। তাই দেখে আল্লাহপাক তাকে কাছে টেনে নেন। এতে বোঝা গেল যে, মাওলা নিজে 'জয্‌ব্' না করলে, কাছে না টানলে কেউ তাকে পেতে পারে না।

তরীকে-জয্‌বের একটি দৃষ্টান্ত

আল্লাহপাক কিভাবে বান্দাকে নিজের দিকে টানেন এবং নিজের বানান– এই জয্‌বের একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)। তাহলো, এক বুযুর্গ এক বাদশার শাহী মহলের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। বাদশাহ শাহী মহলের উপর থেকে একটি পালকি রজ্জু দিয়ে বেঁধে নিচে ঝুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, হে বুযুর্গ! আপনি এতে বসে যান এবং শাহী মহলে আসুন। আমি আপনার সাক্ষাত লাভে আগ্রহী। অতঃপর সিপাহীদেরকে বললেন, এখন তোমরা টেনে উপরে তোল। ঐ বুযুর্গ যখন বাদশার নিকট পৌছলেন, বাদশা বললেন, হুযুর! কিভাবে আপনি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছেছেন? তিনি বললেনঃ "যেভাবে আমি আপনার নিকট পৌঁছেছি।" আপনি পালকি নিচে নামিয়ে তাতে বসতে বলেছেন এবং আপনার সিপাহীদের দ্বারা উত্তোলন করে আমাকে আপনার কাছে এনেছেন। এভাবে আমি আপনার কাছে পৌঁছতে পেরেছি। তদ্রূপ, আল্লাহপাক যাকে নিজের করতে চান, যাকে

www.banglakitab.weebly.com

তিনি জযব করেন, তার জন্য তিনি (তাকওয়া ও নেক আমলের) তওফীকের পালকি সমূহ পাঠাতে থাকেন এবং তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি আকর্ষণ ও অনুরাগ পয়দা করতে থাকেন এবং সে আল্লাহর দিকে 'আকৃষ্ট' ধাবিত ও তার 'প্রিয়জন' হয়ে যেতে থাকে। এক বুযুর্গের ভাষায় ঃ

سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں
گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں

মাওলাকে পাওয়ার জন্য সৌভাগ্যের দ্বার যদি খুলেই যায়, যেখানে পাওয়া যাবে সেই ঠিকানা পর্যন্ত পৌছার ব্যবস্থা মাওলা নিজেই করে দেন। হযরত আছগর গৌণ্ডবী (রহ.) এ কথাই বলেছেন তাঁর নিজের ভাষায় ঃ

نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھکو ذوق عریانی
کوئی کھینچے لئے جاتا ہے خود جیب وگریباں کو

না আমি কোন মাওলাপ্রেমিক, না আমার মধ্যে মাওলার জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষার কোন যোগ্যতা মওজুদ। কিন্তু তিনি নিজেই অদৃশ্য হতে আমার কোর্তার গলা ধরে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন নিজের সাথে।

আল্লাহপাক যাকে জয্‌ব্ করেন, স্মরণ করেন এবং নিজের দিকে টেনে রাখেন, সে কি তা অনুভব করতে পারে? আপনি এরূপ প্রশ্ন করতে পারেন। তার উত্তরে আরয করছি। এক বুযুর্গ ছিলেন হযরত ছাবেত বুনানী (রহ.)। তিনি তাবেঈ ছিলেন। একদা নিজের খাদেমের নিকট বলছিলেন যে, আল্লাহপাক এখন আমাকে স্মরণ করতেছেন। খাদেম বলল, হুযূর! আপনি কিভাবে অবগত হলেন যে, আল্লাহ আপনাকে স্মরণ করছেন। তিনি বললেন, আল্লাহপাক তাঁর পাক কালামে বলেছেন ঃ

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো।"

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

এই মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করার তওফীক হয়েছিল আমার। কাজেই আল্লাহপাকের কৃত ওয়াদা মোতাবেক আমাকে স্মরণ করা এখন আল্লাহ পাকের দায়িত্ব। আর আল্লাহপাকের ওয়াদা পূরণে তো কোন ভুল হতে পারে না। অতএব, নিশ্চয়ই তিনি এই মুহূর্তে আমাকে স্মরণ করতেছেন। যে বান্দা যমীনের উপর আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহপাক তাকে আসমানের উপর স্মরণ করেন।

হাদীছে কুদসীতে আছে ঃ বান্দা আমাকে 'নির্জনে' স্মরণ করলে আমিও তাকে 'নির্জনে' স্মরণ করি। আর তোমরা আমাকে মাহফিলে-মজলিসে স্মরণ করলে আমিও তোমাদেরকে ফেরেশতাদের মাহফিলে স্মরণ করবো।

(মেশকাত, পৃষ্ঠা ১৯৬)

নির্জন-স্মরণের উত্তরে দিবো নির্জন-স্মরণের দ্বারা, মাহফিলে-স্মরণের জবাব দিবো মাহফিলে-স্মরণের দ্বারা। এখন আমরা এই মজলিসে দলবদ্ধভাবে আল্লাহর স্মরণে মশগুল আছি। অতএব, মনে হয় আল্লাহ পাকও এখন আমাদেরকে ফেরেশতাদের মাহফিলে স্মরণ করতেছেন। কারণ, তাঁর ওয়াদা আছে ঃ তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তো আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো।

এখানে একটি জরুরী কথা বলে রাখি, যখন কোথাও দ্বীনের একটি জামাতবদ্ধ আমল বা এবাদত হয়, তখন সেখানে ছালাতুত্-তাছ্বীহ বা অন্য কোন নফল নামাযে লিপ্ত হওয়া ঠিক নয়। হাদীছে আছে, দ্বীনের একটি বিষয় শিখলে তা এক হাজার রাকাত নফলের চেয়ে উত্তম। এই হাদীছের বর্ণনাকারী হযরত আবূ যর গেফারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) তাঁর হায়াতুল মুসলিমীন কিতাবে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। বলুন, আপনি কি (এত অল্প সময়ের মধ্যে) এক হাজার রাকাত নফল পড়তে পারবেন? এখানে (মসজিদে আশরাফ, গুলশান-ই-ইকবাল-২ করাচীতে) বেলা এগারটায় বয়ানের নির্ধারিত সময়। পরিতাপের বিষয় যে, কিছু লোক এই সময় এখানে নফল পড়তে থাকে। এমন সময় নফল পড়া ঠিক নয়। আপনি যেন এভাবে আল্লাহর বান্দাদেরকে দ্বীনের পথে বাধা দিচ্ছেন, দ্বীনের দাওয়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন। এমন নামায কবূল হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

হাঁ; তো আমি বলছিলাম যে, বান্দা আল্লাহর যিকির (স্মরণ) করলে আল্লাহপাক বান্দার যিকির (স্মরণ) করেন। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) 'তাফসীরে বয়ানুল কোরআনে' এর অর্থ লিখেছেন ঃ তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমার 'হুকুম মানার' দ্বারা। তাহলে আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো 'দয়া-মেহেরবানী দ্বারা'।

হযরত থানবীর লেখা এ ব্যাখ্যার দ্বারা কথাটি বুঝতে সহজ হয়ে গেছে। কারণ, এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ বান্দাকে স্মরণ করবেন বান্দা তাকে স্মরণ করলে। অথচ, আল্লাহ তো কখনও ভুলে যান না। সকলেই তাঁর স্মরণে আছে। তবে হাঁ, কাফের, বদমাশ, নাফরমান, হত্যাকারী ও চোর-ডাকাতকে স্মরণ করেন কহর-গযবের সাথে। পক্ষান্তরে অনুগত ও বাধ্যগতদেরকে স্মরণ করেন দয়া-মেহেরবানীর সাথে। তাদের প্রতি তিনি রহমতের বারিধারা বর্ষণ করেন।

জযবের (তথা দয়াময় কর্তৃক আকর্ষিত হওয়ার) আলামতসমূহ

হাঁ, তো আমি বলছিলাম যে, আল্লাহপাক যাকে নিজের দিকে 'আকর্ষণ' করেন তার এটা অনুভব হয়ে যায় যে, আল্লাহপাক আমাকে নিজের দিকে টানতেছেন, আমাকে নিজের বানাচ্ছেন। আরে মিয়া! একটা ছোট শিশু যদি তোমার হাত ধরে টানতে থাকে, তোমার কি তা অনুভব হয় না? তিন মণ ওজনের তাগড়া বাপের আঁচল ধরে টানতেছে দশ কিলো ওজনের একটি শিশু। এই বাপের এটা অনুভব হয় কিনা যে, আমার বাচ্চা আমাকে টানতেছে? তাহলে, এত বড় শক্তিধর আল্লাহ যাকে নিজের দিকে টানবেন, সে কি অনুভব করবে না যে, আমার আল্লাহ আমাকে স্মরণ করতেছেন? নিজের দিকে টানছেন, আমাকে নিজের বানাতে চাইছেন।

আমার মোর্শেদ শাহ আবদুল গনী সাহেব ফুলপুরী (রহ.) বলতেন, আল্লাহপাক কাউকে যখন নিজের দিকে টানেন, তার অন্তরই ভিতর থেকে ফয়সালা দিয়ে দেয় যে, আল্লাহ আমাকে চাচ্ছেন। সে যদি নামাযে যেতে নাও চায়, তার অন্তর বে-চাইন হয়ে যায়। সে যদি আল্লাহর ওলীদের নিকট যেতে না-ও চায়, অন্তরে অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা পয়দা হয়ে যায়। তাই হযরত বলতেন যে, অন্তর তা সম্পূর্ণতই অনুভব করতে পারে।

www.banglakitab.weebly.com

এই উপদেশ দিতে এসো না যে, শুধুমাত্র 'মোল্লা' হলে তুমি খাবে কোথেকে? যদি তুমি আল্লাহকে বেশি মান, বেশি স্মরণ কর, দাড়ি রাখ, তাহলে লোকজন তোমাকে বোকা মনে করবে। হে দুনিয়াওয়ালারা! শোন, তোমাদের ধারণাকৃত এই বোকা বান্দাকে আল্লাহপাক ইনশাআল্লাহ এমন রুজি দান করবেন যা স্ব-কল্পিত স্ব-ঘোষিত বুদ্ধিমানের ভাগ্যে জুটবে না। যে বিষয়কে তোমরা 'বোকামী' মনে করতেছ, সেটিই হচ্ছে 'প্রকৃত জ্ঞান-বুদ্ধি'। বোকা তো তারা যারা আল্লাহকে নারাজ করে রেখেছে। তারপরও এরা নিজেদের বুদ্ধিমান মনে করতেছে। এরা বুদ্ধিমান নয়, বরং চালাক, চতুর। রুজি বুদ্ধি কিংবা চালাকির জোরে নয় বরং আল্লাহপাকের অনুগ্রহ বলেই পাওয়া যায়। আল্লাহপাক কোন কোন সাদাসিধা লোককে এত বিপুল ধন-সম্পদ দান করেন যে, বড় বড় বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত লোক তা দেখে হতভম্ব হয়ে যায়।

ধন-সম্পদ অর্জন বুদ্ধির জোরে হয় না

একটি ঘটনা। জনৈক গ্রাম্য মানুষ উট নিয়ে যাচ্ছিল। তার উটের উপর রাখা ছিল এক পাশে দুই মণ গম, আরেক পাশে দুই মণ মাটি। জনৈক অনাহারক্লিষ্ট বে-রোজগার এক বুদ্ধিমান তর্কশাস্ত্রবিদ এই দৃশ্য দেখে জিজ্ঞাসা করল, ভাই! আপনার উটের উপর এ কি? লোকটি বলল, একদিকে দুই মণ গম, আরেক দিকে দুই মণ মাটি। বুদ্ধিজীবী বলল, অপর দিকে দুই মণ মাটি রাখার কি যুক্তি?

লোকটি বলল, দু' দিকের (Balence) ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য। বুদ্ধিজীবী বলল, ভাই! যুক্তির কথা তো এই যে, এক মণ গম একদিকে রাখ, আরেক মণ আরেক দিকে। আর মাটির বোঝাটি ফেলে দিয়ে তৎপরিবর্তে তুমি নিজেই উটের পিঠে চড়ে বস। এতে তুমি আরামে যেতে পারবে। অনর্থক কেন এই পায়ে হাঁটার কষ্ট করছো তুমি? গ্রাম্য লোকটি বলল, আচ্ছা, খুব 'যুক্তির বাণী' শুনলাম তোমার মুখে। আচ্ছা ভাই! তুমি কি কাজ কর? এবং কোথায় যাচ্ছ? বুদ্ধিমান ঐ শিক্ষিত ভদ্রলোক বলল, আমি আয়-রোজগারের অভাবে খুবই কষ্টের মধ্যে আছি। ঘরে খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। তাই জীবিকার খোঁজে বের হয়েছি। অশিক্ষিত ঐ গ্রাম্য লোকটি বলল, তাহলে আমি তোমার কথা মানবো না। কারণ, মনে হয়

খাজা আযীযুল হাসান মজযূব (রহ.) জৌনপুরে হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.)-এর নিকট প্রশ্ন করেছিলেন যে, হযরত! মানুষ যখন ওলীআল্লাহ হয়ে যায়, ছাহেবে-নেছবত' হয়ে যায়, আল্লাহর সাথে 'খাছ বন্ধন' ও জযব নসীব হয়ে যায়, সেটা কি সে অনুভব করতে পারে? এবার শুনুন হযরত হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর উত্তর। তিনি বললেন, খাজা সাব! আপনি যখন বালেগ হয়েছিলেন, আপনি নিজেই তা টের পেয়েছিলেন, নাকি আপনার বন্ধুদের নিকট জিজ্ঞাসা করতে হয়েছিল? দেহ যখন বালেগ হয় তখন শিরায়-শিরায় এক নতুন জীবন সঞ্চারিত হয় কিনা? এক নতুন শক্তি ও উদ্যম অনুভব হয়। তদ্রূপ, আল্লাহপাক যখন কাউকে নিজের দিকে জযব্ করেন তখন তার রূহানিয়তে এক নতুন শক্তি দান করা হয়। তখন সে সমগ্র পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ করে। দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে, হে দুনিয়াওয়ালারা! অসংখ্য দুনিয়াবী শিকল দিয়েও আমার পা তোমরা বেঁধে রাখতে পারবে না। মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রহ.)-এর ভাষায় ঃ

سرنگونم ہیں رہا کن پائے من

"হে দুনিয়ার মানুষ! জালালুদ্দীন রুমী মাওলার সম্মুখে মাথা নত করে দিয়েছে। তোমরা আমার পদদ্বয়কে আর শিকল দিয়ে বাঁধতে চেষ্টা করো না।"

যারা জানোয়ার পালে তারা জানে যে, যখন কোন জানোয়ার তার রশি ছিঁড়তে চায় তখন মাথা নিচু করে খুব জোর লাগাতে থাকে। যারা জানোয়ার পালে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যে, মাওলানা রুমী এখানে কী নকশা পেশ করেছেন–

سرنگونم ہیں رہا کن پائے من   فہم کو در جملہ اجزائے من

আমি আমার মাথা ঝুকিয়ে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে লিপ্ত হয়েছি। জগতের সকল জিঞ্জির থেকে আমার পা ও আঁচল তথা আমার জীবনকে আমি মুক্ত করতে চাই। হে দুনিয়াওয়ালারা! তোমরা আমার পা ছেড়ে দাও। তোমাদের কথা বুঝবার মত বুঝ এখন আর আমার মধ্যে নাই। এখন আর আমাকে

এই উপদেশ দিতে এসো না যে, শুধুমাত্র 'মোল্লা' হলে তুমি খাবে কোত্থেকে? যদি তুমি আল্লাহকে বেশি মান, বেশি স্মরণ কর, নাড়ি রাখ, তাহলে লোকজন তোমাকে বোকা মনে করবে। হে দুনিয়াওয়ালারা! শোন, তোমাদের ধারণাকৃত এই বোকা বান্দাকে আল্লাহপাক ইনশাআল্লাহ এমন রুজি দান করবেন যা স্ব-কল্পিত স্ব-ঘোষিত বুদ্ধিমানের ভাগ্যে জুটবে না যে বিষয়কে তোমরা 'বোকামী' মনে করতেছ, সেটিই হচ্ছে 'প্রকৃত জ্ঞান-বুদ্ধি'। বোকা তো তারা যারা আল্লাহকে নারাজ করে রেখেছে। তারপরও এরা নিজেদের বুদ্ধিমান মনে করতেছে। এরা বুদ্ধিমান নয়, বরং চালাক, চতুর। রুজি বুদ্ধি কিংবা চালাকির জোরে নয় বরং আল্লাহপাকের অনুগ্রহ বলেই পাওয়া যায়। আল্লাহপাক কোন কোন সাদাসিধা লোককে এত বিপুল ধন-সম্পদ দান করেন যে, বড় বড় বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত লোক তা দেখে হতভম্ব হয়ে যায়।

ধন-সম্পদ অর্জন বুদ্ধির জোরে হয় না

একটি ঘটনা। জনৈক গ্রাম্য মানুষ উট নিয়ে যাচ্ছিল। তার উটের উপর রাখা ছিল এক পাশে দুই মণ গম, আরেক পাশে দুই মণ মাটি। জনৈক অনাহারক্লিষ্ট বে-রোজগার এক বুদ্ধিমান তর্কশাস্ত্রবিদ এই দৃশ্য দেখে জিজ্ঞাসা করল, ভাই! আপনার উটের উপর এ কি? লোকটি বলল, একদিকে দুই মণ গম, আরেক দিকে দুই মণ মাটি। বুদ্ধিজীবী বলল, অপর দিকে দুই মণ মাটি রাখার কি যুক্তি?

লোকটি বলল, দু' দিকের (Balence) ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য। বুদ্ধিজীবী বলল, ভাই! যুক্তির কথা তো এই যে, এক মণ গম একদিকে রাখ, আরেক মণ আরেক দিকে। আর মাটির বোঝাটি ফেলে দিয়ে তৎপরিবর্তে তুমি নিজেই উটের পিঠে চড়ে বস। এতে তুমি আরামে যেতে পারবে। অনর্থক কেন এই পায়ে হাঁটার কষ্ট করছো তুমি? গ্রাম্য লোকটি বলল, আচ্ছা, খুব 'যুক্তির বাণী' শুনলাম তোমার মুখে। আচ্ছা ভাই! তুমি কি কাজ কর? এবং কোথায় যাচ্ছ? বুদ্ধিমান ঐ শিক্ষিত ভদ্রলোক বলল, আমি আয়-রোজগারের অভাবে খুবই কষ্টের মধ্যে আছি। ঘরে খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। তাই জীবিকার খোঁজে বের হয়েছি। অশিক্ষিত ঐ গ্রাম্য লোকটি বলল, তাহলে আমি তোমার কথা মানবো না। কারণ, মনে হয়

www.banglakitab.weebly.com

তুমি এক অভিশাপগ্রস্ত-লক্ষীছাড়া মানুষ। তোমার যুক্তি মেনে চললে আমাকেও হয়তঃ তোমার মত বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত হতে হবে।

(দেখলেন তো অবস্থা?) তাই, হযরত সাদী শীরাযী (রহ.) বলেন ঃ

به نادان آں چنیں روزی رساند
که دانا اندریں حیراں بماند

অশিক্ষিত-বোকা মানুষকেও আল্লাহপাক এমনভাবে 'রিযিক' (ধন-সম্পদ) দান করেন যে, বড় বড় জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষিত ব্যক্তিরা তা দেখে হতবাক হয়ে যায়। চিন্তা করে হতভম্ব হয়ে পড়ে যে, আমি তো এম এসসি করলাম, আমি আমেরিকা থেকে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে আসলাম। অথচ, আমার স্যাণ্ডেল-জোড়া ছেঁড়া। আর এই লোকটি তো দস্তখতও করতে জানে না। বুড়া আঙ্গুলের টিপসই দিতে হয় তাকে। অথচ, সে এত বড় ফ্যাক্টরী চালাচ্ছে।

আমি নিজে এমন ফ্যাক্টরীর মালিক দেখেছি যে ম্যাট্রিকও পাস করে নি। অথচ বি,এ-এম,এ পাস লোকেরা তার ফ্যাক্টরীতে চাকুরী করতেছে। রিযিক আল্লাহপাকের হাতে।

ছালেহীনের (নেক্‌কারদের) সূরত ও লেবাছের প্রভাব

এই কথা মনে করো না যে, দাড়ি রাখার পর সবাই আমাকে 'মোল্লা' বলবে। বোকা ও নীচু মনে করবে। তখন আমার সাথে কথা বলার জন্য জাপান-জার্মানের প্রতিনিধিরা আর আসবে না। আমি বলবো, দাড়ি দেখে জাপান-জার্মানের লোকেরা আরো বেশি তোমার মাল খরিদ করবে, তোমাকে বেশি বিশ্বাস করবে এবং অন্যদের চেয়ে তোমাকে বেশি ইয্‌যত করবে।

আমি যখন ফ্রান্সের রি-ইউনিয়ন যাচ্ছিলাম, ফ্রান্সের এরোপ্লেনে সাথীদের সহ আমরা মোট চারজন ছিলাম। চারজনই দাড়িওয়ালা। মোমতায বেগ সাহেব, কাজী খোদা বখশ সাহেব, আমি এবং মীর সাহেব। মীর সাহেবের দাড়ি ছিল সবচেয়ে বেশি দর্শনীয়, সর্বাধিক দৃষ্টিতে পড়ার মত। জাহাজের কর্মচারীদের মধ্য হতে একজন খ্রিস্টান অফিসার এগিয়ে

www.banglakitab.weebly.com

এসে জিজ্ঞাসা করলো, আপনারা কি আপনাদের ধর্মের পাদ্রী? মীর সাহেব ইংরেজীতে উত্তর দিয়ে দিলেন। তারপর ত সর্বক্ষণ আমাদের খুব ইজ্জত ও খেদমত করেই যাচ্ছিল। বারবার জিজ্ঞাসা করছিল, কি আনবো আপনাদের জন্য? সেভেন আপ, না কোকাকোলা? নাকি অন্য কিছু? জাহাজের মধ্যে প্যান্ট-শার্ট-টাই পরা দাড়ি ছাঁচা বহু আপটুডেট লোকজন ছিল। কারো এতটা খেদমত করে নাই যতটা তারা আমাদের খেদমত করেছে। এমনকি নামাযের সময় হয়ে গেলে তা জানানোর জন্য তিন-চার বার করে এসে-এসে বলতেছিল, সূর্য উদয়ের আর এত সময় বাকী আছে, আর মাত্র এত মিনিট বাকী আছে। আচ্ছা, এখন আপনারা নামায পড়ে নিন। আসুন, আপনাদেরকে নামায পড়ার জন্য উপরে ফার্স্ট ক্লাসে নিয়ে যাই। বিছিয়ে নামায পড়ার কাপড়ও সে দিয়েছিল।

তাই বলছি, হে বন্ধুগণ! নেক লোকদের একটু 'নকল' বা রূপ ধারণের মধ্যেই যেখানে এত শক্তি নিহিত, তাহলে সত্যিকার অর্থেই যদি আল্লাহর হয়ে যাও, তবে তো সারা জাহানই তোমার হয়ে যাবে।

যেভাবে হযরত খাজা ছাহেব বলেছেন ঃ

جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری
اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شی نہیں میری

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার, তো সবি আমার। আসমান আমার, যমীন আমার। পক্ষান্তরে আপনি যদি আমার না হন, তাহলে আমার বলতে কেউ নাই, কিছুই নাই।

তুমি আমার, সবি আমার
আকাশ, জমি, তারা।
তুমি আমায় ছেড়ে দিলে
আমি সর্বহারা।

আল্লাহ যার উপর নারাজ, সে তো শেষ হয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে।

এক বুযুর্গ বলেছেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے زمیں پر گر پڑا میں آسماں سے

হে প্রিয়! তোমার চৌকাঠ থেকে মস্তক সরানোর পর মনে হয় আমি আসমান হতে ধপাস করে জমিনে পড়ে গেছি।

মনে রাখবেন, যে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছে, সে এতটা দামহীন ও তুচ্ছ হয়ে গেছে যে, একটি মশার মূল্যও তার চেয়ে বেশি। অপমান তাকে এমনিভাবে ঘিরে ধরে যে, কোথাও গিয়ে ইজ্জত পায় না।

এক বুযুর্গ বলেছেন ঃ

نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا
نظر اک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا

মাওলার নজর যার থেকে উঠে যায়, সমস্ত পৃথিবীই তার প্রতি বিরূপ হয়ে যায়। কি বন্ধু, কি আত্মীয়, সকলেরই দৃষ্টি ও আচরণ অবাঞ্ছিত-রূপ ধারণ করে।

আল্লাহ যার উপর নারাজ হন, তার স্ত্রীও তার শত্রু হয়ে যায়, সন্তানাদিও তার শত্রু হয়ে যায়। এমনকি তার ঘোড়া এবং গাধাও তার সাথে শত্রুর আচরণ করে। এক বুযুর্গ বলেন ঃ আমার দ্বারা যখন কোন গুনাহ হয়ে যায়, তখন আমার গাধাও আমার কথা মানে না। তাহলে মানুষ কিভাবে কথা মানবে? বুযুর্গের এই কথা কোন মামূলি কথা নয়।

বিবেকের দাবি বা বুদ্ধিমত্তার পরিচয়

সঠিক বিবেকের দাবি এই যে, অন্যায়-অপরাধ ছেড়ে দাও, বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানীদের কথা এই যে, তোমার চেয়ে বড় শক্তির সাথে তুমি সংঘর্ষে যেও না। আজকাল এরূপ হাজারো ঘটনা শোনা যাচ্ছে যে, অমুকের কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে, হার্টের মজ্জায় ক্যান্সার হয়ে গেছে। অমুকের হার্ট এ্যাটাক হয়েছে ইত্যাদি। অতএব আমাদের কর্তব্য 'বড় শক্তি' আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা, এক মুহূর্তের জন্যও তাকে অসন্তুষ্ট না করা। এবং তাঁর নিকট মিনতি ও কান্নাকাটি করতে থাকা, দোআ করতে থাকা। হাদীছে পাকের

www.banglakitab.weebly.com

মধ্যে ওয়াদা আছে, যে ব্যক্তি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখবে, দুঃখ-কষ্টের সময় আল্লাহপাক তার খেয়াল রাখবেন।

জয্বের (তথা আল্লাহ কর্তৃক আকর্ষিত হওয়ার) একটি লক্ষণ

হাঁ, তো আমি বলতেছিলাম যে, আল্লাহ তাআলা কাউকে যখন জয্ব করেন, তখন তার অনুভব হয়ে যায় যে, আল্লাহপাক আমাকে নিজের বানাচ্ছেন, আমাকে নিজের দিকে টানতেছেন। তার দিলের ভিতর আল্লাহ পাকের প্রতি এক স্বত:স্ফূর্ত আকর্ষণ পয়দা হয়। যেমন এক বুযুর্গ বলেন ঃ

ہمہ تن ہستی خوابیدہ مری جاگ اٹھی
ہر بن مو سے مرے اس نے پکارا مجھکو

অর্থ ঃ আমার দেহের বিন্দু-বিন্দু, শিরা-শিরা এমনকি প্রতিটি লোমকূপ পর্যন্ত মাওলার আহ্বান শুনে জেগে উঠেছে, মাওলার পানে ছুটে চলেছে।

আরো একটি আলামত এই যে, আল্লাহপাক যাকে 'জয্ব্' করেন, সারা জাহানের ধন-দৌলত, রূপ-লাবণ্য ইত্যাকার সবকিছুকে সে তুচ্ছ মনে করে এবং সর্বদা এই এক ফিকিরে থাকে যে, যে কোন মূল্যেই হোক, অবশ্যই আমি আমার মাওলাকে রাজী-খুশি রাখবো। এক মুহূর্তের জন্যও আমি তাঁর নাফরমানী করবো না। এই অবস্থা 'জয্বের' আলামত; আল্লাহ কর্তৃক আল্লাহর দিকে আকর্ষণেরই আলামত। আল্লাহপাক স্বয়ং যাকে নিজের দিকে টানেন, তার জন্য গায়রুল্লাহর দিকে যাওয়া কিভাবে সম্ভব? পক্ষান্তরে যদি কেউ গায়রুল্লাহর দিকে চলে যায়, গায়রুল্লাহর রাস্তায় হাঁটে, তাহলে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, আল্লাহপাক তাকে নিজের দিকে টানেননি। (তবে, যে কোন সময় টান দিতেও পারেন। সেই সম্ভাবনা তো অস্বীকার করা যায় না।)

তবে আপনারাই বলুন, মোহাম্মাদ আলী ক্লে বা তার মত বীর-বাহাদুর যদি কাউকে নিজের দিকে টানতে থাকে, আর ঐ একই ব্যক্তিকে অন্য এক দুর্বল লোক তার নিজের দিকে টানতে থাকে, তাহলে ঐ লোকটি দুর্বলের দিকে ধাবিত হবে, নাকি সবলের দিকে? নিঃসন্দেহ যে, সেদিকেই ধাবিত হবে যেদিকের 'শক্তি' বেশি। তাহলে বলুন, আল্লাহ থেকে শক্তিশালী আর

www.banglakitab.weebly.com

কে আছে? তাই আল্লাহ যাকে নিজের দিকে টানেন, সে অন্যদিকে যেতেই পারে না। এতে বোঝা গেল, যে ব্যক্তি নাফরমানীর কাজে লিপ্ত আছে, ইহাই প্রমাণ করে যে, সে 'আসমানী আকর্ষণ' হতে বঞ্চিত। অব্যাহতভাবে নাফরমানী, লা'নতীকর্ম ও ঘৃণ্য অন্ধকারে ডুবে থাকার 'অশুভ পরিণাম' তাকে আল্লাহ তাআলার জয্‌ব্‌ বা আকর্ষণের 'অমূল্য অনুগ্রহ' থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। সুতরাং কেঁদে-কেঁদে আল্লাহপাকের নিকট জয্‌বের ভিক্ষা চাও। বল, হে মাওলা! আমাকে তুমি তোমার কর, তোমার দিকে আকৃষ্ট কর।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দাদেরকে যদি 'ছিফতে-জয্‌বে'র ফয়েয দান করার অভিপ্রায় না হতো, এই গুণ প্রকাশ করে নিজের প্রতি আকর্ষণের ইচ্ছা না হতো, তাহলে তিনি জয্‌বের আয়াত নাযিলই করতেন না। এই সংবাদই দিতেন না। এই 'তথ্য' তিনি প্রকাশই করতেন না। যেমন, বাপ যে বস্তুটি ছেলে-মেয়েদেরকে দিতে চান না, ঐ বস্তু সম্পর্কে তাদেরকে অবহিতও করেন না। কারণ, জানিয়ে দিলে হতে পারে, ওরা তা চেয়ে বসবে।

কোরআন শরীফে আল্লাহপাকের এই ঘোষণা যে, আমি যাকে চাই নিজের দিকে জয্‌ব্‌ করি, নিজের দিকে টানি, বস্তুতঃ আল্লাহপাক এতে বিশ্ববাসীকে এই খবর দিয়ে দিলেন যে, আমার এ 'মহিমা ভাণ্ডার', আমার 'জয্‌ব্‌ ও আকর্ষণ-এর ভাণ্ডার', এ 'অমূল্য মোতি' আমার কাছে মজুদ রয়েছে। তোমরা যদি তা পেতে চাও তাহলে আমার নিকট আবেদন করো। বাচ্চা আব্বার কাছে চায়, আর বান্দা চায় তার মাওলার কাছে।

হাঁ, তো যেদিন আল্লাহপাক নিজের বানানোর জন্য টান দিবেন, সেদিন মাওলা ভিন্ন কোন দিকেই যাওয়া কি আর সম্ভব হবে? আল্লাহ থেকে বড় আর কেউ আছে দোজাহানে? কবরযাত্রী দুনিয়ার সুন্দর-সুন্দরীদের কি-ই-বা আর হাকীকত, খোদ জান্নাতের হুরেরাও পারবে না মাওলাপ্রেমিককে মাওলা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে। জান্নাতে যেদিন 'আল্লাহপাকের দীদার' নসীব হবে তখন হূরদের কথা স্মরণই থাকবে না কারো। কোথায় খালেক? আর কোথায় মাখলূক? কোথায় চির-সুন্দর মাওলা, আর কোথায় সৌন্দর্যের 'এক যার্‌রা' ভিক্ষাপ্রাপ্ত ঐ হূর-গেলমান?

www.banglakitab.weebly.com

چراغ مردہ کجا شمع آفتاب کجا

কোথায় সারা জাহানকে আলো দানকারী সূর্য, আর কোথায় মৃতপ্রায় নিভু-নিভু প্রদীপের আলো? স্রষ্টার শক্তি ও সৌন্দর্যের সামনে সৃষ্টি আদৌ উল্লেখের মত কিছু?

জিগর মুরাদাবাদীর ওস্তাদ মাওলানা আছগর গোন্ডবী (রহ.) জযবের আরো একটি লক্ষণের কথা নিজের এই ছন্দের মধ্যে বর্ণনা করেছেন ঃ

اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ میں

'কোথাও এখন আর নজর নাই
কেহই এখন আর নজরে নাই।'

বন্ধুগণ! খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন, আখতার আজ ব্যথা ভরা দিলে শাহ আবদুল গনী সাহেব (রহ.)-এর সুদীর্ঘ ১৫ বছরের গোলামীর নির্যাস আপনাদের সম্মুখে পেশ করছে। মুফতে পাইনি এ দৌলত। অধমের প্রতি মাওলার কৃপাদৃষ্টিরই ভিক্ষা এসব।

মাওলানা আছগর গোন্ডবী (রহ.) বলেন ঃ

اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ میں
محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی بارگاہ میں

অর্থঃ এখন না কারো প্রতি আমার দৃষ্টি আছে, না কেউ আমার দৃষ্টিতে আছে। না আমার হৃদয়-মনে কারো কোন স্থান আছে। সদা-সর্বদা পরম সুন্দর প্রিয়জনের সৌন্দর্য-দর্শনেই আমি বিভোর ও আত্মহারা থাকি।

হাঁ, তো আরেকটি আলামত এই যে, বান্দা আল্লাহ তাআলার যিকির ও স্মরণে বিভোর থাকে। মাখলূকের দিকে নজর থাকে না, নজর থাকে মাখলূকের স্রষ্টার দিকে। প্রিয় মাওলার দিকে। লায়লার দিকে নজর থাকে না, বরং লায়লাকে রূপ-লাবণ্য দানকারী মাওলার উপরই নজর থাকে। সে ধন-দৌলত দেখে না, বরং যিনি ধনবানদের ধন-দৌলত দান করেছেন, সে ঐ মহান মালিককে দেখে। ভিক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত বস্তুর উপর নয়, বরং স্বয়ং

www.banglakitab.weebly.com

মহান ভিক্ষা দাতার উপর দৃষ্টি থাকে। সে দিকেই তাওয়াজ্জুহ তাকে। মোটকথা, সারা জাহান থেকে মুছ্তাগ্নী হয়ে, সবকিছু হতে মুখ ফিরিয়ে শুধু মাওলামুখী হয়ে থাকে। সৌন্দর্য হোক কিংবা সম্পদ, চাকচিক্যময় ক্ষয়শীল-লয়শীল এ দুনিয়ার কোন কিছুকেই সে হৃদয়ের ঘরে স্থান দেয় না। যার অন্তরে আল্লাহপাক নিজে আসীন হন, যাকে তিনি নিজের দিকে আকর্ষণ করেন, তার দিলের অবস্থা কি হয় তা হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজযূব (রহ.)-এর মুখে শুনুন। তিনি বলেন ঃ

یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی
پتنگوں کے عوض اڑنے لگیں چنگاریاں دل کی

অর্থঃ হায়! কার আগমনে আজ হৃদয় মাঝে জগতসভার সকল বাতিই নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে। ঘুড়ি উড়ার বদলে হৃদয়ের জ্বলন্ত 'ফুল্কি সমূহ' উড়ছে 'হৃদয়ের দিগ-দিগন্ত জুড়ে'।

সারা জাহান তার নজরে তখন তুচ্ছ হয়ে যায়। চাঁদ-সুরুজের মত চেহারাগুলির প্রতি একটু নজর তুলেও সে দেখে না। সুন্দর-সুন্দরীদের থেকে নজর বাঁচানোর নিশ্চয় তার তওফীক হয়ে যায়। এটা 'জয্বে'র খাছ আলামত; আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর দিকে আকর্ষণের বিশেষ লক্ষণ।

আরো কি হয় জয্বের দ্বারা?

সে সম্পর্কে খাজা সাহেব বলেন ঃ

بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر اسکے آگے خبر نہیں ہے
مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے

অর্থ ঃ "দেখলাম, হৃদয়ে হঠাৎ এক স্বর্গীয় বিদ্যুৎ চমকে গেল। তারপর যে কি হলো, তা আর কিছুই বলতে পারবো না। শুধু এতটুকু বুঝি যে, হৃদয়টা কে জানি কেড়ে নিয়ে গেছে।"

এ ছন্দটি আমার শায়েখ শাহ আবদুল গনী ফুলপুরী (রহ.) অধিকাংশই বড় মহব্বতের সাথে পড়তেন। বস্, কাকুতি-মিনতি করে কেঁদে-কেঁদে

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ তাআলার নিকট দোআ করুন যে, হে আল্লাহ! আমি আমার নফ্স্ ও শয়তানের সাথে লড়াই করে বার বার পরাজিত হচ্ছি। এটা আলামত যে, আমি বড় দুর্বল। আর শিশু যখন তার শত্রুর মোকাবিলায় দুর্বল হয়ে যায়, তখন তার প্রতি তার পিতার দয়া হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের রব্। আপনি আমার প্রতি দয়া করুন। আর কতকাল আমি পাপ-পঙ্কিলতার এই ঘৃণ্য জীবনে আবদ্ধ থাকবো! এমন না হয় যে, এই অবস্থায়ই আমি মারা যাই, আর আমার আখেরাত বরবাদ হয়ে যায়! অতএব, হে মা-বাপের চেয়ে অধিক দয়াবান মাওলা! আপনি আপনার দয়া-মহব্বতের শত ভাগের এক ভাগ দুনিয়াতে নাযিল করেছেন, সমগ্র জগতে তা বণ্টন করেছেন। অথচ, তারই বদৌলতে মা-বাপ নিজ নিজ সন্তানদের স্নেহ-মমতা করছে, জীব-জন্তুরা তাদের বাচ্চাদের আদর করছে, মানুষ একে-অপরকে ভালোবাসছে, মা নিজ বাচ্চাদের কত আদরে দুধ পান করাচ্ছে, বাপ অতি কষ্ট করে উপার্জন করে সন্তানদের লালন-পালন করছে, খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে, স্কুলের ফিস আদায় করছে। যখন আপনার রহমতের একটি ছিঁটার এই প্রতিক্রিয়া, তাহলে হে সীমাহীন রহমতের অধিকারী আল্লাহ! আপনি আমার উপরও রহম করুন এবং নফ্স্ ও শয়তানের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে আমাকে 'আপনার' বানিয়ে নিন।

গুনাহ্ করা বান্দা সুলভ ভদ্র চরিত্রের পরিপন্থী

আল্লাহপাকের শত ভাগ রহমতের মাত্র এক ভাগ বণ্টিত হয়েছে এই পৃথিবীতে। বাকি নিরানব্বই ভাগ রহমত তিনি হাশরের ময়দানে প্রকাশ করবেন। ইনশাআল্লাহ তখন দেখবে, কিরূপ কিরূপ মানুষদের ক্ষমা হয়ে যাচ্ছে। যাদেরকে আমরা 'পাক্কা জাহান্নামী' বলে ভাবতাম, তারাও ইনশাআল্লাহ ঝট্‌ছে উড়বে এবং জান্নাতে গিয়ে পৌছবে।

কোনও ঈমানওয়ালা মাওলার দয়া থেকে বঞ্চিত থাকবে না। কিন্তু দয়ার উপর ভরসা রেখে গুনাহ করা নিতান্তই নির্লজ্জতা ও বে-শরমীর কথা এবং ভদ্রতারও পরিপন্থী।

এখন নিজেই সিদ্ধান্ত নিই যে, আমরা কি ভদ্র মানুষ হতে চাই, নাকি নির্লজ্জ ও অভদ্র? নফ্‌সের কাছে নতি স্বীকার করে বার বার যে গুনাহে লিপ্ত হয়, সে কোন ভদ্র মানুষ নয়। কেননা, মানুষের ভিতরকার নফসটাই হলো

www.banglakitab.weebly.com

গুণ্ডা। যদি গুণ্ডা না হত তাহলে ভদ্র ও মর্যাদাবান মানুষেরা পর্যন্ত কেন গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়? তার 'গুণ্ডা নফ্‌স্' হঠাৎ তাকে আক্রমণ করে বসে। আছাড় দিয়ে ফেলে দেয়।

ছুলূকের তথা আল্লাহপ্রেমের পথ চলায় সবচেয়ে 'বড় ডাকাত'

কিছু লোক ছুলূকের পথ অতিক্রম করার জন্য, আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার জন্য পথচলা শুরু করল। কিন্তু পরে তাদের হাল-হাশর কি হলো? মাওলানা রুমী (রহ.) সে সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত টেনে বলেন যে, এক ব্যক্তি বলল যে, আজ আমি হরিণ শিকার করবো। অতঃপর সে হরিণ শিকারের জন্য বের হয়ে পড়লো। কিন্তু মুখে আল্লাহর নাম নিলো না, আল্লাহ তাআলার নিকট দোআও করলো না। বরং সদম্ভে-সগর্বে, বড় আবেগ-উচ্ছ্বাসে হেলে-দুলে অগ্রসর হচ্ছে যে, আজ তো হরিণ শিকার করে আনতেই হবে। ইতিমধ্যে জঙ্গল থেকে বিশাল আকৃতির এক বন্য শূকর বের হলো এবং এই হরিণ শিকারীকে সজোরে কামড়ে ধরল। বড় বড় দাঁত দিয়ে তাকে চিবিয়ে খেতে শুরু করল। লোকটি তখন মনে মনে ভাবতে লাগল যে, ইয়া আল্লাহ! আমি তো হরিণ শিকারের জন্য বের হয়েছিলাম। এখন তো আমি 'নিজেই শিকার' হয়ে গেলাম! আমি তো বুঝতেই পারিনি যে, শীঘ্রই আমি বন্য শূকরের লোক্‌মায় পরিণত হচ্ছি।

মাওলানা রুমী (রহ.) উক্ত ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, নফ্‌সের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। অনেক লোক এমন ছিল যারা অচিরেই আল্লাহওয়ালা হয়ে যেত, ছিদ্দীকীনের মর্যাদায় পৌছে যেত। কিন্তু নফ্‌স্ নামক বন্য শূকরের দ্বারা সে এমনই আক্রান্ত হয়েছে যে, পাপাচারে লিপ্ত হয়ে আজ সে চরম অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার। এই জংলী নফ্‌স্ তার পথ রোধ করে রেখেছে। বের হয়েছিল আল্লাহর তালাশে; কিন্তু নফ্‌সের কাছে পরাজিত হয়ে এখন আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে গেছে।

এজন্য প্রকৃত বীর ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় নফ্‌স্‌কে আছড়িয়ে ফেলতে পারে। যেই বীর স্বীয় শৌর্য-বীর্য ও শক্তি দ্বারা সকলকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখল যে, জান তোমরা, আমি কে? কষে এক চড় মারবো, তো বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকবে। অথচ, সে নিজেও নফ্‌স্ নামক জংলী শূকরের দাঁতের মাঝে পিষ্ট

www.banglakitab.weebly.com

হচ্ছে। অথচ, তার এতটুকু অনুভূতিও নেই যে, আমার মত দুর্বল, অক্ষম ও অকর্মা এই জগতে আর কেউ নেই।

সহজ তাহাজ্জুদ ও পরম নৈকট্য

সুতরাং নফ্স্ নামক দুশমনকে পরাজিত করার ফিকির থাকা চাই। প্রত্যহ দু' রাকাত ছালাতুল-হাজত পড়ে বড়ই মিনতি সহকারে আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করবে যে, হে আল্লাহ! সকল গুনাহ থেকে আমি তওবা করছি। কিন্তু হে আল্লাহ! আমার তওবা তো বার বার ভেঙ্গে যায়, তওবার উপর আমি টিকে থাকতে পারি না। আপনি আমার জন্য সুবিশাল আসমান হতে সাহায্য পাঠিয়ে দিন।

বহুবারই আমি আরয করেছিলাম যে, ছালাতুত-তওবা, ছালাতুল-হাজত ও ছালাতুত-তাহাজ্জুদ এই তিন নিয়তে বিতিরের পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়বে। এই নামাযের লাভ কি, সে বিষয়ে আমি প্রামাণ্য কথা পেশ করছি। হাদীস শরীফ, ফাতাওয়া শামী ও হাকীমুল উম্মতের এমদাদুল ফাতাওয়ার বর্ণনা অনুযায়ী এই দু' রাকাত নফলের বরকতে কিয়ামতের দিন আপনাকে তাহাজ্জুদওয়ালাদের সঙ্গে উঠানো হবে। তবে যারা অর্ধ রাতের পর শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তে পারে তারা তো বহু মোবারকবাদ যোগ্য। তাদের জন্য শেষ রাতে পড়াই বাঞ্ছনীয়। এশার পর উক্ত নফল পড়ার অর্থ এই নয় যে, সস্তা মাল পেয়ে দামী সম্পদ ছেড়ে দাও।

মনে করুন, দুই প্রকার মিষ্টি আছে। একটার কেজি দশ টাকা, আরেকটির কেজি পঞ্চাশ টাকা এবং তা খুবই সুস্বাদু। এমতাবস্থায় যার তওফীক হয়, সে তো দামীটাই নিবে। সহজ পদ্ধতিটা আমি তাদের জন্য পেশ করছি যারা দুর্বল, অসুস্থ অথবা যারা কম-হিম্মত মানুষ। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ লোকেরাই স্বাস্থ্যগত কারণে এমন অবস্থায় আছে যে, শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়া মুশকিল। আমি তাদেরকেই বলছি যে, বিতিরের পূর্বে তাহাজ্জুদের নিয়তে দুই রাকাত পড়ে তাহাজ্জুদের নেআমত হাসিল করে নিন। যাতে কিয়ামতের দিন 'অপূর্ণ বান্দা' হয়ে না উঠেন। কেননা, মোহাদ্দেসীন (হাদীস বিশারদগণ) বলেন, যারা কিয়ামুল-লাইল (তাহাজ্জুদ) না পড়ে সব সময় তারা অপূর্ণই থেকে যায়; কামেল হতে পারে না। যেমন বিখ্যাত মোহাদ্দেছ মোল্লা আলী কারী (রহ.) লিখেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

لَيْسَ مِنَ الْكَامِلِيْنَ مَنْ لَّا يَقُوْمُ اللَّيْلَ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের নামায পড়ে না সে কামেলীনের অন্তর্ভুক্ত হয় না। (মেরকাত, ৩য় খণ্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা)

আমার আকাঙ্ক্ষা যে, আমাদের কোন দোস্তই যেন নাকেছ (অপূর্ণ) না থাকে। শোয়ার পূর্বে দু' চার রাকাত পড়ে নিবে, যাতে কিয়ামতের দিন কামেলদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

আল্লামা শামী (রহ.) একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন ঃ

وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ

"এশার পর যত নফল পড়া হয়, তা তাহাজ্জুদ রূপে গণ্য হয়।"

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

فَإِنَّ سُنَّةَ التَّهَجُّدِ تَحْصُلُ بِالتَّنَفُّلِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ قَبْلَ النَّوْمِ

(শামী, ১ম খণ্ড, ৫০৬ পৃষ্ঠা)

দেখুন ইহা ফাতাওয়া শামীর এবারত, যেই ফাতাওয়া-শামীর আলোকে সমগ্র দুনিয়ার মুফতী সাহেবগণ ফতোয়া দিয়ে থাকেন। এবারতটির মর্মার্থ হলো, যে ব্যক্তি এশার পরে বিতিরের পূর্বে ঘুমাবার আগে কয়েক রাকাত নফল পড়বে, এতে তার তাহাজ্জুদের সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। বিতিরের পরেও পড়া যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম অধিকাংশই বিতির সবশেষে পড়তেন। এজন্য আমি চাই, আপনারাও সুন্নতের অনুসরণে বিতিরের পূর্বেই নফল পড়বেন। কিন্তু যদি কখনো পরে পড়েন, তাও জায়েয। তবে উত্তম এটাই যে, বিতিরের পূর্বে পড়বেন।

কারো উপর গায়েবী নেআমত দেখে দোআ করা

হাঁ, ভাই চলুন, এখন আবার সেই পূর্বের বিষয়ের দিকে চলে যাই। অর্থাৎ, যেসব বান্দাদেরকে আল্লাহপাক নিজের দিকে আকর্ষণ করেছেন তাদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু করি। যাতে তাঁদের বরকতে নিজের জন্যও উক্ত নেয়ামত প্রার্থনার সুযোগ হয়। যেমন, হযরত যাকারিয়া (আ.)। তিনি যখন দেখলেন যে, মরিয়ম (আলাইহাস সালাম)-এর নিকট জান্নাত থেকে খানা ও বে-মওসুমী ফলমূল আসতেছে, তখন তিনিও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

হে আল্লাহ! যেভাবে আপনি মরিয়মের উপর আপনার করুণার ঝর্ণা প্রবাহিত করেছেন, তদ্রূপ আমার উপরও 'আপনার করুণা' প্রবাহিত করুন। তাহলো, এই বৃদ্ধ বয়সেও আমাকে আপনি সন্তান দান করুন। মানুষ যা অসম্ভব মনে করে, 'সেই অসম্ভব'কেও আল্লাহপাক 'সম্ভব' করে দেন।

তাই আমিও আপনাদের নিকট ঐ সকল বুযুর্গদের অবস্থাদি শুনিয়ে আল্লাহপাকের নিকট প্রার্থনা করবো যে, হে আল্লাহ! যেভাবে আপনি তাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন আমাদের উপরও তদ্রূপ অনুগ্রহ করুন। আমাদের সকলকে জয্‌ব্ করে আপনার বানিয়ে নিন। আমার এই চাওয়াটা কোরআন-পাকের আলোকে এবং কোরআনের বাতলানো ঢংয়েই হবে। আল্লাহপাকের শান তো অনেক বড়, অনেক উঁচু। কোন জিনিসই তাঁর জন্য অসম্ভব নয়।

বান্দা মনে করে আমি আল্লাহর ওলী হতে পারবো না। কারো কারো অবস্থা এতটাই জটিল যে, সে মনে করে, গুনাহ্ থেকে মুক্তি লাভ করা আমার জন্য অসম্ভব বিষয়।

অনুতপ্তের জন্য মহা আশার বাণী

আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, যে দিন আল্লাহপাক স্বীয় রহমত ও করুণার বারিধারা বর্ষণের ইচ্ছা করবেন, সেদিনই আপনি দেখতে পাবেন যে, 'এই ইঁদুরটা' আবার কখন 'সিংহে' পরিণত হয়ে গেল! এই শৃগালটাইবা কিভাবে 'রয়েল বেঙ্গল টাইগারই' হয়ে গেল! আল্লাহপাকের শান অনেক বড়। তিনি বিন্দুকে বিশাল সূর্যে পরিণত করেন। আবার সূর্যকে গ্রহণ লাগিয়ে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ ও আলোকশূন্য করে দেন। তিনি অণুকে সূর্যের ন্যায় আলোকিত করতে সক্ষম। 'গ্রহণ' লাগিয়ে সূর্যকে তিনি আলোকহীন করে দিতেও সক্ষম।

হযরত ওয়াহ্‌শী (রাযি.)-এর জয্‌বের ঘটনা

সর্বপ্রথম হযরত ওয়াহ্‌শী (রাযি.)-এর জয্‌বের ঘটনা বর্ণনা করছি। আপনারা নিশ্চয় জানেন যে, কত বড় হত্যাকারী ইনি? ওহুদের যুদ্ধকালে প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর প্রাণপ্রিয় চাচা সাইয়েদুশ্-শোহাদা হযরত হামযা (রাযি.)কে হত্যা করেছিলেন এবং বড়ই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সে দিন এতটা ব্যথিত হয়েছিলেন যে, তিনি আল্লাহ তাআলার শপথ করে বলেছিলেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

এক হামযার বদলে সত্তর জন কাফেরকে হত্যা করা হবে। ঐ সময় আল্লাহপাক আয়াত নাযিল করলেন ঃ

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ

অর্থ ঃ "যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে ততটুকুই নিতে পার যতটুকু তোমরা শাস্তিগ্রস্ত বা কষ্টপ্রাপ্ত হয়েছ।"

অতএব, হে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম! মাত্র একজন কাফের হত্যার দ্বারাই এই প্রতিশোধ নিতে পারবেন। একজন অথবা মাত্র কয়েক জনের বদলে সত্তরজনকে হত্যা করা যাবে না।

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ

(সূরা নাহল)

অর্থঃ "আর যদি তোমরা ছবর কর, তবে অবশ্যই তা ছবরকারীদের জন্য সর্বাধিক উত্তম ও মর্যাদার বিষয়।"

অর্থাৎ, হে আমার নবী! আপনি যদি সবর করেন, তবে তা আপনার জন্য আরো উত্তম। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বললেন, ধৈর্য ধারণকে আল্লাহপাক আমার জন্য উত্তম বলেছেন। হে আমার সাহাবীরা! শোন, ধৈর্য ধারণকেই আমি গ্রহণ করলাম। এখন ত কোন কারো থেকেই তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো না। আমি কসম ভেঙ্গে দিচ্ছি। অতঃপর তিনি কসমের কাফ্ফারাও আদায় করেছেন।

(মাআরেফুল কোরআন, মুফতী আযম পাকিস্তান, ৫ম খণ্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা)

কিছুদিন পর হযরত ওয়াহ্শীর নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে। এই ঘটনা আল্লামা মাহমূদ নছফী (রহ.) 'তাফসীরে খাযেনে' (৪র্থ খণ্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা), আল্লামা বগভী তাফসীরে মাআলিমুত-তানযীলে (৪র্থ খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠায়) এবং বিখ্যাত মুহাদ্দেস মোল্লা আলী কারী (রহ.) মেরকাত শরহে মেশকাত (৫ম খণ্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা)-এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

রঈসুল মুফাস্সিরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) যিনি নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর আপন চাচাতো ভাই, তিনি বর্ণনা করেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى وَحْشِيٍّ يَدْعُوْهُ اِلَى الْاِسْلَامِ

অর্থাৎ "রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইসলাম গ্রহণের জন্য ওয়াহশীর নিকট পয়গাম পাঠালেন যে, হে ওয়াহশী! ঈমান গ্রহণ কর, ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আস।" ওয়াহ্শী পয়গামের উত্তর পাঠালেন। লক্ষ্য করুন, প্রিয়নবী ও ওয়াহশীর মধ্যে কি বিস্ময়কর পয়গাম-বিনিময় হচ্ছে? ওয়াহশী বললেন, নিশ্চয় আপনি অবগত আছেন যে, যে ব্যক্তি শির্ক্ করলো কিংবা অন্যায়ভাবে হত্যা করলো অথবা যিনা করলো, আল্লাহপাক তার সম্পর্কে কি বিধান নাযিল করেছেন ঃ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا - يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

অর্থঃ "এহেন কর্মে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অপরাধী। (অবশ্যই তাকে সেই অপকর্মের শাস্তি ভোগ করতে হবে।) এবং তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। এবং লাঞ্ছিতভাবে দীর্ঘকাল সেখানে অবস্থান করতে হবে।"

এ থেকে এও বোঝা গেল যে, কাফেরও কোরআন শরীফ পাঠ করত। কারণ, হযরত ওয়াহ্শী সম্পূর্ণ কাফের অবস্থায় কোরআনে-পাক থেকে দলিল পেশ করেছেন। তো ওয়াহ্শী বললেন ঃ

كَيْفَ تَدْعُوْنِىْ اِلٰى دِيْنِكَ وَاَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ كُلَّهٗ

কিভাবে আপনি আমাকে দ্বীন-ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন? অথচ, আমি উপরোক্ত গুনাহসমূহের কোনটিই ছাড়িনি। সবগুলোই করেছি। আর হত্যা তো আমি এমন ব্যক্তিকে করেছি, যিনি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে আপনার পরেই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্যতম। আমি হলাম তাঁর মত মহা মানবের হত্যাকারী। তদুপরি, পাপ তো আমি সবগুলোই করেছি।

আল্লাহপাক তখন ওয়াহ্শীকে ইসলামের দিকে টানার জন্য অপর এক আয়াত নাযিল করলেন। দেখুন, এই হচ্ছে আল্লাহপাকের দয়া। এমন ঘৃণিত, ধিকৃত অপরাধী, রাসূলের চাচার হত্যাকারীর প্রতি আল্লাহপাকের কি রহমত বর্ষিত হচ্ছে! সুবহানাল্লাহ! কত বড় সহনশীল মহান আল্লাহ। কি

বিস্ময়কর এবং কিরূপ সীমাহীন ও কূল-কিনারাহীন তাঁর 'সহনশীলতা'। এই ওয়াহ্‌শীর মত লোকের ইসলাম গ্রহণের জন্য দুই-দুইটি আয়াত তিনি নাযিল করেছেন তাঁর রাসূলের প্রতি।

প্রথম আয়াত ঃ

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا

হে রাসূল! আপনি ওয়াহ্‌শীকে এই পয়গাম শুনিয়ে দিন যে, যদি সে তওবা করে এবং ঈমান আনে আর নেক কাজ করে, তাহলে আমি তার ঈমান ও ইসলাম কবূল করবো।

আছে কি দুনিয়ার মধ্যে এমন কোন মহৎ, উদার ও সহনশীল যে তার একান্ত প্রিয়জনের হত্যাকারীকে এভাবে ক্ষমা করে দিবে? প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম যখন এই আয়াতে বর্ণিত সংবাদ ওয়াহ্‌শীর নিকট পাঠালেন, ওয়াহ্‌শী তখন কি উত্তর দিয়েছিলেন, তা শুনুন। ওয়াহ্‌শী বললেনঃ

هٰذَا شَرْطٌ شَدِيْدٌ

"এটাতো অনেক কঠিন শর্ত।" কেননা, আমি তওবা তো করতে পারি এবং ঈমানও আনতে পারি। কিন্তু সারা জীবনই নেক আমল করা; এই ব্যাপারে তো আমি কোন গ্যারান্টি দিতে পারি না। এ বিষয়ে নিজের প্রতি সামান্য আস্থাও নেই আমার।

لَعَلِّىْ لَا اَقْدِرُ عَلَيْهِ

"সম্ভবতঃ জীবনভর নেক আমল করতে আমি সক্ষম হবো না।"

অতঃপর আল্লাহপাক তৃতীয় আয়াত নাযিল করেছেন। দেখুন, রাব্বুল আলামীনের কী শান! এত বড় জঘন্য অপরাধী ও আসামীর ইসলামের জন্য একের পর এক আয়াত নাযিল করছেন। অপর দিকে ঐ আসামী অভিমানও করে চলেছে। আছে কি এ বিশ্বে এমন কোন দয়াবান যে নিজের চরম শত্রুর অভিমান এভাবে সহ্য করে নিবে? কিন্তু আল্লাহপাকের কূল-কিনারাহীন এই রহমতের পরিধি আন্দাজ করা কারো পক্ষেই কি সম্ভব? কী অবাক কাণ্ড

www.banglakitab.weebly.com

যে, কাঠগড়ার আসামীই আনুগত্য ও ঈমান আনয়নের জন্য এভাবে শর্তারোপ করছে। একদিকে আসমানী পয়গাম, অপর দিকে তার পক্ষ থেকে পয়গাম। দু'দিক হতে পয়গাম-বিনিময় হচ্ছে। এহেন লোকটির জন্য মহান কোরআনী আয়াত নিয়ে স্বয়ং জিবরাঈল-আমীনের বার বার আগমন হচ্ছে। আল্লাহু আকবার! অপার করুণা-আধারের দয়া ও করুণার এ কী শান! এবার তিনি তৃতীয়বার আয়াত নাযিল করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আল্লাহ শিরকের গুনাহ তো মাফ করবেন না। কিন্তু যার জন্য ইচ্ছা করেন শির্ক্ ব্যতীত তার সব গুনাহই তিনি ক্ষমা করে দেন।"

এর মর্মার্থ এই দাঁড়ালো যে, ওয়াহ্শী যদি ঈমান আনে এবং শির্ক থেকে তওবা করে, তাহলে নেক আমলের শর্ত আরোপ না করেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

"শির্ক-কুফর ব্যতীত আর সবকিছুই যাকে ইচ্ছা তিনি মাফ করে দিবেন।"

এখন ওয়াহ্শীর উত্তর শুনুন! আবার সে এক নতুন পয়গাম পাঠাচ্ছে। ওয়াহ্শী বললেনঃ اُرَانِىْ بَعْدُ فِىْ شُبْهَةٍ 'এখনও আমি সংশয়ের মধ্যেই আছি।' কেননা, উক্ত আয়াতে আল্লাহপাক ক্ষমার পথ উন্মুক্ত করলেও আমার বিষয়টিকে 'তাঁর ইচ্ছাধীন' বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাচ্ছে ইচ্ছা করবেন না। তো আমি কিভাবে জানবো যে, তিনি আমাকে গ্রহণ করতে চাচ্ছেন কিনা? আমাকে ক্ষমা করার ইচ্ছা করছেন কি না? فَلَا اَدْرِىْ يُغْفَرُ لِىْ اَمْ لَا 'অতএব, আমি বুঝতে পারছি না যে, তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন কি না?'

বলুন, যেভাবে রাব্বুল আলামীন ও ওয়াহ্শীর মাঝে পয়গাম-বিনিময় হলো, এটা কি আল্লাহপাকের পক্ষ হতে ওয়াহ্শীকে গ্রহণের জন্য 'জয্ব্ ও আকর্ষণ' নয়? অবশ্যই এটি আল্লাহর পক্ষ হতে এক অপূর্ব ও অবিস্মরণীয় জয্ব্ ও 'উর্ধ্ব টান'। খোদ ওয়াহ্শীরও কোন খবর ছিল না যে, আল্লাহপাক

www.banglakitab.weebly.com

তাঁকে কিভাবে নিজের দিকে টানছেন এবং নিজের করে নিচ্ছেন। কি অভূতপূর্ব জয্‌ব্ করেছেন তিনি তাঁকে।

কোন প্রেমিকের ভাষায় ঃ

کوئی کھینچے لئے جاتا ہے خود جیب وگریباں کو

"কে যেন আমায় জোর করে ধরে নিয়ে যায়
মোর পিরানের গলা ধরে।"

অতঃপর এইবার চতুর্থ আয়াত নাযিল হচ্ছে ঃ

قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

এই আয়াতটি এত মূল্যবান, এত দামী এবং এত প্রিয় যে, যখন এই আয়াত নাযিল হয় হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তখন বলেছিলেন ঃ

مَا اُحِبُّ اَنَّ لِىَ الدُّنْيَا بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ

"এই আয়াতের বদলে সারাটা পৃথিবীও যদিও আমাকে দিয়ে দেওয়া হয়, আমি তা গ্রহণ করবো না; বরং তদপেক্ষা এই আয়াতটিই আমার নিকট অধিক দামী ও অধিক প্রিয়।" আল্লাহপাক উক্ত আয়াতে বলেন ঃ

قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ

"হে মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)! আপনি আমার গুনাহ্‌গার বান্দাদেরকে আমার এ পয়গাম শুনিয়ে দিন যে, হে আমার ঐ সকল বান্দারা, যারা নিজেদের জীবনের উপর যুলুম করেছো, চরম সীমালংঘন করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। কারণ, اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ্‌ই মাফ করে দিবেন।"

এখন ক্ষমার ব্যাপারে আল্লাহপাকের 'ইচ্ছা-অনিচ্ছা'র শর্ত আর রইলো না। অর্থাৎ এই শর্তকেও আমি উঠিয়ে দিচ্ছি, যাতে আমার গুনাহগার

www.banglakitab.weebly.com

বান্দারা নিরাশ না হয়ে যায়। "إِنَّ" তাকীদ তথা 'নিশ্চয়তা'র অর্থের জন্য আসে। আর اَلذُّنُوْبَ এর আলিফ-লাম اِسْتِغْرَاق এর জন্য। (যার অর্থ হয় সর্বপ্রকার পাপাচার।) সুতরাং অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কোন গুনাহই এমন নেই, যা আল্লাহপাক ক্ষমা করবেন না। পরে "جَمِيْعًا" এর মধ্যেও রয়েছে আরও তাকীদ। তিন-তিনটি 'তাকীদ' বা 'নিশ্চয়তা'সহ আল্লাহপাক এই আয়াত নাযিল করেছেন। যার সারমর্ম এই হলো যে, 'নিশ্চয়' আমি আমার পাপী বান্দাদের 'সর্বপ্রকার' পাপই 'সম্পূর্ণ' মাফ করে দিবো। কেন? কারণ কি? কারণ–

إِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অর্থ ঃ "নিশ্চয় তিনি সীমাহীন ক্ষমাশীল ও সীমাহীন দয়াবান।"

এই অংশে তিনি কারণও বলে দিয়েছেন যে, কেন তিনি ক্ষমা করে দিবেন। অর্থাৎ এজন্য ক্ষমা করবেন যে, তিনি নিজে সীমাহীন ক্ষমাশীল এবং সীমাহীন দয়াবান। উক্ত অংশে নিজের 'গাফূর' (ক্ষমাশীল) বিশেষণকে তিনি 'রাহীম' (পরম দয়াময়) বিশেষণের পূর্বে উল্লেখ করেছেন, একথা বুঝানোর জন্য যে, আমি যে আমার বান্দাদের ক্ষমা দান করি তা খোদ আমার দয়া ও করুণা বশত:। নিজ দয়া ও রহমতের কারণেই আমি তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিই। তোমাদের গুনাহ সসীম, আর আমার ক্ষমাশীলতার মহাসাগর অসীম। তোমাদের অন্যায় সীমিত। আমার দয়া ও রহমত সীমাহীন। আমার 'সীমাহীন রহমতের' সম্মুখে তোমাদের গুনাহের উপমা এরূপ, যেমন কোন একটি পাখি সমুদ্রের মধ্য থেকে এক ফোঁটা পানি মুখে নিল। সমুদ্রের তুলনায় এই এক ফোঁটা পানি যেমন, তোমাদের গুনাহ আমার কূলকিনারাহীন রহমত ও মাগফেরাতের সম্মুখে তার চেয়েও তুচ্ছ এবং তুচ্ছতর।

করাচীর হযরত ডাক্তার আবদুল হাই ছাহেব (রহ.) বলেন ঃ করাচী শহরের এক কোটি মানুষের প্রস্রাব-পায়খানা করাচীর সমুদ্রে নেমে যায়। সমুদ্রের এক ঢেউ এসে সমস্ত মলমূত্রকে এক মুহূর্তের মধ্যে বিলীন ও পবিত্র করে দেয়। পার্থিব এই সমুদ্রেরও তো একটা পরিধি বা সীমা আছে।

www.banglakitab.weebly.com

তবুও যদি তার এত ক্ষমতা, তাহলে বুঝুন, মহা দয়াময়ের কূল-কিনারাহীন দয়া ও ক্ষমা-সমুদ্রের তাহলে কি অবস্থা! ঐ অসীম সমুদ্রের এক ঢেউ এসে ইনশাআল্লাহ আমাদের সমস্ত পাপরাশি এক মুহূর্তকালের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর উভয় দিকের পয়গাম বিনিময়ের সেই পূর্বের রূপ পাল্টে গেল। হযরত ওয়াহ্‌শী এবার বললেন ঃ نَعَمْ هٰذَا হাঁ, এ তো বড়ই চমৎকার! পরম কাঙ্খিত মহারত্ন! فَجَاءَ وَأَسْلَمَ অতঃপর তিনি দরবারে এসে কালেমা পড়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন।

সাহাবীগণ তখন জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

هٰذِهٖ لَهٗ خَاصَّةً اَمْ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً ؟

উক্ত আয়াতের এ বিধানটি শুধু ওয়াহ্‌শীর জন্যই? নাকি সমস্ত মুসলমানদের জন্যও প্রযোজ্য? হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বললেন ঃ

بَلْ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً

'আল্লাহপাকের এই দয়ার বিধান ও সুসংবাদ কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুসলমানদের জন্যই প্রযোজ্য'।

অনুতপ্ত পাপীর অপমান মোচন

বাপ যখন ছেলের ভুল-ক্রটি মাফ করে দেয় তখন বাপের অসন্তুষ্টির কারণে এত দিন যাবত ছেলেটা যে অপমানিত ও ধিকৃত হয়েছিল, চতুর্দিকে বদনাম রটেছিল যে, বড় নালায়েক ছেলে; এখন বাপ নিজেই বলে, আমার ছেলে খুব বুদ্ধিমান এবং ভদ্র। সে নিজের ভুল স্বীকার করেছে এবং ক্ষমাও চেয়েছে। উপরন্তু; বাপ তাকে কোন সম্মানিত পদে আসীন করে দেয় অথবা ক্লিফটনের (জায়গার নাম) কোন ঘর তাকে দিয়ে দেয় অথবা কোন মার্সিটিজ গাড়ী দিয়ে দেয়। কিংবা কোন ফ্যাক্টরী তার নামে লিখে দেয়। যাতে লোকেরা বুঝতে পারে যে, বাপ এখন ছেলের প্রতি খুশি হয়ে তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছে।

তদ্রূপ আল্লাহপাকও হযরত ওয়াহ্শী (রাযি.)-র নামে একটি 'ফ্যাক্টরী' লিখে দিচ্ছেন। কি সেই ফ্যাক্টরী? সেই ফ্যাক্টরী হল, নবুওয়তের মিথ্যা দাবিদার মুছায়লামাতুল-কায্যাব– যার বিরুদ্ধে স্বয়ং হযরত সিদ্দীকে-আকবর (রাযি.) জিহাদ করেছেন, আল্লাহপাক সেই ভণ্ড-নবীকে হযরত ওয়াহ্শীর হাতেই হত্যা করিয়েছেন। ঐ সময় সাহাবীদের মধ্যে অনেক বড় বড় জেনারেল বর্তমান ছিলেন। কিন্তু এই মহা সৌভাগ্য আল্লাহপাক হযরত ওয়াহ্শী (রাযি.)কে দান করেছিলেন। এই মর্যাদা তিনি হযরত ওয়াহ্শী (রাযি.)-র জন্যই মঞ্জুর করেছিলেন যে, আমার এ বান্দাটি আমার ও আমার প্রিয়নবীর একান্ত প্রিয় হযরত হামযার হত্যাকারী। তারই হাতে এক নিকৃষ্টতম ব্যক্তিকে হত্যা করিয়ে দেই, যাতে এই বাহানায় কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের মাঝে তার এক বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

আমি আমার এই লাঞ্ছিত-অপমানিত বান্দার ভাগ্য পরিবর্তন করতে চাই। তার ইতিহাস পাল্টে দিতে চাই। স্বর্ণাক্ষরে তার ইতিহাস লিখতে চাই। তাই আমি আমার ও আমার রাসূলের দুশমন মুসালয়ামাতুল কাযযাবকে ওয়াহ্শীর হাতে খতম করিয়ে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ প্রদত্ত এই সৌভাগ্যময় ইতিহাস রচনার পর হযরত ওয়াহশী একদা ঘোষণা করলেন ঃ

قَتَلْتُ فِىْ جَاهِلِيَّتِىْ خَيْرَ النَّاسِ وَفِى الْاِسْلَامِ شَرَّ النَّاسِ

(রূহুল মাআনী ৬/১৬১)

"আমি আমার কুফর ও জাহিলিয়্যাতের যামানায় দুনিয়ার এক 'সেরা মানুষ'কে হত্যা করেছিলাম। আর ইসলামের যামানায় দুনিয়ার 'সর্বাধিক নিকৃষ্ট মানুষ'কে হত্যা করলাম, যে ছিল আমার নবীর বিরুদ্ধে আমার প্রিয় নবীর পর মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার।"

আল্লাহ যাকে নিজের বানাতে চান, তিনি নিজেই স্ব-উদ্যোগে তার ঘৃণিত জীবনকে সুন্দর, পবিত্র ও পরিমার্জিত করে দেন।

حسن کا انتظام ہوتا ہے   عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے

www.banglakitab.weebly.com

অর্থ ঃ সুন্দর জীবন গড়ার ব্যবস্থা মূলতঃ আসমান থেকেই হয়। স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। যদিও বাহ্যিকভাবে বান্দার বন্দেগী, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও ভালবাসারই আলোচনা, বর্ণনা ও চর্চা হতে থাকে।

হায়! কিভাবে আল্লাহ যিল্লতকে ইজ্জত দ্বারা পরিবর্তন করে দিলেন। কিভাবে তিনি এক অপমানিতকে সম্মানিত করে দিলেন। এজন্য দোআ করুনঃ হে আল্লাহ! আমাদের অপমান ও লাঞ্ছনার অন্ধকারের উপর আপনার সম্মানের সূর্যের একটু কিরণ দান করুন, যাতে আমাদের যিল্লত ও অপমান ইজ্জত ও সম্মানে পরিবর্তন হয়ে যায়।

'পীরে চেঙ্গী'র (সারিন্দা বাদক বৃদ্ধের) জয্বের (তথা আল্লাহর বিশিষ্ট বন্ধু হওয়ার) আজব ঘটনা

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রহ.) মসনবী শরীফে এক সারিন্দা বাদকের ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, এই লোক সেতারা বা সারিন্দা বাজিয়ে বেড়াতো। তার আওয়াজ ছিল অত্যধিক মধুর ও সুমিষ্ট। সর্বদা গান গেয়ে বেড়াতো আর সারিন্দা বাজাতো। কণ্ঠ ছিল তার এমনই মধুর যে, ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সকলে তাকে ঘিরে থাকতো। কেউ হালুয়া, কেউ বিরানী, কেউবা আবার মজার মজার কাবাব নিয়ে আসতো। আর চতুর্দিক হতে পয়সার বৃষ্টি হতে থাকতো। কিন্তু যখন সে বৃদ্ধ হয়ে গেল এবং সেই 'সুমিষ্ট আওয়াজ' বিনষ্ট হয়ে গেল, তখন সেই হালুয়া-বিরানী সবই বন্ধ হয়ে গেল। এই ভেবে সবাই দূরে সরে গেলো যে, এখন তো এটি এক ভাঙ্গা-বেহালা। কাকের মত তার আওয়াজ। এই আওয়াজ আর কে শোনে? আগে তো তার খরিদ্দারের কোন অভাব ছিল না। এখন কেউ তাকে জিজ্ঞাসাও করেনা। ফলে, হাত খালি। পকেট খালি। অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটছে। ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করছে। এবার একদম নিরাশ হয়ে মদীনার কোন এক কবরস্থানে গিয়ে পুরাতন এক ভাঙ্গা কবরের মধ্যে শুয়ে পড়ল এবং আল্লাহপাককে তার 'ভজন' শুনাতে শুরু করল। 'প্রাণের সারিন্দা' বাজিয়ে বাজিয়ে 'ভজন' গেয়ে চলছিল। কি সেই 'ভজন'? সে দিনের 'ভজন' ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাকে সম্বোধন করে বলতেছিল ঃ হে আল্লাহ! আমার যখন কণ্ঠ সুমধুর ছিল, আপনার

www.banglakitab.weebly.com

বান্দারা তখন আমাকে হালুয়া-রুটি ইত্যাদি পেশ করতো, নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই আমাকে ঘিরে রাখতো। এই বৃদ্ধ বয়সে এখন আমার সেই আওয়াজ তো নষ্ট হয়ে গেছে। তাই সমস্ত মানুষই আমার সাথে গাদ্দারী করেছে। সমগ্র দুনিয়া থেকে নিরাশ হয়ে এখন আমি হে প্রিয়! আপনার দুয়ারে হাজির হয়েছি। আজ এই 'নির্জন কবরস্থানে' আমার 'ভাঙ্গা আওয়াজ' আমি আপনাকেই শুনাবো।

যদি ছেলে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়, ল্যাংড়া, লুলা বা অন্ধ হয়, বাপ কিন্তু তাকে ফেলে দেয় না। কখনও এমনটি শুনি নাই যে, কোন বাপ তার লুলা, ল্যাংড়া বা অন্ধ ছেলেকে ফেলে দিয়েছে। সুতরাং হে আল্লাহ! আপনি আমার মালিক ও স্রষ্টা। তাই আমার এই আওয়াজের যথার্থ খরিদার আপনিই হবেন। আজ আমি আপনাকেই শুনাবো। আপনার ইচ্ছা, আমাকে আপনি জীবিতও রাখতে পারেন, কিংবা চিরতরেই এ কবর মাঝে শুইয়েও দিতে পারেন। আর কবরে তো আমি পূর্ব থেকেই শুয়ে আছি। যদি চান, তো এখন ক্ষুধার জ্বালা আরো তীব্র করে প্রাণটাই বের করে নিয়ে নেন। আমি তো কবরস্থানেই আছি। আমার জন্য নতুন কোন কবরও আর খুঁড়তে হবে না।

মাওলানা রুমী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহপাক আমীরুল-মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)কে স্বপ্নযোগে দেখিয়েছেন যে, হে ওমর! আমার এক গুনাহগার বান্দা কবরস্থানে শুয়ে আছে। সঙ্গে আছে তার একটি সারিন্দা। সে কেঁদে কেঁদে আমাকে স্মরণ করছে। তাকে আমার ছালাম দাও, রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে তার জন্য মাসিক ভাতা নির্ধারণ করে দাও। এবং তাকে এও বলে দাও যে, আল্লাহপাক তোমার 'ভাঙ্গা আওয়াজ' খরিদ করে নিয়েছেন এবং কবূল করেছেন। ভবিষ্যতে আর কখনো তোমাকে মানুষের কাছে হাত পাততে হবে না। রুটি-রুজির জন্য গান-বাদ্যও আর করতে হবে না।

মাওলানা রুমী (রহ.) বলেন যে, হযরত ওমর (রাযি.) কবরস্থানে গিয়ে প্রতিটি কবরে উঁকি মেরে দেখছিলেন। যেই কবরে এই বৃদ্ধ শুয়েছিল, সেই কবরে উঁকি মারলে বৃদ্ধ থর থর করে কেঁপে উঠল। কারণ, হযরত ওমরের চেহারা ছিল 'অত্যন্ত ভীতিপ্রদ' ও 'ভীষণ প্রভাব-বিস্তারক'। আমার শায়েখ

www.banglakitab.weebly.com

হযরত ফুলপুরী (রহ.) শুনাচ্ছিলেন যে, হযরত ওমর (রাযি.) একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন। পিছনে অনেক সাহাবী ছিলেন। হঠাৎ পিছনের দিক ঘুরে দেখলে সমস্ত সাহাবীগণ একদমছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। এতটা প্রভাব ও প্রতাপ ছিল হযরত ওমরের।

সুতরাং এই সারিন্দা বাদক বৃদ্ধ হযরত ওমরকে দেখে কাঁপতে লাগল। হযরত ওমর বললেন, ভয় পেয়ো না। আমি তোমার জন্য আল্লাহ তাআলার সালাম ও পয়গাম নিয়ে এসেছি। আল্লাহপাক তোমাকে সালাম জানিয়েছেন এবং তোমার জন্য 'ভাতা' নির্ধারণ করার জন্য আমার প্রতি নির্দেশ জারি করেছেন। তুমি প্রতি মাসে 'সরকারী ধনভাণ্ডার' হতে অবশ্যই ভাতা প্রাপ্ত হবে। এখন তুমি আর কোনো চিন্তা করো না।

এ কথা শুনে 'পীরে-চেঙ্গী' (সারিন্দাবাদক ঐ বৃদ্ধ) লাফ দিয়ে উঠল এবং পাথর হাতে নিয়ে সর্বপ্রথম ঐ পাথর দিয়ে নিজের সারিন্দাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। অতঃপর হযরত ওমরের হাতে 'পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন' গ্রহণ করল এবং বলল, হে ওমর! তুমি সাক্ষী থাক, আজ থেকে আমি আর কোনদিন আল্লাহর কোন নাফরমানী করবো না। যে আল্লাহ আমার মত নাপাক, গান্ধা, বদকার ও গান-বাদ্যে লিপ্ত এক ব্যক্তির উপর এতটা রহমত করেছেন যে, আমীরুল-মূমিনীনের মত মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর ইসলাম গ্রহণে ফেরেশতারা পর্যন্ত আসমানে আনন্দ-উল্লাস করেছিলেন, তাঁর মত মানুষকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন, আমাকে ছালাম জানিয়েছেন এবং আমার জন্য ভাতা নির্ধারণ করিয়েছেন। এমন দয়ালু আল্লাহকে আমি আর কিভাবে নারাজ করবো? আর কিভাবে সম্ভব যে, কখনও আমি তাঁকে ভুলে থাকবো?

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আমার শায়খ মাওলানা শাহ আবদুল গনী ফুলপুরী (রহ.) মছনবীর একটি ছন্দ বড়ই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। হযরত যেই ঢঙে পড়তেন আমিও সেইভাবেই পড়বো। আমার শায়খের পড়ার মধ্যেও ছিল 'শানে জযব্' (তাজাল্লীপূর্ণ আকর্ষণ), আর ছন্দটিও জযবওয়ালা তথা 'অদৃশ্য আকর্ষণে'র ফয়েযযুক্ত।

সারিন্দা বাদক এক ফাসেক যখন তওবা করে এভাবে আল্লাহর ওলী হয়ে গেল, হযরত রূমী (রহ.) তার শানে এই ছন্দটি পেশ করেছেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

ببر چنگی کے بود خاص خدا

শুনুন, হযরত যখন এই ছন্দটি পড়তেন, তাঁর ডান হাতখানা তিনি সম্মুখ পানে প্রসারিত করে দিতেন, আর বলতেন–

پیر چنگی کے بود خاص خدا

সারিন্দা বাদক এই বৃদ্ধের জন্য কবে সম্ভব ছিল আল্লাহর 'বিশেষ ওলী' হওয়া?

حبذا اے جذب پنہاں حبذا

কিন্তু হে আল্লাহ! আপনার 'ছিফতে-জয্‌বে'র, আপনার দয়াময় আকর্ষণের আমি কোটি কোটি বার গুণকীর্তণ করি, বস্তুতঃ গোপনে গোপনে আপনিই তার হৃদয়-মনকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করেছেন। তাই তো সে কবরস্থানে গিয়ে আপনাকে স্মরণ করতে বাধ্য হয়েছে। তা না হলে কখনও কি সে আদৌ আপনাকে স্মরণ করতে পারতো?

এই ছন্দটি আমার শায়েখ ভীষণ সম্মোহিত হয়ে পড়তেন। আবার শুনুনঃ

پیر چنگی کے بود خاص خدا حبذا اے جذب پنہاں حبذا

সেতার-বাদক ওলী হবে?
হবে উৎসর্গীত?
মূলে মাওলার 'গোপন টান'ই
করলো 'আপন অত'।

মর্মার্থ ঃ এই সেতারাবাদক বুড়ার পক্ষে কখনও হয়তো সম্ভব ছিল না আপনার ওলীদের কাতারে স্থান পাওয়া। কিন্তু হে আল্লাহ! অসংখ্য প্রশংসা আপনার জয্‌ব্ ও আকর্ষণের। আপনার দয়ালু টানের শান বড়ই বিস্ময়কর। এই 'টান'ই তাকে গোপনে গোপনে মাওলা পর্যন্ত পৌছে দিয়েছে। হে

www.banglakitab.weebly.com

মাওলা! আপনি চাইলে শত বছরের কাফেরকেও নিজের দিকে আকর্ষিত করে এভাবে ওলীকুল সেরা বানিয়ে দিতে পারেন।

جوش میں آئے جو دریا رحم کا گبر صد سالہ ہو فخر اولیا

অর্থঃ আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন এবং রহমতের মহা সমুদ্রের বাঁধ ছেড়ে দেন, তাহলে শত বছরের কাফেরও শুধু ওলীই নয়, 'ফখরুল-আউলিয়া' হতে পারে; ওলীকুল-শিরোমণি হতে পারে।

এখন আমার দিলের মধ্যে গত জুমার ন্যায় ব্রেক লেগে যাচ্ছে। মাওলানা রুমী (রহ.) বলেছিলেনঃ

چونفتاد ازروزن دل آفتاب

"আমার মসনবী শরীফে সাড়ে আঠাশ হাজার ছন্দ হয়েছে। কিন্তু আমার হৃদয়-জানালার সম্মুখের যে দীপ্তিমান সূর্য থেকে এল্‌ম ও মারেফাতের কথা আসতেছিল, আল্লাহপাকের জ্যোতির্ময় ফয়যের সেই সূর্য অস্তমিত হয়ে গিয়েছে।

ختم شد وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

অতএব, আমার মসনবী লেখাও শেষ হয়ে গেল।" তদ্রূপ, আমার বয়ানও এখানেই শেষ হচ্ছে। 'জয্‌ব' সম্পর্কিত বয়ান এখনও বাকী থাকছে। ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী আগামী জুমায় পেশ করবো। আল্লাহপাক পূর্ণ সুস্থতার সাথে আমার ও আপনাদের যিন্দেগীতে বরকত দান করুন। আমীন।

আমি জয্‌বের (তথা দয়াপূর্ণ গায়বী আকর্ষণের) আলোচনা এই নিয়তে করতেছি, যেন আমাদের উপর আল্লাহপাকের দয়া হয়ে যায় যে, আমার বান্দা আমার দয়ালু আকর্ষণের ঘটনাবলী শুনাচ্ছে, আমার জয্‌বের (আকর্ষণের) গুণগান বয়ান করছে এবং শানে-জযবের গীত গাচ্ছে। তাহলে কেন আমি তাকে ও সংশ্লিষ্ট আমার অন্যান্য বান্দাদেরকে আমার এই গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে আমার কাছে টেনে আনবো না? কেন আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র বানিয়ে নেবো না?

www.banglakitab.weebly.com

করুণ মিনতি ও দোআ-মুনাজাত

এখন দোআ করুন। আয় আল্লাহ! এতক্ষণ যে সকল বান্দাদের আলোচনা হলো, তাঁদেরকে আপনি নিজ মেহেরবানীতে কোথা হতে কোথায় নিয়ে পৌঁছিয়েছেন। আমরা একদল গুনাহগার বান্দা। আমাদেরকেও আপনি জয্‌ব্ করুন। আপনার আকর্ষণের জ্যোতি দিয়ে একটু টান দিন এবং আমাদের মা-বোন ও মেয়েদেরকেও টেনে তুলে আপনার বানিয়ে নিন। অধম আখতার ও তার পরিবারবর্গকে, আপনাদেরকে, আপনাদের পরিবারবর্গকে, আয় আল্লাহ! আমাদের সকলকে আপনার 'জয্‌বের সিফত' দ্বারা আপনার দিকে 'আকৃষ্ট' করে নিন, যাতে আর কেউই এবং কিছুই আমাদেরকে তাদের দিকে টানতে না পারে। হে আল্লাহ! আমাদের দিল ও জানকে আপনার পবিত্র যাতের সাথে এভাবে মিলিয়ে রাখুন যেভাবে মা তার ছোট বাচ্চাকে বুকের সাথে জড়িয়ে রাখে। মা বাচ্চার মাথার উপর থুতনী রেখে ওড়না দিয়ে ঢেকে নেয় এবং গভীর মহব্বতের সাথে তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে। আয় আল্লাহ! আমাদের কল্‌ব্ ও জানকে আপনার যাতে-পাকের সাথে এভাবে বেঁধে রাখুন যে, এই পার্থিব জগতের কোন রূপ-লাবণ্য, ধন-দৌলত, গর্ব-অহংকার, নেতৃত্ব কিংবা সম্মানের মোহ কোন কিছুই যেন আপনার যাত থেকে আমাদেরকে তিল পরিমাণও বিচ্ছিন্ন করতে না পারে। এক চুল পরিমাণও পৃথক করতে না পারে। শুধুমাত্র আপন দয়া বশতঃ আমাদের এ দোআ আপনি কবূল করুন। আয় আল্লাহ! আপনি যদি দয়া করে আমাদেরকে আপনার যাতে-পাকের সাথে বেঁধে নেন, জয্‌ব্ করে নেন, আপনার এই জয্‌ব্ ও বাঁধনের পর এমন কোন শক্তি নেই যে আমাদেরকে 'আপনার নিকট' থেকে ছিনিয়ে নিবে। মায়ের কোল থেকে বাচ্চাকে ছিনিয়ে নেয়া সম্ভব। কেননা মা যদি দুর্বল হয় তাহলে বাচ্চাকে সে যতই ধরে রাখুক, গুণ্ডা এসে ঐ মাকে দুই চপেটাঘাত করে বাচ্চাকে তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু হে আল্লাহ! আপনি যাকে আপনার রহমতের কোলে লুকিয়ে ফেলেন, আপনার ভালোবাসার শৃঙ্খলে বেঁধে নেন, আপন হেফাযতে নিয়ে নেন, দুনিয়ার কোন শয়তান, কোন নফ্‌স বা গোমরাহকারী কোন এজেন্সী, কোন লাবণ্যময় সুন্দর-সুন্দরী এক বিন্দু পরিমাণও আপনার থেকে পৃথক করতে পারে না।

www.banglakitab.weebly.com

সুতরাং অধম আখতার আপনার নিকট ব্যথাভরা অন্তরে নেহায়েত বিনীত ও বিনয়ের সাথে এই দোয়া করতেছে যে, হে আল্লাহ! আখতারের জান, মাযহারের জান ও মনযারের জানকে আপনি আমাদের সন্তানাদি সহ জয্ব করে নিন। আমার পরিবার ছোট্ট। হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে জয্ব করে নিন। আমাদের সকলের পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব এবং যেসব ভাই ও বোনেরা এখানে (পাশের বিল্ডিংয়ে বয়ান শুনতে) এসেছেন, তাদের সকলকে, তাদের পরিবারস্থ সকলকে আপনার রহমতের দ্বারা 'জয্ব' করে নিন। আমাদেরকে আপনি এতটা 'আপনার' করে নিন যেন আমরা সানন্দ-প্রাণে এই কথা বলতে পারিঃ

دونوں جانب سے اشارے ہو چکے ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے

দু'দিক হতে এই 'চুপিসার'
আমি তোমার, তুমি আমার।

আমাদেরকে এভাবে জয্ব করুন যেন এই প্রাণময় ও প্রেমময় ছন্দটি পড়ে আমরা নেশায় বিভোর হয়ে পড়ি। হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে সুস্থতা ও সুখ-শান্তি দান করুন। অধম আখতারের এবং যার যে প্রকারের রোগ আছে, সমস্ত রোগ থেকে সকলকে দ্রুততর পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী শেফা দান করুন। যার যেই পাপের অভ্যাস আছে এবং যে কোন রূহানী ব্যাধি আছে, তা থেকে মুক্তি ও হেফাযত নসীব করে দিন। যার যেসব বৈধ প্রয়োজনাদি আছে, তা পূর্ণ করে দিন। যেসব মেয়েদের বিবাহ হচ্ছে না, বিবাহের ব্যবস্থা করে দিন। যে সকল স্বামী স্ত্রীর উপর যুলুম-অত্যাচার করে তাদেরকে যুলুম হতে তওবা করার তওফীক দান করুন। যেই স্ত্রীরা স্বামীদের প্রতি যুলুম ও জ্বালাতন করে তাদেরকেও ওসব অপরাধ থেকে বিরত থাকার তওফীক দান করুন। হে রাব্বুল আলামীন! আমরা যেই গাফলতীর অন্ধকারে ডুবে নিজের জীবনের উপর যুলুম করে চলেছি, 'পাপের ঘৃণিত স্থানে'র বিনিময়ে নিজের মান-ইজ্জত পর্যন্ত বিকিয়ে দিচ্ছি, আমাদের সকলকে এহেন পাপাচার হতে অবশ্য-অবশ্যই উদ্ধার করুন, হেফাযত করুন। ঈমানের সাথে মৃত্যুর ফয়সালা করুন। 'দৈহিক সুস্থতা ও আত্মিক সুস্থতাপূর্ণ

www.banglakitab.weebly.com

যিন্দেগী' দান করুন এবং দৈহিক ও আত্মিক সুস্থতার সাথেই দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়েন। হাশরের ময়দানে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে জান্নাতে আমাদেরকে একত্রিত করে দিয়েন, যেভাবে আজ আমরা এখানে আপনার নামের বরকতে' একত্রিত হয়েছি। আমাদের এই সমাবেশে না ভাষার প্রশ্ন আছে, না রঙের। কেউ সিন্ধুবাসী, কেউ পাঞ্জাবের, কেউ অন্য অঞ্চলের বা অন্য দেশের। কোন দেশের কিংবা ভাষার ভিত্তিতে নয়, একমাত্র আপনার ভালোবাসার ভিত্তি'র উপর আমাদের এই এজতেমা (বা সম্মিলন)। আপনার নাম, আপনার ইজ্জত ও মহত্ত্বের উসিলায় আমাদের এই এজতেমাকে কবূল করুন এবং আজকের এজতেমায় অংশগ্রহণকারীদেরকে এভাবেই আরেকবার জান্নাতেও একত্রিত করে দিন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ - يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ مَلِكٌ مُقْتَدِرٌ مَا تَشَاءُ مِنْ اَمْرٍ يَكُوْنُ اَسْعِدْنَا فِى الدَّارَيْنِ وَكُنْ لَنَا وَلَا تَكُنْ عَلَيْنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَيْنَا وَاَعِذْنَا مِنْ هَمِّ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

হে আল্লাহ! এইসব দোআই আপনি দয়াপরবশ হয়ে কবূল করে নিন।

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

ہمیں نقش قدم اشرف علی ملحوظ رکھنا ہے
وہ جو فرما گئے ہیں بس اسے محفوظ رکھنا ہے

হযরত থানবীর শিক্ষা-দীক্ষা রক্ষা মোদের ব্রত
রাখতে ধরে ঐ জীবনস্মৃতি থাকবো চেষ্টারত।
উম্মতের যে কল্যাণ তিনি করেছেন সাধন
কিয়ামত তক আহ্‌লে-হকের তাহা প্রাণের ধন।

(শাহ আবদুল গনী ফুলপুরী (রহ.)-এর ছন্দের ভাবানুবাদ)

یہ نگاہ حضرت تھانوی کا اثر ہے اسعد بے نوا
نظر آ رہی ہیں حقیقتیں تجھے اس جہان مجاز میں

- مولانا اسعد اللہ سہارنپوری رح

‘দেখছো তুমি ‘জ্যোতি আর জ্যোতি
সত্যের’ জগত জুড়ে,
প্রিয় থানবীর ‘দৃষ্টির কিরণ’
আছ্‌আদ তোমার পরে’।

(মাওলানা আছআদুল্লাহ ছাহেব সাহারানপুরী রহ. এর ছন্দের অনুবাদ)

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

(সম্মুখে দেখুন।)

www.banglakitab.weebly.com

আসমানী আকর্ষণ ও ঘটনাবলী

আওলাদে-রাসূল সাইয়েদ ইশরত জামীল (দাঃ বাঃ)-এর কলমে তৃতীয় খণ্ডের প্রারম্ভিকাঃ

বক্ষ্যমান 'তাজাল্লিয়াতে জয্‌ব' কিতাবখানা ঐ সকল ওয়াজ ও বয়ানের সংকলন যা আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মোহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম গুলশান-ই ইকবালস্থ মসজিদ-এ আশরাফে বেলা সাড়ে এগারোটায় ছালেকীনদের সাপ্তাহিক এজতেমায় ধারাবাহিক চার জুমা পর্যন্ত পেশ করেছিলেন।

হযরতওয়ালা দামাত বারাকাতুহুম বয়ানের মধ্যে কুরআনে-পাকের আয়াত- اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ এর সূত্র ধরে আল্লাহ তাআলার জয্‌ব তথা হেদায়েতী আকর্ষণ-গুণের কিছু ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ঐ সকল বান্দাদের অবস্থাদি বর্ণনা করেছেন যাদেরকে আল্লাহ তাআলা নিছক আপন দয়া ও মেহেরবানীতে অভূতপূর্ব পদ্ধতিতে নিজের প্রতি আকর্ষিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকে এমনও রয়েছেন যাঁরা ছিলেন আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। আল্লাহপাকের কোন ধ্যান-খেয়ালই ছিল না তাঁদের জীবনপথে। আকস্মিকভাবে আল্লাহ তাআলার জয্‌ব ও আকর্ষণের বিকাশ কারো উপর প্রতিবিম্বিত হল। মুহূর্তের মধ্যে সে আল্লাহর ওলী হয়ে গেল। এ বয়ান যে-ই পড়বে, চাই সে যত বড় উদাসীন, পাপাচারী, নিরাশ এবং মৃতহৃদয়ই হোক না কেন, অবশ্যই তা পড়ার পর স্বীয় ধমনীতে আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির আশ্বাস সমৃদ্ধ এক নতুন ও তাজা জীবন নিজের মধ্যে অনুভব করবে। সত্যিই এর একেকটি শব্দের মধ্যে হক তাআলার গায়বী আকর্ষণের 'বিদ্যুৎ-তরঙ্গ' বিদ্যমান তা অনুভব হয়। পরিশেষে হযরত اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِىْ اَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ (অর্থঃ নিশ্চয় তোমাদের যুগ-যামানার মধ্যে বিভিন্ন সময় 'আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়ার বাতাস' প্রবাহিত হয়।) এই হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত করেছেন যে, খোদায়ী উক্ত মহা আকর্ষণের মৌসুম বা সময়কাল খোদ এই পার্থিব রাত-দিনই। এ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এই তাজাল্লী যে পেয়ে গেল কখনও সে হতভাগ্য

থাকতে পারে না। বরং সে চির সৌভাগ্যবান, চির খোশনসীব হয়ে যায়। আর বোখারী শরীফের হাদীস–

هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ

(ওলীগণ 'এমন সঙ্গী-সাথী' যে, তাঁদের সঙ্গ লাভকারী কোন মোমেনই 'হতভাগ্য' (জাহান্নামী) হতে পারে না।)-এর আলোকে ইহাও নিশ্চিত করেছেন যে, ঐ তাজাল্লী ও নূরানী ঝলকসমূহ পাওয়ার ঠিকানা হলো 'আল্লাহওয়ালাদের মজলিস।' ওখানে তা নাযিল হয়। এই তাজাল্লীর ফলে বান্দাগণ দ্রুততর আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়।

নিশ্চয় এটি একটি উচ্চ মানের এলমী আলোচনা, যার দ্বারা ওলামায়ে-কেরামের হৃদয়-মন অবশ্যই স্পন্দিত ও আলোড়িত হবে। বলাবাহুল্য যে, এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশের ওলামায়ে-কেরামের উক্তি ও প্রতিক্রিয়া এই যে, হযরতওয়ালা করাচী (দা. বা.) তাসাওউফকে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে এত বেশি সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণ সমৃদ্ধ করেছেন, যার ফলে তাসাওউফ যে মূলতঃ কুরআন-হাদীসেরই 'আলোর ঝরণা' তা অস্বীকার করার আর কোনই অবকাশ থাকেনি। এজন্য আল্লাহপাকের দরবারে লাখো-কোটি শোকর।

দোআ করি আল্লাহ তাআলা আমার মোর্শেদকে 'দীর্ঘ হায়াত' দান করুন। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর বরকত সমূহ অব্যাহত রাখুন।

বয়ানের পূর্ণ চার খণ্ডই হযরতের খলীফা ও ইঞ্জিনিয়ার সোহায়েল আহমদ সাহেব টেপ রেকর্ডার থেকে সংগ্রহ করেছেন। আমি তা বিন্যস্ত করেছি, শিরোনাম বসিয়েছি, বরাতসমূহ উল্লেখ করেছি। এই বয়ান-সমষ্টির (উর্দু) নামকরণ করা হয়েছে 'তাজাল্লিয়াতে জয্ব্'। আল্লাহ তাআলা কিতাবখানাকে কবুলিয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করুন। হযরতওয়ালাসহ সকল সহায়তাকারীদের জন্য সদকায়ে জারিয়া ও নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন।

সাইয়েদ ইশরত জামীল (মীর)
(আফাল্লাহু আনহু)
খলীফায়ে মাওলানা শাহ হাকীম মোহাম্মদ আখতার ছাহেব (দা. বা.)
খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া, গুলশানে-ইকবাল, করাচী।

www.banglakitab.weebly.com

আসমানী আকর্ষণ ও তাজাল্লীর ঘটনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ

(سورة الشورى : ٢٥)

অর্থ ঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজের দিকে টানেন এবং যে তাঁর দিকে অগ্রসর হতে চায় তাকে তিনি 'হেদায়েত' প্রদান করেন।

আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার মেহেরবানী যে, আজ তিন জুমুআ যাবৎ আল্লাহপাকের এক 'সুমহান গুণ'-এর বর্ণনা চলছে। পবিত্র কুরআনে যার বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে যে, "আল্লাহ তাআলা যাহাকে চান নিজের দিকে টানিয়া লন। আর যাহারা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সাধনা ও পরিশ্রম করে আল্লাহ অবশ্য তাহাদিগকেও আপন করিয়া নেন।"

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি যাকে চাই এবং যে বান্দার প্রতি আমার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত হয় যে, আমি তাকে আমার ওলী বানিয়ে নিব, অবশ্যই সে প্রতি মুহূর্তে আমার দিকে অগ্রসর হতে থাকবে, আমার দিকে দৌড়াতে থাকবে। পৃথিবীর কোন শক্তি, কোন পরাশক্তি তার গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে টিকতে পারবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলার একটি গুণবাচক নাম হল 'আযীয' (মহাপরাক্রমশালী)।

আল্লাহ তাআলার "আযীয" নামের অর্থ

আযীয আল্লাহ তাআলার একটি গুণবাচক নাম। হযরাতে মুফাসসিরীনে-কেরাম ও মুহাদ্দিসীনেএযাম 'আযীয'-এর ব্যাখ্যা করেছেনঃ

اَلْقَادِرُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ وَلَا يُعْجِزُهٗ شَيْئٌ فِى اسْتِعْمَالِ قُدْرَتِهٖ

"তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান; যাঁর সেই মহা ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেউই কোনরূপ বাধা বা প্রতিরোধের কোনও ক্ষমতা রাখে না।"

তাই আল্লাহপাক যদি আপন দয়ায় আমাদেরকে তাঁর ওলী বানানোর ইচ্ছা করেন, ইনশাআল্লাহ তবেই ত আমাদের 'কাজ' হয়ে গেল। বস্‌। কেননা আল্লাহ তাআলা কোন লক্ষ্য স্থির করবেন, কোন ইচ্ছা করবেন অথচ সে লক্ষ্যে তিনি পৌঁছাতে পারবেন না, সে টার্গেটে তিনি উপনীত হতে পারবেন না, তা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অকল্পনীয়। আল্লাহ তাআলার অশেষ দয়া যে, তিনি তাঁর উক্ত ছিফত (গুণ) সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন। তাঁর এ অবগতি দানই স্পষ্ট প্রমাণ যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর এ মহা গুণের ভাণ্ডার হতে 'দান' করতে চান। পিতা যদি সন্তানদেরকে স্বীয় বিশেষ ধন-রত্ন হতে দিতেই না চান তাহলে ঐ বিষয়ে কোন সন্ধানই তাদের দেন না। তাই, যত ধরনের ধনভাণ্ডার, রত্নভাণ্ডার ও দয়াভাণ্ডারের খবর আল্লাহ পাক দিয়েছেন, আসলে ঐসব আমাদেরকে দেওয়ার জন্যই তিনি এ খবর দিয়েছেন। সমগ্র বিশ্বের প্রত্যেককেই যদি এক-এক করে তিনি স্বীয় ওলী বানিয়ে নেন, এতে তাঁর 'অফুরান ভাণ্ডারে' কোন কমতি আসবে না। কারণ, তিনি 'কারীম'। তথা 'সীমাহীন দয়ার মালিক যিনি অযোগ্যদেরও দান করেন'।

'কারীম' কাকে বলে?

আমি কারীমের দু'টি অর্থ বর্ণনা করে শুনাচ্ছি। এক– কারীম ঐ মহান সত্ত্বা যিনি অযোগ্য-অনুপযুক্তদেরও দান করে দেন। সুতরাং এই মজলিসের এবং এই জগতের কোন ব্যক্তিই নিজ অযোগ্যতার দিকে তাকিয়ে যেন নৈরাশ্যের শিকার না হয়। কারণ, আপনার-আমার 'পালা' পড়েছে এক 'কারীম মালিকে'র সঙ্গে। মোহাদ্দেছীনের বর্ণিত সংজ্ঞা মোতাবেক ঃ

اَلْكَرِيْمُ هُوَ الَّذِىْ يُعْطِىْ بِدُوْنِ الْاِسْتِحْقَاقِ

'কারীম' ঐ সত্ত্বা যিনি অযোগ্য-অহকদারকেও দান করে থাকেন। উপযুক্ততা এবং সত্যিকারে অনুদান পাওয়ার অধিকার আছে কিনা, এসব বিচার তিনি করেন না। বরং নালায়েক, নাকাবেল, অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি কৃপা করেন।

www.banglakitab.weebly.com

وَلَا يَخَافُ نَفَادَ مَا عِنْدَهُ

দুই. ‘এবং যিনি স্বীয় অফুরন্ত ভাণ্ডার ফুরিয়ে যাওয়ার কোনও আশঙ্কা করেন না।’ তাই আল্লাহ তাআলা যদি সারা জাহানের মানুষদেরকেও ওলী এবং নেক বানিয়ে দেন তাতে আল্লাহর দানের ভাণ্ডারে বিন্দু পরিমাণও কোনরূপ ঘাটতি আসবে না এবং এর ফলে আল্লাহর মহত্ব-বড়ত্বে কিঞ্চিৎ পরিমাণ বর্ধিতও হবে না। ঠিক তেমনিভাবে যদি তামাম দুনিয়া শয়তান হয়ে যায় এবং সবাই কুফর ও শেরেক করতে আরম্ভ করে, তাতে আল্লাহ তাআলার মান-মর্যাদায় সামান্যতমও কমতি আসবে না। বস্তুত: আমাদের সেজদায় আমরাই সম্মানিত হই, আমাদের সুবহানাল্লাহ দ্বারা আমরাই পবিত্র হই।

সুবহানাল্লাহ অর্থ ঃ আল্লাহ পবিত্র। আল্লাহ তো চির পবিত্র আছেনই, তবে যে ‘সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ’ বলে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, মূলতঃ এর ফয়েয-বরকতে সে নিজেই পবিত্র হতে থাকে। আল্লাহপাক ইহাতে দয়াপরবশ হয়ে তাকেই পবিত্র করে দেন।

তাই তো মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন ঃ

من نہ گردم پاک از تسبیح شاں   پاک ہم ایشاں شوند و در فشاں

অর্থ ঃ আল্লাহ বলেন, ওদের গুণগান আর পবিত্রতার বয়ানে তো আমি পবিত্র হই না। আমি তো স্বয়ং পবিত্র। তবে যখন তোমরা সুবহানাল্লাহ তথা (আল্লাহ পাক ও মহাপবিত্র) বলো, ইহা শুনে আমিই তোমাদের ‘পবিত্র’ করে দিই। তোমাদের পবিত্রতার ঘোষণা আমার সীমাহীন আয্মত ও মহত্বের সম্মুখে উল্লেখ করার মত কিছু?

কান্নাকাটিই আল্লাহর রহমত লাভের পন্থা

এজন্যই বলি যে, মাওলায়ে-পাকের ‘রহমতের ভাণ্ড’ হতে পাওয়ার জন্য আমরা সবাই প্রার্থনা শুরু করি যে, হে আল্লাহ! আমার বাহু ও শক্তির পরীক্ষা আমি বহু দেখেছি। আমি আমার ইচ্ছা ও পরিকল্পনার দাপটও খুব দেখেছি। বারবার তওবা করেছি, আর বারবার তা ভঙ্গ করেছি। আমার দৃঢ়

www.banglakitab.weebly.com

সংকল্পের নির্লজ্জ অপমান ও পরাজয় আপনার অতুলনীয় মহত্ত্ব ও সুউচ্চ মর্তবার স্পষ্ট দলিল।

تیری ہزار رفعتیں تیری ہزار برتری
میری ہر اک شکست میں مرے ہر اک قصور میں

আমার প্রতি পদস্খলন, প্রতি ত্রুটির মাঝে
তোমার হাজার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠতাই ভাসে।

কারণ, বান্দা দেখতে পায় যে, আমি যতই পাকা সংকল্প করি, আবার তো আমার তওবা ভেঙ্গে যায়। তাই কান্নাকাটি আর কাকুতি-মিনতি ছাড়া আমার তো আর কোনই রাস্তা নাই। তাই তো মাওলানা রুমী (রহ.) উপদেশ দিয়ে বলেছেন ঃ

زور را بگذار زاری را بگیر   رحم سوئے زاری آید اے فقیر

হে লোক সকল! শক্তির জোরে পাবে না তুমি আল্লাহকে। তাই কান্না আর মিনতির পথ ধর। কারণ, আল্লাহর রহমত তখনই নাযিল হয়, যখন বান্দা কাঁদতে ও গলতে শুরু করে। শিশু যখন কাঁদতে শুরু করে, সাথে সাথে মায়ের স্তনে দুধ আসতে শুরু করে। তাই মাওলানা রুমী (রহ.) বলেন ঃ

چونہ گرید طفل کے جوشد لبن   چونہ گرید ابر کے خندد چمن

যতক্ষণ পর্যন্ত শিশু না কাঁদে, মায়ের বুকে দুধ নেমে আসে না। মায়ের স্তনের মধ্যে রক্ত ভরা থাকে। বাচ্চার জন্মের পর যখন সে কাঁদতে শুরু করে, তার কান্নার আছরে সঙ্গে সঙ্গে 'ঐ রক্ত' দুধে পরিণত হয়ে যায়। শিশুর জন্মের এক সেকেণ্ড পূর্বেও পূর্ণ বুক রক্তে ভরপুর ছিল। যেই শিশুটি জন্ম হলো আর কাঁদতে লাগলো, ওর কান্নার মধ্যে আল্লাহপাক কি কারিশমা রেখেছেন যে, সাথে সাথে ঐ রক্তই সম্পূর্ণ দুধে পরিণত হয়ে গেল। আল্লাহ পাকের রহমতের কী মহান এ শান! এক লোক গুনাহ করলো, গযবের অধীন হয়ে গেল। হঠাৎ সামান্য কান্না-কাটি করলোঃ হে দয়াময়! আমার

www.banglakitab.weebly.com

তো ভুল-বিচ্যুতি হয়ে গেছে। আমাকে মাফ করে দিন। বস, তখন-তখনই আল্লাহপাকের গোস্বা সম্পূর্ণরূপে রহমতে পরিণত হয়ে যায়।

جوش میں آئے جو دریا رحم کا گبر صد سالہ ہو فخر اولیا

আস্‌লে দরিয়ায় জোশ ও জোয়ার
খোদার রহ্‌মতের
মুহূর্তে হয় 'ঘৃণ্য কাফের'
শ্রেষ্ঠ ওলীদের।
রহমতের ঝড় পাপ উড়াইয়া সাফ করিয়া দেয়
মাওলা তখন 'সাফ ওলী'কে কোলে তুলে নেয়।

শিশু না কাঁদলে যে রক্ত দুধে পরিণত হয় না, তা এমনই যেমন মেঘমালা যতক্ষণ পর্যন্ত না কাঁদে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাগ-বাগানের মুখে হাসি ফুটে না।

হযরত বড় পীর জীলানী (রহ.)-এর ঘটনা

হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জীলানী (রহ.)-এর যামানা। একদা রাত দু'টা বাজে হুকুম হলো মোসেল যাও। তিনি বাগদাদ থেকে মোসেল গিয়ে পৌছলেন। এক আবদালের ইন্তেকাল হচ্ছিল। অন্যান্য সমস্ত আবদাল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত খিযির (আ.) জানাযার নামায পড়ালেন। শায়েখ আবদুল কাদের জীলানী (রহ.) ঐ যামানার গাওছ ছিলেন। মোহাদ্দেছীনে-কেরাম লিখেছেন যে, যিনি যামানার গাউছ হন, প্রত্যহ আল্লাহপাক 'বিশেষ নৈকট্যপূর্ণ এমন একটি মর্তবা ও মুহূর্ত' তাঁকে দান করেন যে, সমগ্র বিশ্বে আর কেহই 'আল্লাহর গভীর ও উচ্চতর নৈকট্য'-এর ঐ স্তর পর্যন্ত পৌছতে পারে না।

হযরত জীলানীর 'চরম নৈকট্যের সেই মুহূর্ত'টি যখন উপস্থিত হলো তখন তিনি আল্লাহপাকের দরবারে আরয করলেন, হে মা'বূদ! এক আবদালের যে ইন্তেকাল হয়ে গেল, এখন তাঁর বদলে অন্য আবদাল কোথা হতে কাকে নিযুক্ত করবো? তাঁর 'কুর্সি'তে আপনি কাকে বসাতে চান তাতো আমি জানিনা।

www.banglakitab.weebly.com

কথা প্রসঙ্গে মজার একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। হযরত থানবী (রহ.)-এর যুগের কিচ্ছা। এক গ্রামীণ লোক। হঠাৎ একদিন সে নিজেকে 'যুগের আবদাল' বলে দাবি করল। অথচ যে খাঁটি আবদাল হয় সে কখনো দাবি করতে পারে না। এ ছিল নকল আবদাল। হযরত থানবীকে তার সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি বললেন, যে নিজেকে আবদাল বলে দাবি করে, কস্মিনকালেও সে 'সত্যিকার আবদাল' হতে পারে না। তবে তার কথাও একেবারে মিথ্যা না। কারণ, উর্দূ ভাষায়, "আবদাল হো গেয়া" কথাটির তার ক্ষেত্রে সঠিক উচ্চারণ হবে 'আব দাল্ হো গেয়া'। যার অর্থ হয় ঃ 'এখন আমি ডাল হয়ে গেছি।' আগে তো 'গোশত' বা 'গোশতের সমষ্টি' ছিল। তদস্থলে এখন হয়ে গেছে 'ডাল'। অর্থাৎ অহঙ্কার তাকে সম্মানের অবস্থান থেকে 'নিচে' নামিয়ে দিয়েছে।

এবার আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে যাই। আল্লাহ তাআলা হযরত জীলানীকে এলহামযোগে হুকুম দিলেন ঃ আপনি অমুক বস্তিতে যান। সেখানে এক খ্রিস্টান পাদ্রী গলায় 'যুন্নার' (পৈতা) পরে উপাসনায় রত আছে। আপনি গিয়ে তাকে বলুন ঃ আসো, 'যুন্নার' ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে এবার 'যুন্নূর' হয়ে যাও। (ذو النار যুন্নার-এর আরবী অর্থ আগুনওয়ালা আর ذو النور যুন্নূর অর্থ নূরওয়ালা।)

তাকে নিয়ে এসে কালেমা পড়াও এবং বিদায়ী আবদালের কুর্সিতে বসিয়ে দাও। একটু আগে যে কুফরে-আক্রান্ত ছিল, কালেমা পড়িয়ে অবিলম্বে তাকে আমার ঐ শ্রেষ্ঠতম ওলীর সম্মানের আসনে আসীন করে দাও।

جوش میں آئے جو دریا رحم کا　گبر صد سالہ ہو فخر اولیا

সত্যি, আল্লাহপাকের দয়ার সাগর যখন জোশে আসে, শত বছরের অগ্নিপূজকও তখন মুহূর্তের মধ্যে ওলীকুলের শিরোমণি হয়ে যায়।

হযরত জিলানী (রহ.) তাকে গীর্জায় গিয়ে ধরলেন এবং বললেন ঃ তুমি খ্রিস্টান-ধর্ম থেকে জলদি তওবা কর। কারণ, ইসলাম ব্যতীত কোন ধর্মই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহর নিকট ইসলামই 'একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম'।

www.banglakitab.weebly.com

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ

পবিত্র কোরআনে সূরায়ে আলে-ইমরানে আল্লাহপাকের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা ঃ "যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম অবলম্বন করে, কোনক্রমেই তা গ্রহণযোগ্য নয়।"

ইসলাম ব্যতীত খ্রিস্টবাদ, ইহুদীবাদ, হিন্দু মতবাদ বা অন্য কোনও ধর্ম বা মতবাদ কেউ অবলম্বন করবে, আল্লাহর নিকট তার 'কোনই গ্রহণযোগ্যতা' নাই। আজ ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্মই রহিত ও প্রত্যাখ্যাত। তাই, তুমি শীঘ্র তোমার পৈতা ছিঁড়ে ফেল এবং ইসলামে দীক্ষিত হও। লোকটি তৎক্ষণাৎ পৈতা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তওবা করতঃ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, লোকটি এত দ্রুত কি করে ইসলাম গ্রহণ করে ফেললো? তার উত্তর এই যে, আল্লাহ তাআলা পূর্বেই তার দিলকে পুরাপুরি তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং হেদায়েত কবূল করার মত 'যোগ্য' করে দিয়েছিলেন। তাই সত্য ধর্মের দাওয়াত পাওয়ার সাথে সাথেই কালবিলম্ব না করে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। সে বলে উঠলো, আচ্ছা, তাহলে এখন আমাকে কি পড়তে হবে?

বলা হল, পড়– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর প্রতি ঈমান গ্রহণ ও তা সংরক্ষণ এই উম্মতের সকলের উপর ফরয। তবে হযরত ঈসা (আ.) সহ অন্যান্য সকল নবীগণের প্রতি ঈমান রাখাও ফরয। প্রত্যেক নবীকে নবী বলে মানা ও স্বীকৃতি দেওয়া আমাদের জন্য ফরয। যে কোন নবীরই অবমাননা করা হারাম এবং কুফর। তবে, বর্তমানে কিয়ামত পর্যন্ত কেবলমাত্র মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর আনীত শরীয়ত ও বিধি-বিধানের আনুগত্যই অবধারিত ও অপরিহার্য। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে যে নবী বলে মানবে না, নিশ্চয় সে কাফের ও মরদূদ হয়ে যাবে। অতএব, ঐ লোকটি কালেমা পড়ে ইসলামে দাখেল হওয়ার পরপরই জিজ্ঞাসা করল, এখন আমার কি দায়িত্ব? কি করণীয়? তখন তাকে বলা হলো, শোন, একজন 'বিশিষ্ট ওলী' তথা আবদালের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। চল, এখন তোমাকে তাঁর কুর্সিতেই বসতে হবে।

www.banglakitab.weebly.com

সেই খালি কুর্সি পূরণই এখন দয়াময় কর্তৃক তোমার জন্য দয়া-সূত্রে প্রাপ্ত সৌভাগ্য!

سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں
گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں

শোন বন্ধু মাওলা পাকের অপার দয়ার কথা
'ইচ্ছা' হলেই 'দুয়ার' খুলে 'অন্দরে' নেন খোদা।
দয়ার ঘাঁটির তরে দয়া দিয়ে ধরে নেন।
পাপীকে হায় সাফ করিয়া কুর্সি পেতে দেন।

আমার বান্দা! আমি হাযির

হযরত শাহ আবদুল গনী ফুলপুরী (রহ.) একটি ঘটনা বর্ণনা করতেন যে, জনৈক হিন্দু 'ছানাম'-'ছানাম' 'ছানাম'-'ছানাম' বলে তপ-যপ করতে থাকতো; একটি মূর্তির উপাসনা করতে থাকতো। 'ছানাম' অর্থ মূর্তি বা পরম প্রিয়। সে দীর্ঘ দিন যাবৎ এভাবে তাকে ডাকাডাকি করতে থাকে। হঠাৎ একদিন ভুলক্রমে তার মুখ দিয়ে 'ছানাম' এর স্থলে 'ছামাদ' শব্দটি বের হয়ে গেল। (ছামাদ আল্লাহর এক মহাপবিত্র নাম।) বস্, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর পক্ষ হতে উত্তর ভেসে আসলো ঃ 'লাব্বাইক ইয়া আব্দী লাব্বাইক', আমার বান্দা! আমি হাযির, আমি হাযির। আমাকে তুমি ডাকছ কেন, বল। সাথে সাথে ঐ লোকটি একটি লাঠি হাতে নিল এবং সজোরে নিজ হাতে তৈরি দেবতাদের মাথায় আঘাত করল। আর বলল, হে দুষ্টের দল! দীর্ঘ নব্বই বছর যাবত তোদের নাম নিয়ে আমি অবিরাম তোদের ডাকছি। কিন্তু, কই? একবারের জন্যেও তো আমার ডাকে সাড়া দিলে না? অথচ আজ নিছক ভুল বশতঃ আমার মুখ দিয়ে মুসলমানদের প্রভু 'আল্লাহ'র নাম 'ছামাদ' বের হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পক্ষ থেকে আমি 'সাড়া' পেয়ে গেলাম।

আমার বন্ধুগণ! বলুন এসব কি? এর মূলে কি? এ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার তরফ হতে 'হেদায়েতের বিশেষ এন্তেযাম'। একেই বলে 'জয্‌ব্'। অর্থাৎ আসমানী ও খোদায়ী আকর্ষণ। সেই জয্‌ব্ ও আকর্ষণের

www.banglakitab.weebly.com

নানা ঘটনাবলী আপনাদেরে শুনাচ্ছি, এই আশায় যে, আল্লাহপাকের এই বিশেষ রহমত ও হেদায়েত জয্‌বের সূরতে যেন আমাদের উপরও নাযিল হয়ে যায়। যাতে আমাদের অন্তরাত্মাও 'জয্‌ব্' প্রাপ্ত ও আকর্ষিত হয়।

কেননা, বারবার আমরা আমাদের বাহুবল ও মনোবলের মাত্রা পরীক্ষা করে দেখেছি। কতবার যে তওবা করেছি। কিন্তু সবই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। বড় আশা নিয়ে হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। কিন্তু; হায় আফসোস! অবশেষে বনের ঘৃণ্য শূকরের মুখের 'খাবলা'য় পরিণত হয়েছি। অর্থাৎ নফ্‌সের ঘৃণিত হারাম চাহিদাসমূহ পূরণের 'জঘন্য ফাঁদে' পড়েছি। তাই আজ শুধুই লাঞ্ছিত হচ্ছি। বের হতে চাচ্ছি; কিন্তু মুক্তির কোন পথই খুঁজে পাচ্ছি না। এতটা ধ্বংস, দুর্বল, হিম্মতহারা ও অন্ধকারাচ্ছাদিত হয়ে গেছি।

তাই বলি হে বন্ধুগণ! মিনতি ভরে মাওলানা রূমীর বিনীত ভাষায় এই দোআ শুরু কর ঃ

غالبی بر جاذباں اے مشتری ۔ شاید ار در ماندگاں را واخری

হে আল্লাহ! হে প্রিয়! হে আমার খরিদ্দার! যত প্রকারের আকর্ষণই এ ভূপৃষ্ঠে বিদ্যমান– যেমন সুন্দর-সুন্দরীদের উপর, তাদের সকল সৌন্দর্যের আকর্ষণের উপর, ধন-দৌলতের আকর্ষণের উপর, ইলেকশনের নেশা, মন্ত্রীত্ব ও প্রধানমন্ত্রীত্বের সকল নেশা ও আকর্ষণশক্তির উপর 'আপনার আকর্ষণ'ই প্রবল, প্রচণ্ড ও মহা বিজয়ী। আপনি যদি চান তবে দুর্বলকেও আপনি 'প্রবল' ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিময় করে দিতে সক্ষম। আপনি যাকে আপনার দিকে টানেন, কোন 'শক্তি' নাই যে তাকে নিজের দিকে টেনে নিতে পারে; কিংবা বিন্দুমাত্রও আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে।

তাই! আমার প্রাণের বেদনাময় আর্যি ঃ

نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا – انہیں کا نہیں کا ہوا جا رہا ہوں

অর্থ ঃ আমি যখন মাওলা ভিন্ন আর কারো না, তাহলে কেন আমি অন্য কারো হতে যাবো? না, না, না। আমি শুধু তাঁরই হবো, তাঁরই থাকবো, শুধু তাঁরই থাকবো।

'জয্‌ব্‌' (গায়বী আকর্ষণ) সম্পর্কে একটি দারুণ মজার গল্প!

আল্লাহপাক নিজ করুণা ও রহমত দ্বারা আমাদের সকলকে জয্‌বের (আকর্ষণের) মত 'মহা দৌলত' নছীব করুন ও উহার হাকীকত বুঝার তওফীক দান করুন। কিন্তু কোন কোন মানুষ 'জয্‌ব্‌' কি জিনিস? এর হাকীকত কি? তা বুঝে না। যেমন এ ব্যাপারে একটি রসগল্প আছে। ঐ গল্পটি শুনলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে যে, অনেকে জয্‌বের অর্থ এবং মর্মই বুঝে না।

গল্পটি এই, এক গ্রাম্য ব্যক্তি। লোকটি ছিল সরল ও সাদা-মাঠা। সে দৈনিক একটি বৃক্ষের তলায় এসে আল্লাহর নিকট দোয়া করত, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে 'জয্‌ব্‌' কর, তোমার আকর্ষণের রশি দ্বারা আমাকে তোমার নিকট টেনে নাও। একদিন এক কৌতুকী এলো। লোকটি ঐ লোকটির দোয়া শুনতে পেলো। তখন সে মনে মনে একটা কাণ্ড ঘটানোর সংকল্প করে একটি রশি নিয়ে ঐ বৃক্ষটির উপরে উঠে বসে থাকল। আজ যখন সেই গ্রাম্য ব্যক্তি পূর্বের ন্যায় ঐ গাছটির তলায় দোয়া করা শুরু করল, তখন উপর থেকে ঐ কৌতূহলী লোক রশিটি ঝুলিয়ে দিয়ে এক অদ্ভুত আওয়াজ করল এবং বলল : হে আমার আশেক বান্দা! তুমি প্রত্যহ আমার নিকট জয্‌বের (আকর্ষণের) দোয়া কর। আজ আমি তোমার দোয়া কবূল করলাম। আমার এই ঝুলানো রশি গর্দানে বাঁধ, আজ আমি তোমাকে জয্‌ব্‌ করবো। টেনে তোমাকে আমার সান্নিধ্যে নিয়ে আসবো। লোকটি খুশীতে আত্মহারা হয়ে গেলো এবং ভাবলো, এত দিনের দোয়া হয়ত আজই প্রতিফলিত হচ্ছে। আজই আমি 'মনযিলে' পৌঁছবো, 'কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে' উপনীত হবো। তাই তাড়াতাড়ি রশিটি স্বীয় গর্দানে বেঁধে নিল। কিন্তু হলো কি? এবার ঐ কৌতুকী উপর হতে টানা শুরু করল। যতই রশি টানছে ততই এর গর্দানে ফাঁসি লেগে যাচ্ছে। আর চোখ দুটি বের হয়ে যাচ্ছে।

www.banglakitab.weebly.com

তখন সে বলল, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জয্‌বের যে দোয়া করেছিলাম তা আমি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। আমার জয্‌ব্ ও আকর্ষণের প্রয়োজন নেই। বরং এর চেয়ে উত্তম হলো, আপনি আমাকে সাধারণ ছালেকের (পথান্বেষীদের) মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রাখুন।

আমার জানাই ছিল না যে, আপনার জয্‌ব্ ও টানের কষ্ট এত কঠিন। আমার চক্ষু বের হয়ে যাচ্ছিল, শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল। দুনিয়ার জীবনের আজই হয়তো ইতি টানা লাগতো। এ দিকে গাছের উপর থেকে যে ব্যক্তি রশি টানতে ছিল, এসব কথা শুনে তার বড় হাসি লাগলো। অতঃপর সে রশি ছেড়ে দিল। এখন ঐ 'গর্দান বাঁধা' ব্যক্তি তাড়াহুড়া করে কোন রকম রশিটা খুলে আজও দৌড়, কালও দৌড়। দ্রুত এখান থেকে কোন্ সুদূরে যে পালিয়ে গেল!

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন ঃ লোকটি এতটা ভয় পেয়েছিল যে, ঐ বৃক্ষের নিকট আসা তো দূরের কথা, কখনও সেদিকে তাকিয়েও দেখতো না এই ভয়ে যে, না-জানি আবারও আল্লাহ তাআলা টানতে না শুরু করে দেন।

আসমানী জয্‌বের (আকর্ষণের) প্রতিক্রিয়া হৃদয়-মন নিশ্চয় অনুভব করে

রশি দ্বারা 'জয্‌ব' করা এটাতো একটা সম্পূর্ণ বেওকুফী, নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার ঘটনা ছিল। নতুবা জয্‌ব্ করতে আল্লাহপাকের রশির কেন প্রয়োজন হবে? তিনি যখন কাউকে জয্‌ব্ করেন তার অন্তরে তা সে টের পায় এবং ভিতর থেকে তার হৃদয়ই বলতে থাকে ঃ "আমাকে কেউ টানছে, নিজের সাথে টেনেই নিয়ে যাচ্ছে।"

نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھکو ذوق عریانی
کوئی کھینچے لئے جاتا ہے خود جیب وگریباں کو

অর্থঃ না আমি কোন আল্লাহর দেওয়ানা, না দেওয়ানা হওয়ার সেই জ্ঞান-বুদ্ধি আছে আমার মধ্যে। শুধু এতটুকু অনুভব করি, কে যেন আমার

www.banglakitab.weebly.com

গলা ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে নিজের সঙ্গে যে, "আয়! তুই আমার; আমার হয়েই থাকবি চিরকাল, চিরদিন।"

আল্লাহপাক যখন জযব্ করেন তখন হৃদয়ে 'অনুভব' হয় যে, কেউ আমাকে স্মরণ করছে, কেউ আমাকে মসজিদের দিকে ডাকছে, কেউ আমাকে আল্লাহওয়ালাদের নিকট যাওয়ার তওফীক দিচ্ছে। গুনাহের প্রতি ঘৃণা ও গুনাহের খারাবী দিলের যমীনে এভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, খোদ তার হৃদয়ই বলতে থাকে যে, এই সুন্দর ও সুন্দরীরা কয়েক দিন পরই তো বুড়া-বুড়ী হয়ে যাবে। আজকের এই রূপ-লাবণ্য মাত্র কিছুদিন পর মাটি হয়ে যাবে। এই খেয়াল ও মোরাকাবা তার রূহকে এত শক্তিশালী করে দেয় যে, এসব নাজায়েয ও হারাম বস্তুর সাথে মন লাগানোকে সে নিজের অজ্ঞতা, মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা এবং সময় ও জীবন বরবাদ করা মনে করে। ইবলিস শয়তান এক প্রতারক বিজনেসম্যান, সে ছেমড়া-ছেমড়িদের গাল ও চোখের চাহনীকে 'আকর্ষণীয় পণ্য' রূপে পেশ করে। অবশেষে গান্ধা-নাপাক ও বিশ্রী স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়। এজন্য আল্লাহপাক এসব জিনিসের খারাবী তার অন্তরে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলেন।

এরপর এগুলোর ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া সম্পর্কে তার অন্তরে আর কোনরূপ সন্দেহ থাকে না। আল্লাহপাক তাকে সর্বদা মহব্বতভরা জযব্ ও আকর্ষণের রশি দিয়ে বেঁধে রাখেন। আল্লাহপাক যাকে নিজেই নিজের দিকে টেনে ধরে রাখেন, সে আর কোথাও যেতে পারে? কোনক্রমে?

এখন জযব্ (আকর্ষণ)-এর ঘটনাবলী শুনাচ্ছি। আমার খেয়াল ছিল, আজকে এই বিষয়টি শেষ করে দিব। কিন্তু এখানে আমার কোন হাত নেই। কেননা জিহ্বা সঞ্চালিত হয় দয়ালু আল্লাহর হুকুমে। আল্লাহপাকের হাতে বান্দার জিহ্বার ব্রেক। তাই দেখি, গাড়ি কতদূর পর্যন্ত চলে। যত স্টেশন আসে আসুক, তারপরও বাকি থাকলে সামনে দেখবো ইনশাআল্লাহ।

এখন তোমার নামের সাথে আমার নামও আসবে

আমি সর্বপ্রথম বাদশাহ ইবরাহীম বিন আদহাম (রহ.)-এর আলোচনা করছি। সর্বপ্রথম তাঁর আলোচনা এজন্য আনলাম যে, তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহর জন্য বাদশাহী ও রাজত্ব বিসর্জন দিয়েছেন। এবং

www.banglakitab.weebly.com

আল্লামা আলূসী সাইয়্যেদ মাহমূদ বাগদাদী (রহ.) 'তাফসীরে রুহুল মাআনী'তে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যাঁর আলোচনা মর্যাদাপূর্ণভাবে তাফসীরের কিতাবের মধ্যে আসে, তাঁর ঘটনার আমি কিভাবে প্রাধান্য না দিয়ে পারি?

যেমন কবি বলেন ঃ

اب مرا نام بھی آئے گا ترے نام کے ساتھ

অর্থঃ "এখন 'তোমার পরমপ্রিয় নাম'-এর সাথে আমার নামও আসবে।" অর্থাৎ যে আল্লাহর জন্য কোরবান হয়ে যায়, নিজের সবকিছু বিসর্জন দেয়, তাহলে যেখানে আল্লাহপাকের আলোচনা হয় সেখানে আল্লাহর এই প্রেমিকের নামেরও আলোচনা হয়।

'আসবে তোমার নামের সাথে এখন আমার নাম
তোমার-আমার 'যুগল স্মরণ' আমি সফলকাম।'

আপনারা বলুন, দুনিয়ার কতো শত-শত বাদশা কবরে শুয়ে আছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করার কি কেউ আছে? তাদের সংবাদ নেয়ার মত কেউ নেই, কেউ নেই। কিন্তু একজন বাদশাহ 'হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রহ.)'-এর আলোচনা আল্লামা আলূসী (রহ.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে চতুর্থ পারার একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় পেশ করছেন।

'তাদের পদস্খলন ও পরাজয় মূলত: তাদেরই কারণে' ঃ কুরআনের এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা–

আল্লাহপাক বলেন ঃ

إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا

মানুষ যখন গুনাহ করে তখন গুনাহের কুফলে শয়তান তার অন্তরের মধ্যে আড্ডা বসায়। কেননা গুনাহের দ্বারা অন্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হয়। বাদুর কিন্তু বাস করে অন্ধকারের মধ্যে। শয়তানও বাদুরের চেয়ে কম নয়। সেও বাস করে ঘোর অন্ধকারে। অর্থাৎ শয়তান অন্ধকার দিলের মধ্যে স্বীয় কেন্দ্র ও হেড কোয়ার্টার বানিয়ে নেয়।

www.banglakitab.weebly.com

إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ

অর্থাৎ শয়তান সর্বদা মানুষকে পদস্খলিত প্ররোচিত করতে থাকে। এক গুনাহ হাজারো গুনাহের উসিলা হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার বিশেষ বান্দাদের উপর শয়তান কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তবে بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا। যখন গুনাহ করে তখন ঐ গুনাহের কুফলে সে শয়তানের কব্জায় এসে যায়। শয়তান তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। যেমন কোন সন্তান যখন বাপের অবাধ্য হয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়, বাপের নিকট থেকে দূরে দূরে থাকে, তখন সে গুণ্ডা-পাণ্ডাদের নাগালে চলে যায়, তাদের হাতে শিকার হয়ে যায়। নতুবা যদি কেউ আল্লাহপাকের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে, অটুট বন্ধন সৃষ্টি করে, এমন ব্যক্তির উপর শয়তান কিছুতেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বিন্দুমাত্রও বিচ্যুতি ঘটাতে পারে না। সাধারণ একটি বাচ্চা যখন বাপের কোলে থাকে, কারো জন্য সম্ভব নয় যে, ঐ বাচ্চাকে তার বাপের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। বাপ প্রাণ দিয়ে হলেও নিজের বাচ্চাকে রক্ষা করে। নিজের কাছে ধরে রাখে। তাহলে কোন বান্দা যদি শক্তভাবে এত বড় দয়ালু আল্লাহপাককে ধরে রাখে, তাহলে কিভাবে সম্ভব যে, তাকে কোন গুণ্ডা বা কোন শয়তানের চেলা আল্লাহর নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে?

আল্লামা আলূসী (রহ.) বলেনঃ যখন গুনাহ করার কারণে দিলের মধ্যে অন্ধকার ছেয়ে যায় এবং হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়, অতঃপর শয়তান ঐ হৃদয়কে নিজের হেড কোয়ার্টার বা প্রধান কার্যালয় বানিয়ে নেয়। হ্যাঁ, তখন ঐ পাপাচারী শয়তানকে হৃদয়-দখল হতে বিতাড়িত করার কি পদ্ধতি? কি কাজ করলে শয়তান এই অন্তরে আর থাকতে পারবে না? আল্লামা বলেন যে, অন্ধকারকে 'আলো' দ্বারা পাল্টে দিলে শয়তান আর ঐ আলোকিত হৃদয়ে থাকতে পারবে না। কেননা, নূর ও আলো শয়তানের বড় দুশমন। আলোর কাছে শয়তান থাকতে পারে না। সুতরাং এখনি তাওবা কর এবং আল্লাহপাকের নিকট মাফ চেয়ে নাও।

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا مَجَالَ لَهُ عَلَى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ

www.banglakitab.weebly.com

কারণ, 'হযরত আদমের সন্তান' যখন স্বীয় গুনাহের প্রতি লজ্জিত হয়ে তওবা ও এস্তেগফার করে, তার কালো দিল উজ্জ্বল ও আলোকিত হয়ে যায়। তখন ঐ আলোকিত দিলে শয়তানের কোনরূপ প্রভাব চলে না। বরং এমন আলোকিত অন্তর দেখে শয়তান তথা হতে পালিয়ে যায়। যেমন বাদুরের ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব হলো অন্ধকারের সাথে। অন্ধকার যত তীব্র হয় তার কাছে তা তত আরামদায়ক। তাই সে সূর্যের কিরণ ও আলো দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। তেমনি গুনাহ আর নাফরমানীর অন্ধকারের সাথে শয়তানের রয়েছে প্রেম ও বন্ধুত্ব। তাই সে তওবা দ্বারা আলোকিত অন্তরের নিকট থাকতে পারে না। সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

اِذَا اسْتَنَارَتِ الْقُلُوْبُ بِاَنْوَارِ التَّوْبَةِ وَالنَّدَامَةِ

অর্থাৎ যখন তওবা ও অনুশোচনার নূরে অন্তর আলোকিত হয়ে যায় এবং তাকওয়ার নূর অন্তরে প্রবেশ করে তখন শয়তানের সমুদয় শক্তি ও ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং শয়তান ঐ হৃদয়ের এরিয়া থেকে পলায়ন করে।

আল্লামা আলূসী (রহ.) উপরোক্ত ব্যাখ্যা পেশ করে 'তফসীরে রূহুল মাআনী'র ৪র্থ খণ্ডে বাদশাহ ইবরাহীম ইবনে আদহামের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আমি বিস্মিত হলাম যে, আল্লাহর এক দেওয়ানা ইবরাহীম তো মাত্র একটি রাজত্ব ও সিংহাসন বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু বিনিময়ে পেয়েছেন এক বিশাল ও স্থায়ী রাজত্ব। আর তাহলো মহাগ্রন্থ কুরআনুল কারীমের তাফসীরের কিতাবসমূহে কী সম্মান ও যত্ন সহকারে তাঁর নাম ও আলোচনা আসতেছে। কত মানুষ কতকাল পর্যন্ত এই তাফসীর গ্রন্থ থেকে তাঁর নাম ও আলোচনা শুনবে, শুনাবে এবং শিখবে।

اب مرا نام بھی آئے گا ترے نام کے ساتھ

"এখন তোমার 'প্রিয় নামের সাথে' আমার নামও আসবে।"

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ আয়াতের ব্যাখ্যা

যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল– وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

www.banglakitab.weebly.com

অর্থঃ (হে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম!) আপনার 'স্মরণ ও আলোচনা'কে আমি 'সমুন্নত-মহা সম্মানিত' করেছি। সাহাবায়ে- কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আয়াতের ব্যাখ্যা কি? নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বললেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহপাক আমাকে বলেছেন ঃ

اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِىْ

(হে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম!) "যখনই আমাকে স্মরণ করা হবে তখন আপনাকেও স্মরণ করা হবে।" "যেখানে আমার নাম আসবে, সেখানে আপনারও নাম আসবে।"

যদি কেউ সারা জীবনও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে থাকে, কিন্তু 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' না বলে সে কাফের অবস্থায় মারা যাবে। তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আপনার প্রতি আমার এই পরিমাণ ভালোবাসা যে, যদি কেউ আপনাকে বাদ দিয়ে লক্ষ লক্ষ বার আমার যিকির করে, জীবন ভর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, কিন্তু 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' না বলে, নিশ্চয় আমি তাকে দোযখেই নিক্ষেপ করবো। হযরত থানবীও 'বয়ানুল কোরআনে' 'তাফসীরে দুর্‌রে মানছূর'-এর বরাত দিয়ে এই ব্যাখ্যাই পেশ করেছেন। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম! যেখানে আমার নাম সেখানে আপনার নামও থাকবে। আমি আমার নামের সাথে আপনার নামকে 'আবশ্যকীয়' করে দিয়েছি। আযানের মধ্যে যেভাবে اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আশ্‌হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) থাকবে, তেমনিভাবে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ('আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাছূলুল্লাহ'ও) থাকতেই হবে।

বাতেনী (বা আধ্যাত্মিক) শাহাদত

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর সাচ্চা গোলাম, সাচ্চা অনুসারীরাও তাঁর আনুগত্যের বরকতে এই সৌভাগ্যের অধিকারী হন। অর্থাৎ যখন কোন মানুষ সুন্নত-শরীয়তের উপর জীবন উৎসর্গ করে দেয়, জীবনকে আল্লাহপাকের হুকুম ও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর

www.banglakitab.weebly.com

সুন্নতের 'অধীন' করে দেয়; সর্বক্ষণ এই খেয়াল রাখে যে, এই মুহূর্তে আল্লাহপাক আমার নিকট কি চান? এক্ষেত্রে তাঁর কি হুকুম, কি বিধান? এখানে প্রিয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)-এর কি তরীকা? এটা আল্লাহ ও রাসূলের তরীকার বহির্ভূত তো নয়? এক কথায়, আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির সামনে নিজের মন, নিজের ইচ্ছা, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, নফ্‌সের উপর করাত চালিয়ে আল্লাহ-রাসূলকে সন্তুষ্ট রাখে। এমন ব্যক্তির নামও আল্লাহ ও রাসূলের সুমহান নামের সাথেই সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত হয়ে যায়। তাদের নামও ঐ মহানদের পাশাপাশি আলোচিত হতে শুরু করে। যেমন এক বুযুর্গ বলেন ঃ

ترے حکم کی تیغ سے میں ہوں بسمل
شہادت نہیں میری ممنون خنجر

অর্থঃ তোমার 'হুকুমের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে'
দমে-দমে শহীদ আমি।
নহে কিন্তু 'এই শাহাদত'
খঞ্জরের কর্তনে 'দামী'।

অনেক লোক কাফেরদের তরবারীর নিচে তো 'কতল' হয়নি, কিন্তু আল্লাহর হুকুমের তরবারীর নিচে প্রতি মুহূর্তেই 'কতল' হতে থেকেছে। কেয়ামতের দিন এরাও শহীদদের সঙ্গেই উঠবে। হযরত থানবী (রহ.) সূরা বাকারার তাফসীরের মধ্যে লিখেছেন যে, যে সকল লোক নফ্‌সের অবৈধ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনাকে জলাঞ্জলী দিয়েছে, হারাম খাহেশাতের পক্ষে সাড়া দান থেকে বিরত থেকেছে, তারাও আল্লাহপাকের শহীদদের মর্তবা লাভ করবে। তাদের শাহাদত 'যাহেরী শাহাদত' নয়; বরং তা 'বাতেনী শাহাদত'। কেননা, তারা নফসের খাহেশাত তথা অবৈধ কামনা-বাসনার উপর করাত চালিয়ে স্বীয় হৃদয়কে রক্তাক্ত করেছে। রক্তের জোয়ার বহিয়ে দিয়েছে। তাদের 'অভ্যন্তরীণ শাহাদত'-এর এই রক্ত একমাত্র আল্লাহপাকই দেখতে থাকেন। যদিও দুনিয়ার কোন মানুষ তা দেখতে পায় না। কারণ, তাদের এ রক্ত শুধু 'ভিতরেই' প্রবাহিত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ!

www.banglakitab.weebly.com

কাল কেয়ামতে হাশরের ময়দানে দেখতে পাবে এ সকল আশেকীন ও খোদাপ্রেমিকদের মর্যাদা কত বড় ও কত উচ্চ।

داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی

'হৃদয়ের দাগ' চমকে উঠবে সূর্যালোকের মত
লক্ষ মাটির চাপেও 'তাহা' রয়না লুক্কায়িত।

কবরের উপর লক্ষ লক্ষ মণ মাটি ঢাললে কি হবে! আল্লাহওয়ালারা আল্লাহকে রাজী করার জন্য অন্তরে যেই চোট খেয়েছেন, দিলের উপর আঘাত আর আঘাত সয়েছেন, জখমে-জখমে হৃদয়টাকে জর্জরিত করেছেন, সেই অন্তরখানা কাল কেয়ামতের দিন সূর্যের মতোই উদ্ভাসিত হবে।

اے ترا خارے بپا نشکستہ کے دانی کہ چیست

হে দুনিয়াবাসীরা! হে পিছনে-পিছনে খোদাপ্রেমিকদের কুৎসা রটনাকারীরা এবং কুধারণাকারীরা! আল্লাহর জন্য বুকে আঘাত না-সওয়া হে মানুষেরা! আল্লাহ তাআলার জন্য তোমাদের তো একটি কাঁটাও ফোটেনি। তাহলে তোমরা কিভাবে বুঝবে–

حال شیرانے کہ شمشیر بلا بر سر خورند

"সেই মহান 'সিংহ দল' এর মর্যাদা যারা সর্বদা মনের অতি লোভনীয় হারাম কামনা-বাসনার উপর আল্লাহর আদেশের ধারালো তরবারী চালাতেই থাকেন।" তোমাদের তো এই রাস্তায় একটি কাঁটাও বিঁধেনি। যদি কখনো দু-একটি কাঁটা ফুটেও থাকে তাহলে তৎক্ষণাৎ তোমরা খানকাহ ও সেই ত্যাগী মানবদের সান্নিধ্য ছেড়ে পালিয়েছ এবং এশ্‌ক ও মহব্বতের এলাকা ত্যাগ করে দ্রুত সুদূরে সরে গেছ।

اے ترا خارے بپا نشکستہ کے دانی کہ چیست
حال شیرانے کہ شمشیر بلا بر سر خورند

www.banglakitab.weebly.com

একটি কাঁটাও বিঁধেনি তো
পায়ে তোমার ভবে
'সিংহ' যে সয় লাখ তলোয়ার
বুঝবে তা কিভাবে?

যারা আল্লাহর রাস্তায় একটি মাত্র কাঁটা ফোটার কষ্টও সহ্য করেনি তারা আল্লাহগামী ঐ মহান সিংহপুরুষদের মহান মর্যাদা কি করে জানবে এবং বুঝবে? আল্লাহর জন্য যাঁরা হাজারো আঘাত সয়েছেন তাঁদের মর্তবা মাপার এক রত্তি জ্ঞানও কি আছে ওদের মধ্যে?

পরিতাপ ঐ সকল বিশাল-আকৃতির দেহাবয়বের প্রতি যাদের ওজন করলে তো এক-একজনই 'দুই-আড়াই মণ' হবে;কিন্তু যখন আল্লাহর হুকুম সম্মুখে আসে তখন স্বীয় ঘৃণ্য লক্ষ্য উদ্ধার করতে গিয়ে ওরা 'শিয়ালের' রূপ ধারণ করে। এমন ব্যক্তির অবস্থার উপর যতই কান্নাকাটি করা হোক না কেন, নিশ্চয় তা যৎসামান্য এবং অনুল্লেখ্য।

এই ব্যক্তিটি যদি স্বীয় বরবাদ জীবনের উপর কাঁদতে কাঁদতে রক্তসাগরও সৃষ্টি হয়ে যায়, তবুও তার 'ধ্বংসিত জীবনের' ক্ষতিপূরণ হবে না কোন দিন, কোন কালেও– (যতক্ষণ না তওবা করে ফিরে আসে)। যারা আল্লাহর গোস্বা-গযব খরিদ করেছে, যদিও তওবা করলে মাফ হয়ে যাবে; কিন্তু একবার যদি 'শক্ত যখম' হয়, তার সেই দাগ ও চিহ্ন মিটতে অনেক সময় লাগে। তবে যদি খাঁটি তওবা ও বেশি বেশি তওবা-এস্তেগফারের বরকতে কারো প্রতি আল্লাহপাকের বিশেষ দয়া অবতীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে দাগ তো ইনশাআল্লাহ সম্পূর্ণটা মিটবেই, সাথে সাথে এই চরম অনুতাপের বরকতে আল্লাহ-পাক তার মর্যাদা বহু পূত-পবিত্র বান্দাদের চেয়েও উর্ধ্বে তুলে দিবেন।

হযরত ফুযাইল বিন ইয়ায (রহ.)-এর 'আসমানী আকর্ষণ'-এর ঘটনা

হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহ.) শুরুতে একজন পাপিষ্ঠ বান্দা ছিলেন। ডাকাতি করতেন। একদা ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে চেলা-চামুণ্ডাদের নিয়ে একটি বাড়ি বেষ্টন করে ফেললেন। ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর থেকে

কোরআন পাকের তেলাওয়াতের আওয়াজ আসলো। এক আল্লাহর ওলী তাহাজ্জুদের নামাযে পবিত্র কোরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করছিলেনঃ

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

অর্থঃ ঈমানদারদের জন্য এখনো কি সময় আসেনি যে, আল্লাহকে স্মরণ করে তাদের অন্তর কম্পিত-বিগলিত হয়ে যায়? এই আয়াত শোনা মাত্রই হযরত ফুযাইলের অন্তরে এক চোট লাগল এবং 'কাঙ্ক্ষিত ক্রিয়া' প্রতিফলিত হয়ে গেল।

حسن کا انتظام ہوتا ہے   عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے

দোজাহানের কল্যাণের সবকিছু হয় তো আসমান থেকেই। মাঝখানে নাম হয়ে যায় আশেকের এশ্‌ক ও এবাদতের।

سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں
گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں

হে বন্ধু! শোন, যখন সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে যায় তখন মাওলাকে পাওয়ার ঠিকানা তিনি নিজেই ধরিয়ে দেন।

যখন হযরত ফুযাইল (রহ.)-এর অন্তরে মহব্বতের চোট লাগল, তৎক্ষণাৎ তিনি সেই বাড়ি থেকে নেমে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! তোমার ভয়-আযমতে দিল গলে গেছে। আমার কঠিন অন্তর আজ কোমল হয়ে গেছে। হাঁ! 'তোমাকে স্মরণ করার' সময় আমার এসে গিয়েছে। অতঃপর অন্যান্য ডাকাতদেরকে বললেন যে, আল্লাহপাক আমাকে নিজের জন্য কবুল করে নিয়েছেন। আমাকে 'নিজের মহব্বতে আকৃষ্ট' করে ফেলেছেন।

এখন আমি আর কারো না; শুধু তাঁরই।

چسکا لگا ہے جام کا شغل ہے صبح و شام کا
اب میں تمہارے کام کا محتسور رہا نہیں

অর্থঃ "আল্লাহপ্রেমের শরাব ও স্মরণ আমাকে 'আপনভোলা' করে ফেলেছে। সকাল-সন্ধ্যা, দিবা-রাত এখন এই শরাবই 'আমার পেশা'। বান্দার ভালবাসা ও বন্দেগী ভিন্ন আর কোন পেশা না উহাদের পক্ষে তোমরা আর আমাকে ডেকো না। আমি এখন আর তোমাদের সর্দারীর যোগ্য নই।"

আরও বললেন ঃ

হে আমার দস্যু-সাথীরা! এখন আমার দ্বারা তোমাদের কোনই কাজ হবে না। আমার দ্বারা আর ডাকাতি করা অসম্ভব।

অতঃপর পূর্বে যেখানে যেখানে ডাকাতি করেছিলেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের টাকা-পয়সা ও সব মালামাল ফেরত দিয়ে দিলেন। আর যাদের টাকা ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়নি তাদের পা ধরে কাঁদতেছিলেন আর বলতেছিলেন, ভাই! আমাকে মাফ করে দেন, কেয়ামতের দিন এই অপরাধে আমাকে ধরবেন না। এরপর তিনি এত বড় ওলী হয়েছিলেন যে, মুনাজাতে-মকবুলের শেষে আমাদের চার সিলসিলার বড় বড় বুযুর্গদের যে তালিকা রয়েছে তাতে এই ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহ.)-এর নামও বর্তমান আছে এবং তাঁর উসিলা দিয়েও আল্লাহপাকের নিকট দোআ-মুনাজাত ও প্রার্থনা করা হয়। যেমন এক বুযুর্গ বলেছিলেন ঃ

تو نے مجھکو کیا سے کیا شوق فراواں کردیا
پہلے جاں پھر جان جاں پھر جان جاناں کردیا

অর্থঃ হে আল্লাহর ওলী!

তুমি আমার কোথা হতে কোথায় নিয়ে গেলে?
'শূন্য প্রাণে' 'প্রেমের উত্তাপ' 'পূর্ণ' করে দিলে।
মৃতপ্রাণকে জীবন্ত, ফের 'পথের প্রদর্শক'
অবশেষে খোদার 'বিশেষ প্রেমিকের পদক'।

দেখ! কোথেকে কোথায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এটা আল্লাহপাকের 'বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ'। একেই বলে 'জয্‌ব্‌'। এখন আরেকটি ঘটনা শুনুন!

www.banglakitab.weebly.com

মসনবী শরীফে নাছুহ্-এর জযবের ঘটনা

আমি বাদশাহ ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)-এর ঘটনা শুরু করে এর মধ্যখানে দ্বিতীয় একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। এটা আমার 'জীবনের পীর ও মোরশেদ' মাওলানা রুমী (রহ.)-এর বর্ণনা-পদ্ধতি। যখন আমি না-বালেগ ছিলাম, সেই বাল্যকাল থেকেই মাওলানা রুমী (রহ.) আমার রূহ ও জীবনের মোর্শেদ ছিলেন। অর্থাৎ যখন থেকে তাঁর মসনবী শরীফ দেখছিলাম তখন থেকেই তাঁর ফয়েয ও বরকত প্রাপ্ত হতে থেকেছি। তাহলে বলুন, কিভাবে আমি 'ধারাবাহিকতা' বজায় রেখে বয়ান করবো? কেননা, মসনবী শরীফে এক ঘটনার মাঝে দ্বিতীয় ঘটনা, দ্বিতীয় ঘটনার মাঝে তৃতীয় ঘটনা, আবার চল্লিশ-পঞ্চাশ পৃষ্ঠার পর প্রথম ঘটনার আলোচনা। এভাবেই বর্ণিত ও বিন্যস্ত হয়েছে মাওলানা রুমীর মসনবী।

এখন শুনুন 'নাছূ'র ঘটনা। সে ছিল এক ভয়ানক পাপিষ্ঠ লোক। কিন্তু সে ছিল সুদর্শন যুবক। খুব সুন্দর, খুব ফর্সা ও পরিষ্কার। তার স্বর ও আওয়াজ ছিল একেবারে নারীদেরই ন্যায়।

কোন কোন পুরুষ এমনও হয় যে, দেহ তো অনেক 'ভারী', কিন্তু কণ্ঠ এতটা নরম ও কোমল হয় মনে হয় কোন নারী কথা বলছে। যেমন আমাদের খানকায় এক লোক আছে, তার বাসায় যখন টেলিফোনের ঘণ্টি বাজছিল এবং সে ফোন রিসিভ করে হ্যালো বলল, তখন ওপার থেকে ফোনকারী বলল, মা! তোমার আব্বুকে ডাকো। অথচ এই রিসিভকারী লোকটি ছিল খান বংশের। খানও যেমন-তেমন নয়; বরং তাগড়া খান। সে বলল, আমি মেয়ে নই; আমি তো পুরুষ। তবে আমার আওয়াজটা একটু নরম।

যাহোক, নাছূহের কণ্ঠ ছিল নারীর কণ্ঠের মত। ওদিকে তার মুখেও দাড়ি-মোচ কিছুই ছিল না। দাড়ি-গোঁফ গজায়ইনি। সে বাদশার ঘরের কাজের চাকুরি নিল। তার কাজ ছিল শাহজাদীদের ও রাজরাণীদের গোসল করানো, তাদের হাত-পা ও মাথা টিপে দেওয়া, তেল মালিশ করে দেওয়া এবং গোসল ইত্যাদির পর কাপড় পরিয়ে দেওয়া। নাছূহ্ বোরকা পরে থাকতো। যেহেতু নাছূহ ছিল পুরুষত্বপূর্ণ এক সুসক্ষম পুরুষ। পুরুষত্বে কোন কমতি ছিল না তার মধ্যে। তাই আরো যে সব সেবিকারা রাজকন্যা

ও রাজরাণীদের খুব মালিশ করে করে গোসল করাতো, তাদের সকলের উপর নাছূহ্ ফাষ্ট ডিভিশন ফাষ্ট হয়ে গেল। সবার চেয়ে বেশি নাম্বার পেয়ে গেল। কেননা অন্যান্য সেবিকারা তো মহিলা, আর নাছূহ্ হল একজন সুপুরুষ। তাই সে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে, সাথে সাথে কুরিপুর তাড়নায় হারাম স্বাদ উপভোগ করে এতটা ডলা-ডলি ও মালিশ করতো যে, শাহজাদী ও বেগম সাহেবাগণ খুশীতে মুগ্ধ-মোহিত হয়ে যেত। নাছূহ্ তাদের নিকট অধিক সমাদৃত হয়ে গেল। ফলে তারা অন্যান্য সেবিকাদেরকে বলে দিল যে, তোমরা আমাদেরকে গোসল করাতে এবং শরীর ডলতে ও তেল মালিশ করতে আসবা না, বরং এই উঁচু-লম্বা মহিলাকে দিয়েই আমরা গোসল ইত্যাদির কাজ সেরে নেব। সে এসব খুব ভালো পারে।

নাছূহ্ নিজেকে খুব ভদ্র ও পর্দানেশীন দেখিয়ে বোরকা পরে থাকতো। বেগম সাহেবাদের গোসল ইত্যাদি সেরে পাশেই ছিল একটি বন-জঙ্গল; সেখানে গিয়ে আল্লাহর দরবারে কাঁদতো আর ফরিয়াদ করতো, হে আল্লাহ! একদিন তো মৃত্যু আসবে। সে দিন আমি কিভাবে আপনাকে মুখ দেখাবো? একদিকে তওবাও করতো, অপর দিকে আবার সেই কাজে লিপ্ত হয়ে নিজের নফ্‌স্‌কে হারাম মজা আস্বাদনের সুযোগও দিত।

মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন ঃ নাছূহ্‌র নফ্‌স্ এতটা জঘন্য ও নিকৃষ্ট ছিল যে, এদিকে তওবাও করতো, অপর দিকে সেই কাজই পুনরায় করতো। সে হাজারো বার তওবা করে তওবা ভেঙ্গে ফেলেছে; কিন্তু একদিন তার ললাটে সৌভাগ্যের তারকা ভেসে উঠল। আল্লাহপাকের সান্নিধ্য লাভের সময় এসে গেল। জয্‌বের (তথা খোদায়ী আকর্ষণের) সময় উপস্থিত হল। দেখুন, যখন জয্‌বের সময় এসে যায় তখন খোদ-বখোদ রাস্তা খুলে যায়।

سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں
گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں

হে বন্ধু! শোন, যখন সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে যায় তখন তাঁকে পাওয়ার ঠিকানা তিনি নিজেই বলে দেন।

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহকে পাওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো। ঐ জঙ্গলা দিয়ে এক আরেফ-বিল্লাহ ওলীআল্লাহ অতিক্রম করছিলেন। তখনই নাছূহের ভিতর তোলপাড় সৃষ্টি হলো যে, জঙ্গলে গিয়ে আল্লাহপাকের নিকট রোনাজারী করবে। ইতিমধ্যে যখন দেখতে পেল এক আরেফ আল্লাহর খাছ বান্দা যাচ্ছেন।

رفت پیش عارفے آں زشت کار   در دعائے خویش مارا یاد دار

অর্থাৎ এই পাপী বান্দা নাছূহ্ ঐ বুযুর্গের নিকট গিয়ে বলল, (হে আল্লাহওয়ালা!) মেহেরবানী করে আপনার দোআর মধ্যে এই অধমকে একটু স্মরণ করবেন। মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন, ঐ আল্লাহওয়ালা তখনই হাত উঠালেন এবং সাত আসমান পার হয়ে তাঁর দোআ আল্লাহপাকের নিকট পৌঁছে গেল। জয্বের সময় সন্নিকটে। এবং তখনই আসমানে নাছূহ্কে ওলী বানানোর ফায়সালা হয়ে গেল। আল্লাহপাক তাকে 'জয্ব্' করে নিলেন এবং এক অদৃশ্য পথে তার জন্য মুক্তির পথ বের করলেন।

حسن کا انتظام ہوتا ہے   عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے

হেদায়েত ও কল্যাণের এনতেজাম তো হয় আসমান থেকে, নাম হয় শুধু প্রেম ও প্রেমিক এবং আবেদ ও এবাদতের।

এবার নাছূহ্ যখন তওবা-এস্তেগফার করে জঙ্গল থেকে বাদশার বাড়িতে ফিরল। দেখতে পেল এক কঠিন ঘটনা ঘটে গেছে। আর তাহলো, বাদশার স্ত্রীদের মধ্য থেকে এক যুবতী স্ত্রীর গলার হার হারিয়ে গিয়েছে। তালাশ করার সময় ঘোষণা করা হয়েছে যে, যদি হার না পাওয়া যায় তাহলে সকল সেবিকাকে বিবস্ত্র করে চেকিং করা হবে। এরপর তাই শুরু হলো। এক-একজন করে সেবিকা মেয়েদের বিবস্ত্র করে চেকিং চলছে। এখনও আট-দশজন বাকী, তারপর আসবে নাছূহের নম্বর। তখন নাছূ'র কি অবস্থা! ভয়ে-আতঙ্কে তার সারাটা দেহ কাঁপতে লাগলো।

এবার সে আল্লাহপাকের নিকট দোআ শুরু করল; কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিল। আল্লাহপাকের নিকট প্রার্থনা করলো, হে আল্লাহ! আজ যদি আমাকে চেক করা হয় তাহলে আমার গোমর তো অবশ্যই ফাঁস হয়ে

www.banglakitab.weebly.com

যাবে; আমি যে পুরুষ তা ধরা পড়ে যাবে। ফলে, বাদশাহ্ আমার গর্দান পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলবে এবং আমাকে ছিন্ন-ভিন্ন ও ক্ষত-বিক্ষত করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর-দলকে আমার উপর লেলিয়ে দিবে। আমার জীবনপ্রদীপই এভাবে নিভিয়ে দিবে।

বাদশাহ ক্রোধান্বিত হয়ে এত কঠিন শাস্তি দিবে যা সহ্য করা আমার জন্য সম্ভব হবে না।

নাছূহ্ এবার মহা পালনকর্তা আল্লাহর নিকট করুণ মিনতির সাথে বলতে লাগলো ঃ

اے خدا ایں بندہ را رسوا مکن　　گر بدم من سر من پیدا مکن

আয় আল্লাহ! এই বান্দাকে আপনি অপদস্ত কোরেন না। সকলকেই উলঙ্গ করে তদন্ত চলছে। যদি আমি ধরা পড়ে যাই, তাহলে বাদশার পক্ষ হতে আমার জন্য নিশ্চিতভাবে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তিই অবধারিত। যদিও আমি এক নালায়েক; গান্ধা ও অতি নিকৃষ্ট বান্দা; কিন্তু আপনার নিকট ফরিয়াদ করছি আপনি আমার 'এই গোপন হালত' প্রকাশ করে দিয়েন না। আপনার 'ছাত্তার' (দোষ গোপনকারী) নামের পর্দার আঁচল-তলে আমাকে সদয় আশ্রয় দিন। যদি আপনি আমাকে সদয় আশ্রয় না দেন তাহলে বাদশাহ আমাকে এমন ভয়ঙ্কর শাস্তি দিবে যা যুগ-যুগ ধরে 'করুণ এক ইতিহাস' হয়ে থাকবে।

দ্বিতীয় ছন্দে নাছূহ্ 'অঙ্গীকারনামা' পেশ করছে যে, হে আল্লাহ! জান্ দিয়ে দিবো, তবু আর কোন দিন আপনাকে নারাজ করবো না।

گر مرا ایں بار ستاری کنی

যদি আজ আপনি আমার ভেদ ফাঁস না করেন এবং 'আমার দোষ' ঢেকে রাখেন—

تو کرم کن ز منا کرا

www.banglakitab.weebly.com

توبہ کردم حقیقت یا خدا   نشکنم تا جاں شود از تن جدا

অর্থঃ আয় খোদা! এতটা খাঁটি মনে আজ আমি এই তওবা করছি যে, দেহ থেকে জীবন বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত আর কখনো তা আমি ভঙ্গ করবো না।

জীবন দিবো, তবু কভু করবো না আর গুনাহ
গুনার পরে তোমার পানে চাইতে যে পারি না।
অঙ্গীকার এই ভঙ্গ আমি করবো না আর কভু
'ক্ষমার আঁচল-তলে' আশ্রয় দাও মোরে হে প্রভু!

যদি আজ আপনি আমাকে মাফ করেন ও মুক্তি দেন তাহলে আমি জান্ দিয়ে দেব তবু আপনার নাফরমানী করবো না।

(এ পর্যায়ে হযরতওয়ালা করাচী দামাত বারাকাতুহুম বলে উঠলেনঃ) আছে কি কেউ আজকের আমাদের এই মজলিসে? যে আল্লাহর ভয়ে হিম্মত করবে যে, হে আল্লাহ! জান দিবো, তবু আপনাকে অসন্তুষ্ট করবো না। আপনার হুকুমের বিপরীত নফ্সের কোন কথা মানবো না।

نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے
کہ جن کو دیکھنے سے رب مرا ناراض ہوتا ہے

দেখবো না দেখবো না কভু আমি তাদের পানে
অসন্তুষ্ট হবেন মাওলা দেখলে যাদের পানে।

লা'নতী স্বাদের ক্ষেত্রে আমরা বলবো ঃ

ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں
کہ جن سے رب مرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے

এমন স্বাদ তো স্বাদই নহে বরং তা লা'নত
যে স্বাদ নিলে কেড়ে নিবে আল্লাহপাক রহমত।

www.banglakitab.weebly.com

যে স্বাদ জেরে 'মহান মালিক' অসন্তুষ্ট হবে

যাবো না কো কোনদিনও আমি 'সেই গহ্বরে'।

আছে কি কেউ নাছূহের পদাঙ্ক অনুসরণকারী যে আজ এই মজলিসের মধ্যে অঙ্গীকার করবে যে, জান দিয়ে দিব, তবুও হে খোদা! আপনার গোস্বা-গযব ও অসন্তুষ্টির কাজ করবো না। নফ্‌স নামক দুশমনের কথা মানবো না। কে আছে যে আমার সাথে সাথে বলবে? আমার সাথে তোমরাও বল, হে আল্লাহ! আজ আপনার সাথে ওয়াদা করছি যে, আপনাকে নারাজ করবো না, যদি তাতে জানও চলে যায়। গুনাহ থেকে বাঁচতে গিয়ে যদি জানও চলে যায় তাহলে জান আমি মাওলার তরে উৎসর্গ করে দিব। তবুও গুনাহ করবো না। হে মাওলা! আপনাকে নারাজ করবো না এবং জান উৎসর্গ করে সেই পরমানন্দে আমি এ ছন্দটি পাঠ করবো :

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

উৎসর্গিলাম জীবন যাহা
তাঁহার জন্য
নয় তো আমার তাহা;
তাঁহার দানে ধন্য।
তাঁহার মাণিক তাঁহার তরে
যতোই করি শোধ
কসম খোদার 'অশোধ্য' এই
হক কভু হয় শোধ?

অতঃপর নাছূহ্ বললঃ

اے عظیم از ما گناہان عظیم

হে আল্লাহ! আপনি অনেক বড়, অনেক মহান। যদি হরয়ে-কা...

www.banglakitab.weebly.com

সম্মুখে তা কোন উল্লেখযোগ্য বিষয়ই নয়। সুতরাং শুধু আপনার মহত্বের উসিলায় আপনি আমার সমুদয় গুনাহ মাফ করে দেন।

اے عظیم از ما گناہان عظیم تو توانی عفو کردن در حریم

হে মহান! আমাদের সমস্ত গুনাহ হতেও যিনি অনেক বড়, অনেক মহান! 'আপনার শাহী হরমে' গুনাহ মাফ করার তো আপনিই 'পূর্ণ অধিকার' রাখেন। হরমে-কা'বায়ও আপনি যে কোন গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন। আপনার সুবিশাল মহত্ব ও বড়ত্বের সামনে আমার গুনাহ তো কিছুই না।

অতঃপর আল্লাহপাকের দয়া হলো। রহমতের দরিয়ার ঢেউ তাকে বেহুশ করে দিল। এবং ঐ বেহুশ অবস্থায় আল্লাহপাক তাকে জান্নাত-জাহান্নাম দর্শন করালেন। ইতিমধ্যে এক মহিলার নিকট 'সেই হারানো হার' পাওয়া গেল এবং সাথে সাথে ঘোষণা হলো যে, হার পাওয়া গিয়েছে।

এদিকে নাছূহ্ তো সেই বেহুশ অবস্থায়ই পড়ে আছে। এখন শাহী ফ্যামিলীর নারীরা তাদের 'প্রিয়তম সেবক' নাছূহ্কে পাখা দিয়ে বাতাস করছে। যখন নাছূ'র হুশ ফিরে এলো এবং শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে গেলো, তখন শাহী মহলের রাণীরা দু'হাত জুড়ে নাছূ'র নিকট ক্ষমা চাইতে লাগল। বলতে লাগল যে, হে নাছূহ! তুমি আমাদের ক্ষমা কর। অপমান-বোধে তোমার তো অনেক মানসিক কষ্ট হয়েছে, যার ফলে তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে।

নাছূহ্ তখন রাজ পরিবারের নারীদের লক্ষ্য করে বলতে লাগলোঃ দেখুন, এখন আর আমার দ্বারা আপনাদের কোন কাজ হবে না। আমার হাত-পা থেকে খেদমত করার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। বেহুশ হওয়ার কারণে আমি এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছি যে, আপনাদের খেদমত করার ক্ষমতা এখন আর আমার মধ্যে নেই।

এসব কথা দ্বারা নাছূ'র উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আল্লাহপাক আমাকে বেহেশত-দোযখ দেখিয়ে আমার ঈমানকে সেই স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন যে, এখন আমার দ্বারা আল্লাহর নাফরমানী করা আর সম্ভব নহে। এখন যদি কদাচিৎ আমি নাফরমানী করতেও চাই তখন আমার ভিতরে আল্লাহ পাকের বড়ত্ব, মহত্ব ও তাঁর ভয় এতটা ছেয়ে যায় যে, তখন কোনক্রমেই

আর সাহসই হয় না যে, দুনিয়ার হারাম মজা ও স্বাদের বিনিময়ে আল্লাহর গোস্বা খরিদ করবো।

আমার ছন্দের একটি টুকরা এখন স্মরণ হলো ঃ

لذت عارضی تھی عزت دائمی گئی

'কিছুক্ষণের' পাপের স্বাদে
গেলো মান-ইজ্জত,
চির দিনের তরে হলাম
চরম বে-ইজ্জত।

গুনাহের দুনিয়াবী শাস্তি আজীবন লাঞ্ছনা ও অপমান

পাপের মজা ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু পাপের যিল্লতী ও অপমান হয় দীর্ঘস্থায়ী। সারা জীবনের লক্ষ তাহাজ্জুদ এবং লক্ষ হজ্জ-উমরাও গুনাহ ও নাপাক যিন্দেগীর বে-ইজ্জতী ও লাঞ্ছনাকে ঢাকতে পারে না। যার সাথে গুনাহে লিপ্ত হয়েছিল, ঐ লোক যখন কোথাও গুনাহের সেই আহ্বানকারীকে দেখে, তখন নেহায়েত ঘৃণ্য দৃষ্টিতে দেখে। আর ভাবতে থাকে যে, 'এই শূকর-কুকুর প্রকৃতি'র খবীসটা কোথেকে এলো এখানে? কত জঘন্য আযাব ইহা!

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন ঃ "সমকামিতায় লিপ্ত উভয়ে একে অন্যের নজরে চির দিনের জন্য ঘৃণিত ও ধিকৃত হয়ে যায়।" তিনি আরো বলেন যে, অস্বচ্ছ-অবৈধ প্রেম এবং আল্লাহকে নারাজকারী ভালবাসা আল্লাহর আযাব। যে দোযখ দেখেনি সে যদি দুনিয়াতে দোযখ দেখতে চায় তাহলে সে ছেমড়া-ছেমড়িদের সাথে অবৈধ ভালোবাসা স্থাপন করে দুনিয়ার মধ্যেই যেন দোযখ দেখে নেয়। গায়রুল্লার প্রেমে পড়া আল্লাহ্র আযাব।

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব (রহ.) বলেন ঃ রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্যপ্রেমের পরিণতি হয় পরস্পরের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা। যখন চেহারার চমক-দমক শেষ হয়ে যায়, তখন একে অন্যের ভাল-মন্দও জিজ্ঞাসা করে না। করতে পারে না। ইতিপূর্বে তো প্রিয়-দেহের একটি মাত্র 'তিলের' বিনিময়ে সমরকন্দ ও বোখারার মত বিশাল রাজত্বও লুটিয়ে দিত। যখন

রূপ-লাবণ্য শেষ হয়ে গেলো, একদা তার 'প্রেমাস্পদ' বললো, তুমি তো আমার একটি তিলের বিনিময়ে সমরকন্দ আর বোখারাও সঁপে দিচ্ছিলে। বল, আজ আমাকে কি দিবে তুমি? তদুত্তরে প্রেমিক বলে ঃ সমরকন্দ ও বোখারা তো অনেক বড় জিনিস, এখন তো আমি একটি আলুবোখারাও দিবো না তোমাকে। কারণ, তোমার বার্ধক্যপীড়িত বিকৃত চেহারা দেখে আমার তো 'বোখার' (জ্বর) আসতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় তোমাকে আমি আলুবোখারাই-বা কোথেকে দিবো?

গুনাহ বর্জন রহমতের দলিল আর গুনাহ করা হতভাগ্যের দলিল

মাত্র কয়েক দিনের হারাম মজা উপভোগ করার জন্য নিজের মাওলাকে ক্রোধান্বিত করো না। বন্ধুগণ! আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর রহমত নাযিল করুন। সবচেয়ে বড় রহমত হলো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এজন্য হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম দ্বীনের উপর 'অটল থাকা'র জন্য আমাদেরকে দোয়া শিখিয়েছেন। আমি সেই দোয়া পড়তেছি, আপনারাও তা শিখে নিন।

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِىْ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার উপর রহমত নাযিল করুন, যার ফলে আমার গুনাহ ত্যাগের তওফীক হয়ে যায়।

হে আল্লাহ আমার উপর এমন রহমত নাযিল করুন যদ্বারা আমি গুনাহ বর্জন করে আপনার অসন্তুষ্টির সকল কাজ থেকে দূরে থাকতে পারি।

وَلَا تُشْقِنِىْ بِمَعْصِيَتِكَ

এবং আপনার নাফরমানীর কাজে লিপ্ততার দ্বারা আমাকে 'হতভাগা' বানাবেন না।

এই দোয়া থেকে বুঝা যায় যে, গুনাহগার মানুষ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অবস্থায় জীবন কাটায়। যে কোন সময় সে 'হতভাগ্য' হয়ে যেতে পারে, বে-ঈমান অবস্থায় মৃত্যু হয়ে যেতে পারে, আল্লাহপাকের গোস্বার মধ্যে গ্রেফতার হয়ে যেতে পারে। নতুবা হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এমন কঠিন শব্দ

www.banglakitab.weebly.com

কেন ব্যবহার করলেন? আমি ওলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা তো এল্‌মে-ওহীর শিক্ষায় শিক্ষিত, আপনারা বলুন, "হে আল্লাহ! আপনার নাফরমানীর কারণে আমাকে হতভাগা বানাবেন না।" এই দোআ দ্বারা কি বুঝা যায়? বুঝা যায় যে, নাফরমানীর মধ্যে হতভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে।

অনেক লোক এমন আছে যাদেরকে দেখলে বাহ্যতঃ বায়জীদ বলে মনে হয়, কিন্তু তওবা না করার দরুন 'ইয়াযীদের জীবন' নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে। ফেরেশতাদের আযাবের সম্মুখীন হয়েছে।

আসুন, আমরা সকলে এই দোআ মুখস্ত করে নিই–

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِىْ

(আল্লাহুম্মারহাম্‌নী বি-তারকিল মাআছী)

হে আল্লাহ! আমার উপর সেই রহমত নাযিল করুন যদ্বারা গুনাহ বর্জনের হিম্মত পয়দা হয়ে যায়। আমাদের শিয়াল-মার্কা কাপুরুষতা যেন সিংহের সাহসিকতায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। যদিও আমাদের দেখতে সিংহের মত মনে হয়, কিন্তু হিম্মত ও সাহসিকতায় আমরা একদম শিয়ালের মত। দুনিয়াবী ব্যাপারে গোস্বার এতটা পাওয়ার থাকে যে, মনে হয় তার মোকাবিলা করার মত ক্ষমতা কারুরই নাই। কিন্তু নফ্‌স্‌ ও কুপ্রবৃত্তির গোলামীর ক্ষেত্রে মনে হয়, তার চেয়ে হীন মনোবল-কাপুরুষ আর কেউই নাই। আল্লাহপাক এমন লোকদের থেকে যদি তাঁর 'ছাত্তার' নামের 'পর্দা' হটিয়ে দিয়ে তাদের অন্যায়গুলো মানুষের মাঝে প্রকাশ করে দিতেন, তাহলে স্পষ্ট বোঝা যেত যে, এদের চেয়ে নিচু, জঘন্য ও হীন-মনের কাপুরুষ আর কেউ নেই।

অতএব এই দোআটি আবার পড়ুন, আয় আল্লাহ! এই মজলিসের এই দোআটি অদ্য কবূল করে নিন। নিজ স্থানে মহিলারাও পড়বে এই দোআ ঃ "হে আল্লাহ! আমার উপর এমন রহমত নাযিল করুন যার ফলে গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার তওফীক লাভ হয়।" শিয়ালের মত কাপুরুষদেরকেও তো আপনি 'সিংহ' বানিয়ে দেন। অতএব, 'আপনার পথের এই শিয়ালগুলি'কে 'সিংহ' বানিয়ে দিন।

www.banglakitab.weebly.com

দোআর দ্বিতীয় অংশ হলো ঃ وَلَا تُشْقِنِى بِمَعْصِيَتِكَ (ওয়া-লা তুশ্‌কিনী বি-মা'ছিয়াতিক্) "এবং আমাদের গুনাহের ফলে আমাদেরকে 'হতভাগ্য' বানাবেন না।" বুঝা গেল, গুনাহের মধ্যে হতভাগ্য তথা জাহান্নামী হওয়ার ক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নতুবা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম গুনাহ থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য 'এই শব্দ' দ্বারা কেন দোআ করলেন? অর্থাৎ 'হতভাগ্য করবেন না'।

বন্ধুগণ! হিম্মতের সাথে কাজ করতে হবে। নিজেকে দুর্বল ভাবা যাবে না যে, আমি তো পারি না, আমার দ্বারা হবে না। যে নিজেকে দুর্বল ভাবে, সে দুর্বলই থেকে যায়। সকলকেই আল্লাহপাক 'হিম্মত'-এর 'মহা সম্পদ' দান করেছেন। সুতরাং কেউ হিম্মতচোর হয়ো না। আমি কসম খেয়ে বলছি, যে হিম্মতকে কাজে লাগিয়েছে, অবশ্যই সে আল্লাহর সাহায্য লাভ করেছে। এমন লোকও আছে যে, চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার কোন এক গুনাহের অভ্যাস ছিল। কিন্তু হিম্মতের সাথে ঐ গুনাহ ত্যাগের চেষ্টা করেছে। আলহামদুলিল্লাহ ঐ গুনাহ থেকে সে এখন মুক্তি পেয়েছে। সম্পূর্ণ মুক্ত আছে। (হিম্মতের বরকতে কী রহমত নসীব হয়ে গেছে!)

আমাদের মীর সাহেব (হযরতওয়ালার খাদেম) বারো বছর পর্যন্ত খুব কড়া জর্দা আর পান খেয়েছে। এখন তওবা করেছে (বাদ দিয়েছে)। জিজ্ঞাসা করুন তাকে, এখন তার কি অবস্থা? পান-জর্দার কথা স্মরণ তো হয়, কিন্তু এতটা নয় যে, আবারও সেই পান-তামাক খেতে শুরু করবে!

স্মরণ দুই ধরনের। এক প্রকার 'স্মরণ' যা স্মরণকারীকে 'কাঙ্ক্ষিত বস্তু' পর্যন্ত পৌছে দেয়। পান-তামাক প্রিয় বটে এবং ওসবের কথা স্মরণও হয়। কিন্তু এতটা নয় যে, মন তজ্জন্য অস্থির হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ! আজ মীর সাহেবের মুখ আল্লাহর নামের জন্য সম্পূর্ণ খালি। ইতিপূর্বে সে 'পান-তামাক' মুখে নিয়েই (!) বসে থাকতো। হরম-শরীফে আযান হয়ে গেছে। কিন্তু মুখে পান থাকার কারণে এই মুখে আল্লাহপাকের নাম নিতে পারতো না। ফলে এই পান-জর্দাই তাকে তখন বায়তুল্লাহ থেকে বের করে দিচ্ছে! পান বান্দাকে খোদার ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে! হরম শরীফ থেকে বের হয়ে কুলি করে মুখ পরিষ্কার করে তারপর হরমে ঢুকতে হচ্ছে। 'এ ধরনের বস্তুনিচয়' সম্পর্কে কি বলা উচিত, কি মন্তব্য করা উচিত?

সিগারেট নামের অর্থ (কৌতুক) ঃ (ছাগ+রেট = ছিগারেট)

'ছিগারেট' তো আপনারা সকলেই চিনেন। ছিগারেট শব্দটি দু'টি শব্দ দ্বারা গঠিত। একটি হলো ছাগ, আর অপরটি হলো রেট। ফার্সীতে ছাগ অর্থ কুকুর। আর রেট অর্থ ইঁদুর এবং এটা ইংরেজী শব্দ। (দুই দেশের দুই ভাষা একত্রিত হয়ে এর নামকরণ হয়েছে ছিগারেট।) তাহলে বুঝা গেল, ছিগারেট দুই শব্দ দ্বারা গঠিত ছাগ+রেট অর্থাৎ কুকুর+ইঁদুর = 'ছিগারেট'।

সিগারেটের দুর্গন্ধ এত বেশি যে, একবার আমার পীর ও মোর্শেদ হযরতওয়ালা হারদূঈ (রহ.)-এর হারদূঈতে এক ছাত্র রাত্রি বেলা সিগারেট খেয়েছে। 'হযরতওয়ালা' সকাল বেলা হেঁটে হেঁটে দেখছেন যে, বিড়ির দুর্গন্ধ কোত্থেকে আসছে? ইতিমধ্যে দেখতে পেলেন টয়লেটের দরজা খোলা এবং ওদিক থেকেই দুর্গন্ধ আসছে। হযরত তখন বললেন ঃ রাত্রিবেলা টয়লেটের মধ্যে কে সিগারেট খেয়েছে? সিগারেট পানকারী ব্যক্তি যদি এমন লোকের পাশে দাঁড়ায় যে সিগারেট খায় না, তাহলে এতে তার অনেক কষ্ট হয়। লক্ষ বার মেসওয়াক করলে কি হবে? 'ফুসফুস' তো 'দুর্গন্ধের কারখানা' হয়ে আছে। যখনই ভিতর থেকে শ্বাস বের হয়, তো দুর্গন্ধ নিয়েই বের হয়।

আল্লাহপাক যখন মাতৃগর্ভে নয় মাস রেখেছিলেন তখন হায়েজ তথা ঋতুস্রাব বন্ধ করে দিয়েছিলেন। হায়েজের রক্ত দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বানিয়েছেন। কিন্তু মুখটাকে তা থেকে হেফাযত করেছেন। ঐ মুখের মধ্যে মায়ের 'নাপাক হায়েজ' যেতে দেননি। বরং ভিন্ন একটি রগ লাগিয়ে দিয়েছেন যাকে 'নল' বলে; ধাত্রী মহিলা সন্তান প্রসবের পর যার বাড়তি অংশটি কেটে ফেলে দেন। ঐ 'নল' দ্বারা হায়েজের রক্ত শিশুর দেহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হতে থাকে। কিন্তু আল্লাহপাক স্বীয় বান্দার 'মুখ' হেফাযত করেছেন। অথচ, তিনি চাইলে বান্দার মুখের দ্বারাও ঐ নাপাক রক্ত সঞ্চালিত করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহপাকের জানা আছে যে, আমার বান্দা কোন দিন এই মুখ দিয়ে আমার নাম নিবে; আমার নাম যপবে। সেজন্য ওর মুখটা পবিত্র রাখা দরকার।

আল্লাহপাক তো মাতৃগর্ভে আমাদের মুখকে পাক-সাফ রেখেছেন। কিন্তু 'যিন্দেগীপ্রাপ্ত' হয়ে এখন আমরা আমাদের মুখকে দুর্গন্ধময় করে

www.banglakitab.weebly.com

তুলছি। সিগারেট, নস্য এবং পান-তামাক ও কাঁচা পিয়াজ খেয়ে (ঐ দুর্গন্ধ ও কদর্যপূর্ণ হালতে) মসজিদে আসার অনুমতি নেই। (এতটা অনুপযুক্ত হালতে এত বড় উপযুক্ত দরবারে হাজির হওয়া কি যুক্তিসঙ্গত হয়?) পিয়াজকে ভালোভাবে পাকালে বা 'ঘি'-এর মধ্যে ভুনলে লাল হয়ে যাবে এবং দুর্গন্ধ খতম হয়ে যাবে। যদি পিয়াজ খেতে চাও তাহলে মসজিদে যাওয়ার দু'-তিন ঘণ্টা পূর্বে খেয়ে নাও বা সির্কা ঢেলে দিলেও দুর্গন্ধ 'মরে যায়'। তদুপরি, (সুগন্ধকারী কোন জিনিস, যেমন) এলাচি ইত্যাদি চিবিয়ে নিবে।

সেই জঘন্য পাপিষ্ঠ নাছূহ্ শেষে 'ওলী' হয়ে গেলো

যাহোক, বাদশার বেগমদের সেবক ও দেহ মালিশকারী নাছূহ্ আল্লাহ পাকের উচ্চ মানের ওলী হয়ে গেলো। ছোটবেলা আমরা "তওবায়ে নাছূহ" নামক একটি বই পড়েছিলাম। অথচ এই যুবকটির নাম পূর্ব থেকেই 'নাছূহ'। কেননা, আল্লাহপাকের মঞ্জুরী ছিলো তাকে খাঁটি তওবার তওফীক দান করার। 'নাছূহ' অর্থ খালেছ, খাঁটি, পিওর। বস, জয্বের মত মহান দৌলতের বরকতে নাছূহ ওলী হয়ে গেলো। আর হারানো সেই হার এমনিতেই হেরে যায়নি বরং অদৃশ্য কুদরতের ইচ্ছাতেই হারিয়ে গিয়েছিল। যেমন কোন বুযুর্গ 'আল্লাহর পথে' এসে বলেছিলেন ঃ

میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں محبت دیکر تڑپایا گیا ہوں

مجتالاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں

'আমি নিজে আসিনি এ পথে, বরং আমাকে আনা হয়েছে। মহব্বত দিয়ে আমাকে তড়পানো হয়েছে। নতুবা আমার মত পাপিষ্ঠের পক্ষে কি সম্ভব ছিলো 'মাওলার মহব্বতের এতো গভীর ভেদ' বুঝতে পারা? আসলে আমি বুঝিনি, বরং আমাকে বুঝানো হয়েছে। তাঁর দয়াই আমাকে টেনেছে এবং 'সব' বুঝিয়েছে।

হাঁটিনি এই পথে আমি
হাঁটাইয়াছেন তিনি

www.banglakitab.weebly.com

'প্রেমজগতের ভেদ' বুঝিনি

বুঝাইয়াছেন তিনি।

সেই হার হারানো, নাছূহ্কে অজ্ঞান বানানো এবং তাকে বেহেশত-দোযখ দেখানো, এই সবকিছুই ছিলো কুদরতী ফায়সালা। কিন্তু, কিসের উসীলায়? উসীলা ছিলো এক আল্লাহর ওলীর দোআ।

گفت پیش عارفے آں زشت کار   در دعائے خویش مارا یاددار

আল্লাহপাকের এক দেওয়ানা আরেফবিল্লাহর দোয়া পেয়েছিল সে। নাছূহ একবার এক আকস্মিক সাক্ষাত কালে ঐ ওলীর নিকট আর্জি করে বলেছিল ঃ

"যদিও আমি এক জঘন্য পাপী, আপনার দোয়ার মধ্যে এই অধমকে একটু স্মরণ করবেন।" সে জানত যে, কাজ যা হয় তা বুযুর্গদের দোয়ার বরকতেই হয়। আল্লাহপাক তাকে 'হিম্মত'ও দান করেছিলেন।

জঘন্য পাপীকে যদি করেন 'ওলী' দোয়া

জঘন্য পাপীও হয়তঃ পাবে মাওলার দয়া।

হযরত বিশ্‌রে-হাফী (রহ.)-এর জয্‌বের (তথা আসমানী আকর্ষণের) ঘটনা

বিখ্যাত মোহাদ্দেছ হাম্বলী মাযহাবের ইমাম হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর যুগে 'বিশ্‌রে হাফী' নামক এক ব্যক্তি ছিল। লোকটির মদ্যপানের অভ্যাস ছিল। একদা অধিক মাত্রায় মদ পান করে মাতাল অবস্থায় রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। অধিক পরিমাণে মদ পানের কারণে ভীষণ নেশাগ্রস্ত এবং বেহুশ-বেহুশ অবস্থা। হঠাৎ সে রাস্তার মধ্যে 'বিছ্‌মিল্লাহ' লেখা একটি কাগজের টুকরা পড়ে থাকতে দেখে ঐ নেশা অবস্থায়ই 'কাগজটি' তুলে নিল এবং তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে ঐ কাগজের গায়ে আতর লাগালো। অতঃপর শ্রদ্ধাভরে তাতে চুম্বন করে ঘরে নিয়ে নেহায়েত আদবের সাথে একটু উঁচু তাকে রেখে দিল।

www.banglakitab.weebly.com

ঐ রাতেই সে স্বপ্নে দেখতে পেল যে, আল্লাহ তাআলা বলতেছেনঃ হে বিশ্‌র্‌! তুমি মদ পান করে মাতাল অবস্থায় ছিলে। (কিন্তু আমার নাম যমীনে পড়া দেখে তোমার বড় ব্যথা লেগেছে।) তাই, বড় আদবের সাথে যমীন থেকে তা উঠিয়ে আতর লাগিয়েছো, চুমু খেয়েছো। ঐ বেহুশ হালতেও তুমি আমার ব্যাপারে বেহুশ-বেখবর হওনি। যদিও দুনিয়ার ব্যাপারে বেহুশ ছিলে, কিন্তু সেই বেহুশ অবস্থায়ও তুমি আমাকে স্মরণে রেখেছ। আজ আমি তোমাকে এইটুকু আমলের বিনিময়ে স্বীয় ওলী বানাচ্ছি; তোমার আত্মাকে আমি 'জয্‌ব্‌' করছি।

এরপর যখন হযরত বিশরে হাফী (রহ.) বেলায়েত-এর (ওলীত্বের) দৌলত প্রাপ্ত হয়েছেন, তো তিনি একদিন এই আয়াত পাঠ করতেছিলেন ঃ

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا

অর্থাৎ "যমীনকে কি আমি (তোমাদের জন্য) 'বিছানা স্বরূপ' বানাইনি?"

এরপর হযরত বিশরে-হাফী (রহ.) এই বলে নিজ পায়ের জুতা খুলে ফেললেন যে, হে আল্লাহ! আমি 'আপনার বিছানো বিছানা'র উপর জুতা পরিধান করে হাঁটতে পারবো না।

তবে, এটা কিন্তু শরীয়তের মাসআলা নয়। (বরং এটা তাঁর একটা 'অনিচ্ছাকৃত বিশেষ অবস্থা'; ছূলূক ও তরীকতের ভাষায় যাকে 'হাল' বলে, যা ঐ ব্যক্তির জন্য ঐ হালতে অ-দূষণীয় বা প্রশংসনীয় হলেও অন্যদের জন্য তা অনুসরণযোগ্য নয়। বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে হবে। হালওয়ালার 'হাল'কে শরীঅতের বিধান রূপে অনুসরণীয় মনে করা সম্পূর্ণ ভুল।)

আল্লাহপাক বান্দার কতটা কদরকারী এবং কতটা সম্মান দাতা!

আল্লাহপাক বিশরে-হাফীর এতটা কদর করেছেন যে, যমীনকে তিনি নির্দেশ দিলেন, হে যমীন! আমার বিশ্‌রের চলাচলের রাস্তা থেকে সব নাপাকী গিলে ফেলে তোমার ভিতরে নিয়ে নিবা, যাতে আমার বিশ্‌রের পায়ে কোন নাপাকী না লাগে। সুতরাং হযরত বিশরে-হাফী (রহ.) যেই রাস্তা দিয়ে যেতেন যদি তথায় কোন নাপাকী পড়ে থাকতো, তাহলে বিশরে হাফীর কদম রাখার পূর্বেই যমীন নিজে-নিজেই ফেটে গিয়ে ঐ নাপাকী ভিতরে টেনে নিয়ে যেত।

www.banglakitab.weebly.com

এ হচ্ছে 'পুরস্কার'! যে আল্লাহর জন্য নিজেকে মিটায় এবং আল্লাহর জন্য জীবন উৎসর্গ করে, আল্লাহপাকও তাকে 'ইজ্জত-সম্মান' দান করেন। আল্লাহপাক হযরত বিশরে হাফী (রহ.)কে এই কারামত ও বিস্ময়কর এই মর্যাদা দান করেছিলেন।

সুন্দর-সুন্দরীদের সম্পর্ক-বদলও নিমকহারামী

এর বিপরীতে দুনিয়ার সুন্দর-সুন্দরীদের উপর একটু মরে দেখ, রূপ-লাবণ্যের পিছনে পড়ে দেখ। যারা এসব কর্ম করেছে, তাদেরকে বলি, স্বীয় কোর্তার তলে মুখ গুঁজিয়ে চিন্তা করে বল যে, ওসব সুন্দর-সুন্দরীদের কত মান-অভিমান সহ্য করেছ। কিন্তু বিনিময়ে যিল্লতি ও অপমান ছাড়া আর কি পেয়েছ? যদি কোথাও বেশি টাকা-পয়সা পাওয়ার সুযোগ হয়েছে, তাহলে এই প্রেমিককে বাদ দিয়ে সেদিকেই ছুটে গেছে। এরা আশেক নয় বরং ফাসেক। এরা আল্লাহর নাফরমান এবং শুধুই মতলববাজ।

আল্লাহপাক বিশরে হাফীকে নেশার হালতে 'জয্‌ব্' করেছেন এবং মুহূর্ত কালের মধ্যে 'খালেছ তওবা' তথা পূর্ণ অনুতাপ ও ভবিষ্যতে কোনও পাপ না করার দৃঢ় সংকল্পের নূরে ধন্য করে ভিতরটাকে এতটা পাক-সাফ করে দিয়েছেন যে, নেশার হালতেই তার 'ঐ আমলটি' কবূল হয়ে গেছে। আল্লাহ পাক কোন কিছুর দ্বারা প্রভাবিত বা প্রতিক্রিয়াগ্রস্ত হন না। গুনাহে লিপ্ত অবস্থায়ই তার উপর রহমত নাযিল করেছেন এবং ঐ সময়ই তাকে ওলী বানিয়েছেন। এত বড় ওলী বানিয়েছেন যে, যেই রাস্তা দিয়ে তিনি চলতেন, সেই রাস্তার মধ্যে পড়ে থাকা নাপাকিসমূহ আগে-আগেই যমীন গ্রাস করে ফেলতো, যাতে হযরত বিশরে-হাফীর পা নাপাক না হয় (এবং কোনরূপ তাঁর কষ্ট না হয়)।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর দৃষ্টিতে আল্লাহর ওলীদের সম্মান

হযরত বিশরে হাফী (রহ.) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)কে একজন মহামান্য আলেম ও শ্রেষ্ঠতম মোহাদ্দেছ মনে করে তাঁর খেদমতে যেতেন।

হযরত ইমাম ছাহেব (রহ.) হাদীসের দর্‌স্ দিতেন। তাঁর হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত কিতাবের নাম হলো 'মুসনাদে ইমাম আহমদ'। তো

www.banglakitab.weebly.com

বিশরে-হাফীকে দেখে হযরত ইমাম সাহেব (রহ.) তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতেন; অথচ হযরত বিশরে-হাফী কোন আলেম ছিলেন না; কিন্তু আল্লাহকে 'চিনতেন-জানতেন'।

একবার যখন বিশরে-হাফীর সম্মানার্থে হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) দাঁড়াতে লাগলেন তখন তাঁর শিষ্যগণ বলে উঠলেন যে, হযরত! আপনি একজন মোহাদ্দেছ। আর এই লোক তো আলেমও না। আপনি কেন তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে যান? তখন হযরত ইমাম সাহেব (রহ.) বললেন, "আমি তো কিতাবের আলেম আর এই লোক আল্লাহপাকের আলেম। আমি কিতাব চিনি, আর সে তো স্বয়ং আল্লাহকে চিনে। তোমরা কোত্থেকে বুঝবে যে, এই ব্যক্তিটির মর্যাদা কত উর্ধ্বের।"

বন্ধুগণ! সকলের জন্য রাস্তা খোলা আছে। শুধু মৌলবীরা নয়, মিষ্টাররাও আল্লাহর ওলী হতে পারে।

ওলী হওয়ার সকল দরজা এখনও খোলা আছে

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, আল্লাহর কসম! শুধু নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু বড় থেকে বড় ওলী হওয়ার দরজা এখনও খোলা আছে। অতঃপর হযরত থানবী নিম্নোক্ত ছন্দটি পাঠ করলেন ঃ

ہنوز آں ابر رحمت درفشان است

আল্লাহপাকের 'বিশেষ রহমতের মেঘমালা' এখনও সেই বিশেষ রহমতের মুক্তা বর্ষণ করে। আল্লাহর খাছ রহমতের ভাণ্ডার এখনও উন্মুক্ত আছে। রহমতের সেই মেঘ এখনও নূরানী মণি-মুক্তার বারিধারা বর্ষণ করে চলেছে।

خم و خمخانہ بامہر و نشان است

এশকে-এলাহীর আলোকিত সেই শরাবখানা এবং সেই শরাবের নেশাপূর্ণ মটকা নিশ্চয় এখনো 'নিশানযুক্ত' ও 'মোহরযুক্ত' আছে।

রহমতের সেই মেঘমালা 'মুক্তা' বর্ষে আজো।
'নেছ্বতের' ঐ মহৎ ফোঁটায় 'ওলী' হচ্ছে আজো।

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহপাকের শরাবখানা অর্থাৎ মারেফাত ও মহব্বতের সুরার দোকান আল্লাহপাকের নিকট এখনও অসংখ্য মওজুদ আছে। আমল তো করে দেখ। যে ব্যক্তি বলে যে, এখন আর পূর্ব যুগের ন্যায় ওলী হওয়া সম্ভব নয় সে পাক্কা জাহেল এবং নাদান। কোরআন পাকের নিম্ন বর্ণিত আয়াত সম্পর্কেও সে অজ্ঞ। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন ঃ "হে ঈমানওয়ালারা! তোমরা 'তাকওয়া' অবলম্বন কর; 'ওলীআল্লাহ' হয়ে যাও।" কিন্তু কোথায় ওলী হবে? কার নিকটে গিয়ে বেলায়েতের মর্যাদা লাভ করবে?

كُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ

অর্থাৎ আমার খাঁটি ওলীদের সঙ্গে থাক। (খাঁটি অনুগত, সত্যিকার বাধ্যগত, বিশুদ্ধ ও পরিপক্ক ঈমান-ইসলামের অধিকারী ওলীদের সান্নিধ্যে গিয়ে তোমরাও অনুরূপ 'খাঁটি ওলী' হও। তোমরা তাদের 'সঙ্গ' অবলম্বন কর। কারণ, সঙ্গ গুণেই রঙ্গ ধরে। এই কথা তো হাদীস-কোরআনেই প্রমাণিত।)

আল্লাহপাক যখন এই হুকুম নাযিল করেছেন, এখন তোমরা বল, কোরআন মাত্র কয়েক শতাব্দীর জন্য, নাকি কিয়ামত পর্যন্তের জন্য? তাহলে এই আয়াতের বয়ান অনুযায়ী ওলী হওয়ার রাস্তা যে খোলা আছে, এটা কি কিছু কালের জন্য, নাকি কিয়ামত পর্যন্তের জন্য? বস্তুতঃ আল্লাহ পাক কিয়ামত পর্যন্তই ওলী হওয়ার রাস্তা খোলা রেখেছেন এবং এ কারণেই 'আউলিয়া' পয়দা হতে থাকবেন। আল্লাহপাকের ভাণ্ডারে কোন অভাব নেই। বরং তিনি পূর্বেকার ওলীদের চেয়েও বড় বড় ওলী এখনও পয়দা করতে পারেন।

যাহোক, আপনারা হযরত বিশরে-হাফীর জয্‌বের ঘটনা শুনলেন এবং হযরত 'নাছূ'র ঘটনাও শুনতে পেলেন। এখন সময় প্রায় শেষ। বস্‌, আরেকটি ঘটনা পেশ করে আজকের আলোচনা শেষ করবো এবং বাকিটা পরে ফিকির করবো ইনশাআল্লাহ।

জয্‌বের বয়ান ইনশাআল্লাহ এখনও চলবে। আমার খেয়াল ছিল, আজকে এই বিষয়টি পুরা করবো। বয়ানের রেলগাড়ী তো চালিয়েছি। কিন্তু স্টেশন বাড়তে থাকছে এবং নতুন নতুন স্টেশন পয়দা হতে থাকছে। এখন আমি কি করবো?

www.banglakitab.weebly.com

মদ্যপ এক ধনী দুলালের জযবের (তথা গায়বী হেদায়েতের) ঘটনা

এক মদ্যপ ধনী দুলাল, যাকে দেখতে শাহজাদার মত লাগে। একদা সে নীল দরিয়ার পাড়ে এত বেশি মদ পান করেছে যে, শেষ পর্যন্ত বমি হয়ে গেছে এবং ওখানেই যমীনের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে গেছে। নীল দরিয়ার অপর পাড়ে বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত যুন্নূন মিসরী (রহ.) কাপড় ধৌত করছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন, কোথেকে একটি কচ্ছপ আসল এবং দরিয়ার কিনারায় এসে থেমে গেল। তিনি ভাবতে লাগলেন যে, নীল দরিয়ার পাড়ে কচ্ছপটি কেন আসল? ইতিমধ্যেই দেখতে পেলেন যে, জঙ্গল থেকে অতি দ্রুতবেগে একটি বড় ধরনের কালো বিচ্ছু ছুটে আসলো এবং কচ্ছপের পিঠে উঠে বসে গেল। অতঃপর কচ্ছপটি দরিয়ার ঐ পাড়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে লাগল। হযরত যুন্নূন মিসরী (রহ.) কাপড় ধোয়া ছেড়ে দিলেন এবং ভাবতে লাগলেন যে, হয়তঃ গায়বী কোন আযীমুশ্‌শান ঘটনা প্রকাশ পাবে। তাই তিনিও একটি নৌকায় বসে কচ্ছপের পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন। কচ্ছপ যাচ্ছে এবং বিচ্ছু তার পিঠে আরোহিত আছে। বিচ্ছুটি অনেক দূর থেকে এসেছে। তাই সময় মত তার জন্য যানবাহন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে হচ্ছে।

حسن کا انتظام ہوتا ہے   عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے

سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں

گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں

অর্থঃ 'বিশেষ রহমত' দিয়ে 'বিশেষ মানুষ' গড়ার আসমান হতেই ব্যবস্থা হয়। আবেদ-যাহেদ-আশেকদের মধ্যখানে শুধু নাম আর নাম হয়। আল্লাহ না চাইলে ফের কোন কিছুই কি হয়? শোন বন্ধু! হেদায়েত লাভের দিন যদি তোমার ভালে খোলে, 'হেদায়েত প্রাপ্তির ঘাঁটি' তিনি নিজেই কোন কৌশলে বাতলিয়ে দেন।"

www.banglakitab.weebly.com

এরপর নীল দরিয়ার ওপারে গিয়ে কচ্ছপটি থেমে গেল। বিচ্ছুটিও পৌছে গেল। হযরত যুন্নূন (রহ.) দেখলেন যে, এক ধনী দুলাল মদ পান করে বেহুশ হয়ে পড়ে আছে। ঐ বেহুশ অবস্থায়ই তাকে দংশন করার জন্য একটি বিষাক্ত কালো সাপ তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সাপটি প্রায় কাছে এসে গেছে। মাত্র এক গজের মত দূরত্ব বাকি ছিল। ইতিমধ্যে সেই বিচ্ছুটি লাফ দিয়ে সাপের ফণার উপর শক্তভাবে ছোবল মেরে দংশন করলো। ফলে সাপটি সেখানেই মরে পড়ে রইলো। অতঃপর বিচ্ছু সেই কচ্ছপের উপর এসে কিছুক্ষণ আরাম করল। কেননা অনেক দূর থেকে এসেছে এবং বড় পরিশ্রম করে সাপের উপর ছোবল মেরেছে।

হযরত যুন্নূন মিসরী (রহ.) ঐ যুবকের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, এতক্ষণে তার নেশার ভাব কেটে গেছে। সে চক্ষু খুলে দেখলো তার পাশে মিসরের বিখ্যাত ওলী ও বুযুর্গ হযরত যুননূন মিসরী (রহ.) দাঁড়িয়ে আছেন। ছেলেটি বলল, হযরত! আপনি মিসরের এত বড় ওলী, আপনি আমার মত এক বদকার ও মদ্যপের কাছে কিভাবে তশরীফ আনলেন? হযরত বললেন, বেটা শোন! তুমি তো মদ পান করে বেহুশ অবস্থায় পড়ে ছিলে। কিন্তু তোমাকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহপাক কত কত আসবাব ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছেন, তা একটু শোন। যুবক বলল, হযরত! শুনান! কি ঘটনা?

তুমি আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলে কিন্তু আল্লাহ তোমাকে ভুলে যাননি

হযরত যুন্নূন মিসরী (রহ.) বললেন, দেখ, এই মৃত সাপটি তোমাকে দংশন করার জন্য এতটা কাছে এসে গিয়েছিল যে, তোমার ও সাপের মাঝে মাত্র এক গজ দূরত্ব বাকি ছিল। এই বিচ্ছুটি নীল দরিয়ার ঐ পাড় থেকে এসেছে। আল্লাহপাকের নির্দেশে আল্লাহপ্রেরিত ঐ কচ্ছপটি বিচ্ছুটিকে নিজের পিঠে বহন করে নৌকার মত পার করে দিয়েছে।

এই বিচ্ছুটি এত দূর থেকে এসেছে একমাত্র তোমার প্রাণের শত্রু সর্পটিকে প্রতিহত করার জন্য। অতঃপর ওটাকে মেরেই ফেলেছে। এইভাবে আল্লাহপাক তোমার প্রাণ রক্ষা করেছেন। তুমি আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে বেফিকির, বে-খবর, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমার ব্যাপারে বে-খবর নন।

www.banglakitab.weebly.com

তুমি আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গিয়েছো, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাকে ভুলেননি। বরং এতটা স্মরণ রেখেছেন।

যুবক তার প্রাণ রক্ষার এতসব কুদরতী ব্যবস্থাপনা দেখে কেঁদে ফেলল এবং বলল, হযরত! আপনার হাতখানা বাড়িয়ে দিন, আমি তওবা করছি আর কখনো মদ পান করবো না। আল্লাহপাক ঐ মুহূর্তেই তাকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ওলী বানিয়ে দিলেন।

'আসমানী আকর্ষণ' বা 'জয্‌বে'র এ সকল ঘটনাবলী মূল্যবান কিতাবাদিতে লেখা আছে। এগুলো আমি উর্দূ ম্যাগাজিন বা পত্র-পত্রিকা থেকে বয়ান করছি না। বড় বড় কিতাবাদি থেকে পেশ করছি। প্রথমে আমি ঘটনা উল্লেখ করেছিলাম হযরত ওয়াহশী (রাযি.)-র ঈমান আনা এবং ধারাবাহিকভাবে কোরআন পাকের আয়াত নাযিল হওয়া এবং তাঁর মান-অভিমান ও আল্লাহপাকের রহমত নাযিল হওয়া সম্পর্কে। ঐ ঘটনা শুনলে ভিতর থেকে 'আহ্' বের হয়ে আসে। বুকটা বেদনার অনুভূতিতে টনটন করে ওঠে। ঐ ঘটনাটি কোন্ কোন্ কিতাবে আছে, তার প্রমাণ শুনুন।

১. মেশকাতের শরাহ মেরকাত যা ১১ খণ্ড সম্বলিত। তার পঞ্চম খণ্ডে ১৪৯ নং পৃষ্ঠায় হযরত মোল্লা আলী কারী (রহ.) তা উল্লেখ করেছেন।

২. তাফসীরে মাআলিমুত-তানযীলের ৪র্থ খণ্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায় আছে।

৩. আল্লামা মাহমূদ নাসাফী (রহ.) কর্তৃক রচিত 'তাফসীরে খাযেন'-এর ৪র্থ খণ্ডের ৫৯ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে।

আমি ইচ্ছা করেছি যে, জয্‌ব্ সম্পর্কিত সবগুলো বয়ান একত্র করে ছাপিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। যাতে কিয়ামত পর্যন্ত যে কোন ব্যক্তি এই কিতাবখানা পড়বে, আল্লাহপাক ঐ সকল জয্‌বকৃত বান্দাদের উসিলায় তাকেও যেন জয্‌ব্ করে নেন। হে আল্লাহ! যাঁদেরকে আপনি জয্‌ব্ করেছেন, আপনার ঐ জয্‌বের রহমতের উসিলায় এই কিতাব ও বয়ানকে ছাপিয়ে দিন। হে আল্লাহ! উহার মুদ্রণকেও অতি সুন্দর করুন। যেমন আপনার জয্‌বের শান, তেমনই হোক এই কিতাবেরও শান।

জয্‌বের বাকি ঘটনাবলী আগামী জুমায় আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। তবে আগামী জুমআয় আলোচনা শুরু করবো সুলতান ইব্রাহীম ইবনে আদহামের ঘটনার অবশিষ্ট অংশ থেকে ইনশাআল্লাহ। এই মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না যে, জয্‌বের এই বয়ান কত দিন পর্যন্ত চলবে।

www.banglakitab.weebly.com

এখন হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম-এর (هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا অর্থঃ 'ঠিক ঐ মওকায় হযরত যাকারিয়া দোয়া করলেন') ন্যায় দোয়া করুন। হে আল্লাহ! আমরা সকলে আপনার নিকট 'রহমতে-জযব'-এর ফরিয়াদ করছি এবং ঐ রহমতের আবেদন করছি যার ফলে গুনাহ বর্জনের তওফীক হয়। আরো আবেদন করছি ঐ রহমতের জন্য যা দ্বারা হতভাগা হতভাগ্য জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে 'সৌভাগ্যবান' হয়ে যায়। হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে শারীরিক সুস্থতা ও নিরাপত্তাপূর্ণ ঈমানী জীবন নসীব করুন। আমাদের সকলকে শারীরিক সুস্থতা ও নিরাপদ ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়েন। মৃত্যু পর্যন্ত ব্লাড ক্যান্সার না হয়, কিডনী অকেজো না হয়, প্যারালাইসিস না হয়, মুখে অর্ধাঙ্গ না হয় এবং তাকওয়া না ভেঙ্গে যায়। আপনি নিজ করুণায় 'চেহারা কালো-কুৎসিত হওয়া' থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আপনার অসন্তুষ্টির চেয়ে বড় কোন মুসীবত দুনিয়াতে নেই। হে আল্লাহ! যদি দুনিয়ার সমস্ত বালা-মুসীবত একত্রিত করে এক পাল্লায় রাখা হয়, আর কোন বান্দার প্রতি আপনার অসন্তুষ্টির মুসীবত আরেক পাল্লায় রাখা হয়, তবে 'আপনার অসন্তুষ্টির মুসীবতের পাল্লা'ই ভারী হবে। এজন্য

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার সন্তুষ্টি চাই এবং জান্নাত চাই।

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম চাওয়ার ক্ষেত্রে জান্নাতের পূর্বে আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। এর কারণ হলো, হাদীসের অপর অংশে জাহান্নাম অপেক্ষা 'আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে' অধিক মারাত্মক দেখিয়েছেন। হাদীসের অপর অংশ হলো ঃ

وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ

অর্থঃ এবং আপনার অসন্তুষ্টি থেকে এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই।

হে আল্লাহ! আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও ঈমানকে আপনি দুরুস্ত, শুদ্ধ-সঠিক করে দিন এবং আমাদের দৈহিক ও আত্মিক পূর্ণ সুস্থতা দান করুন। ঋণী

www.banglakitab.weebly.com

ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিন। বে-রোজগারকে রোজগার দান করুন। যাদের মেয়ের বিবাহ হচ্ছে না, উত্তম ঘরে তার মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করে দিন। যার ভাগে নির্দয়-অত্যাচারী স্বামী মিলেছে, ঐ স্বামীকে জুলুম-অত্যাচার হতে তওবা নসীব করে দিয়ে তাকে 'দয়াবান স্বামী' বানিয়ে দিন। দয়া-মমতার আচরণ করার তওফীক দান করুন। যদি স্ত্রী অবাধ্য ও কষ্টদানকারিণী হয় তাহলে তার দিল নরম করে দিন এবং তাকে আপন স্বামীর খেদমত ও সম্মান করার তওফীক দান করুন। যাদের অন্তরে ওলীআল্লাহদের ভালোবাসা নেই, তাদের প্রাণের মধ্যে আপনি নিজ করুণায় আপনার প্রিয় বান্দাদের প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে আপনার মাকবূল ও প্রিয় বান্দাদের প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা নসীব করুন এবং আপনার রহমত দ্বারা আমাদের সকলকে আউলিয়ায়ে-ছিদ্দীকীনের সর্বশেষ মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন এবং যে চাইতে পারে না, চাইতে জানে না, হে আল্লাহ! চাওয়া ব্যতীতই আপনি তাকেও সবকিছু দিয়ে দিন।

হে আল্লাহ! যার যেই পেরেশানী আছে সব পেরেশানীকে শান্তি ও আনন্দ-উৎফুল্লতায় পরিণত করে দিন এবং আমাদের সমস্ত বৈধ প্রয়োজন সমূহ পূরণ করে দিন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

আলহামদু লিল্লাহ!

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত হলো

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

আসমানী আকর্ষণ ও তাজাল্লী-প্রাপ্তির ঘটনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ

অর্থঃ "আল্লাহ যাকে চান, নিজের দিকে টানেন ও নিজের করেন। এবং যারা তার দিকে 'গতিবান' হয় তাদেরও তিনি 'পথের সন্ধান' দেন।"

বিগত তিন জুমা থেকে এই ধারা চলে আসছে যে, আল্লাহপাক নিজেই এই কথা বলেছেন যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা যেই বান্দাকে চান তাকে তিনি নিজের দিকে 'আকৃষ্ট' করেন। আর যে বান্দা আল্লাহর দিকে রোখ করে, হেদায়েতের তালাশে আল্লাহর পথে কদম রাখে, আল্লাহপাক তাকেও 'নিজের রাস্তা' দেখিয়ে দেন এবং তাকেও 'নিজের' বানিয়ে নেন। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, কেউ তো প্রথমেই 'জয্‌ব্' (খোদায়ী আকর্ষণ) দ্বারা ধন্য হয়, পরে তার 'ছুলূক' (তথা আল্লাহর দিকে পথ চলা) সম্পন্ন হয়। তাকে 'মজ্‌যূব ছালেক' বলে। আর কারো এমন হয় যে, প্রথমে সে কিছু কিছু করে পথ চলতে থাকে। পরে তার 'জয্‌ব্' (বিশেষ ঐশী আকর্ষণ) নসীব হয় (যা দ্বারা সে 'নেছ্‌বত' ও 'বেলায়েত' প্রাপ্ত হয়।) তাকে 'ছালেক-এ মজ্‌যূব' বলে।

আয়াতের 'শানে নুযূল'

আল্লামা সাইয়েদ মাহমূদ আলূসী বাগদাদী (রহ.) এই আয়াতের 'শানে নুযূল' সম্পর্কে লিখেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর অন্তরে বড়ই ব্যথা ছিল যে, মক্কার কাফেরেরা কেন ঈমান আনতেছে না। তাদের মধ্যে অধিকাংশই এমন ছিল যারা ঈমান আনতে কেবল অস্বীকারই করে চলছিল। তখন আল্লাহপাক প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে সান্ত্বনা দান ও তাঁর মনের ব্যথা লাঘবের জন্য এই আয়াত শরীফ নাযিল করেন।

এই সান্ত্বনা বাণীর মর্মার্থ হলো, হে নবী। হে আমার পরমপ্রিয়! আপনি ওদের ঈমান না আনার দরুন ভারাক্রান্ত থেকেন না। কারণ, হেদায়েত লাভের দু'টি মাত্র রাস্তা। হয় কাউকে আমি নিজেই নিজের দিকে 'আকর্ষণ' করবো, অথবা সে নিজেই কিছু মেহনত করবে, হক তালাশ করবে। ওরা তো এই উভয়টি হতেই বঞ্চিত। না আমি তাদেরকে আমার দিকে 'জয্‌ব্‌' (আকৃষ্ট) করেছি, না তারা আপনার কাছে আসার চেষ্টা করে, না আপনাকে চিনতে-বুঝতে চেষ্টা-ফিকির করে, না আপনার কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শোনে। ফলে আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের উভয় পথ থেকেই ওরা বঞ্চিত। 'আপন' হওয়ার পথ তো শুধু দু'টি।

دونوں جانب سے اشارے ہو چکے   ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے

'দু'দিক হতেই ইশারা-ইঙ্গিত হয়েছে যে, আমি তোমার এবং তুমি আমার।'

দু'দিক হতেই চাওয়া-চাওয়ি
প্রেমেরই দর্শন,
আমি তোমার তুমি আমার
পরম আপনজন।

ওরা তো না 'আকর্ষণের বিদ্যুৎ' প্রাপ্ত, না কোনরূপ খোঁজাখুঁজি বা যৎকিঞ্চিত কষ্ট স্বীকারের সৌভাগ্য প্রাপ্ত।

'জয্‌ব্‌'-এর (ঐশী আকর্ষণের) দু'টি নেয়ামত

আল্লামা মাহমূদ নছফী (রহ.) তাঁর 'তাফসীরে খাযেন'-এ বলেন যে, আল্লাহপাক যাকে স্বীয় 'আকর্ষণ অনুগ্রহে' ধন্য করেন, তাকে তিনি দুইটি নেয়ামত দান করেন ঃ

১. তওফীক। যার অর্থ–

تَوْجِيْهُ الْاَسْبَابِ نَحْوَ الْمَطْلُوْبِ الْخَيْرِ

অর্থঃ "নেকী ও কল্যাণের পথ-পন্থা এবং উপায়-উপকরণাদি আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে তার জন্য সহজ ও সম্মুখস্থ করে দেওয়া।"

২. তাছ্দীদ। যার মানে ঃ

تَسْدِيْدُ طَرِيْقِ الشَّرِّ وَتَسْهِيْلُ طَرِيْقِ الْخَيْرِ

অর্থঃ ভালো কাজের পথগুলি সহজ-সুগম করে দেওয়ার পাশাপাশি পাপাচার ও অন্যায়-অনাচারের পথগুলি তার জন্য কঠিন বরং বন্ধ ও অবরুদ্ধই করে দেওয়া।

'জয্ব-প্রাপ্ত' ('খোদায়ী আকর্ষণ প্রাপ্ত') লোকটি এ দু'টি অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়। ফলে, নেক কাজের দিকে তার মন টানে, আর গুনাহের রাস্তাগুলো আল্লাহর পক্ষ হতে 'বন্ধ ও বাধাগ্রস্ত' হয়ে যায়। হযরত মুফতী শফী সাহেব (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় 'তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন'-এ লিখেছেন যে, অন্য একটি আয়াত উপরোক্ত আয়াতেরই মর্মার্থ প্রকাশ করেঃ

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (پ ٢٣ سورة ص)

অর্থঃ (আল্লাহপাক নবী-রসূলগণ ও সিদ্দীকগণ সম্পর্কে বলেন ঃ) "নিশ্চয় আমি তাদেরকে শুধু 'আখেরাতের কাজে'র জন্য মনোনীত করেছি।"

'জয্ব' বা 'বিশেষ আকর্ষণ'-এর একটি বিশেষ লক্ষণ

নবী-রসূলদের বরকতে, বিশেষত: আমাদের প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর উছীলাতে এই উম্মতের অনেককেও আল্লাহপাক 'স্বীয় দ্বীনের জন্য খাছভাবে মনোনীত' করেন। যাকে তিনি তাঁর দ্বীনের জন্য 'বিশেষভাবে নির্বাচন' করেন, তারপর হতে দুনিয়ার কোন কাজ-কর্মেই তার মন লাগে না। মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রহ.) এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও উন্নততম ভাষায় বলেন–

تا بدانی ہر کہ را یزداں بخواند　　از ہمہ کار جہاں بیکار ماند

বিশ্বাস কর, আল্লাহ যাকে 'আপন' করতে চান, দুনিয়ার সমস্ত কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে তাকে নিষ্ক্রিয় বানিয়ে দেন। কোথাও কিছুতেই তার মন লাগে না। মন লাগে শুধু মন লাগানোর বিষয়ে। অর্থাৎ–

تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی
اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دلنشیں ہوتی

"মন চায় এমন কোন জায়গা পাই যেখানে একলা বসে বসে পরমপ্রিয়র ধ্যান ও স্মরণে একদম ডুবে থাকি। শুধু তাঁকে ভাবি, তাঁকেই ডাকি। আর সব একেবারেই ভুলে যাই।"

কিন্তু, এর অর্থ এই নয় যে, পরিবার-পরিজন এবং সন্তানাদিকেও সে ভুলে যায়; রুজি-রোজগারও ত্যাগ করে দেয়। না, তা নয়। যারা 'আল্লাহর' হয়, তারা আল্লাহর হকও আদায় করে, আল্লাহ তাআলার বান্দাদের হকও পূরা করে। কিন্তু শত ব্যস্ততা এবং কায়-কারবারের কর্তব্যের মধ্যেও প্রিয় মাওলার সঙ্গে অন্তরের লিপ্ততা এবং সম্পর্কশীলতাও অটুট, অক্ষুণ্ন ও অব্যাহত থাকে। দুনিয়ার শত কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও অন্তর 'আল্লাহপাকের সঙ্গে লাগা' থাকে।

دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے
یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے

উচ্চারণ ঃ দুনিয়া-কে মাশ্গালূঁ-মেঁ ভী ইয়ে বা-খোদা রাহে
ইয়ে ছব্কে-ছাথ্ রাহ্-কে ভী ছব্-ছে জুদা রাহে।

অর্থাৎ পার্থিব হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি 'আল্লাহর সঙ্গে' আছেন। সকলের সঙ্গে থেকেও তিনি 'সকল হতে পৃথক' আছেন।

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে-মক্কী (রহ.) বলেছিলেন, মাওলানা আশরাফ আলী সাব! শোন, আমি যখন আমার দোস্তদের সাথে কথা বলি, মনে করো না যে, তখন আমার দিলও তাদের সাথে আছে। বরং 'আমার দিল তখনো আল্লাহ তাআলার সাথেই থাকে'। অতএব, তুমি তখনও শায়খের ফয়েয লাভের মোরাকাবায় রত থাকবে। অর্থাৎ এই ধ্যান করবে যে, আমার অন্তর হতে তোমার অন্তরে নূর দাখিল হচ্ছে। (কারণ, হাদীছে কুদছীতে আছে ঃ هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيْسُهُمْ [অর্থঃ "ওলীগণ 'এমন সঙ্গী' যে, তাদের সঙ্গে উঠা-বসাকারীরা হতভাগ্য থাকে না।" অতএব তারা সৌভাগ্যের নূর পেতে থাকে।] অন্য হাদীছে আছে ঃ اِجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً (অর্থঃ "আমাদের সাথে বসুন, কিছুক্ষণ আমরা ঈমানের

নূর অর্জন করি।") —এতে প্রমাণ হয় যে, ওলীর অন্তর হতে অন্যদের অন্তরে নূর প্রবেশ করে। ইমাম গাযালী (রহ.), শাহ ওলীউল্ল্যাহ দেহ্লবী একই মত পোষণ করেন। –অধম অনুবাদক)

আল্লাহ্প্রাপ্তির দ্বিতীয় রাস্তা 'ছুলূক' ('পথচলা')

আল্লাহপাক আল্লাহকে পাওয়ার দ্বিতীয় রাস্তা আয়াতের এই অংশে তুলে ধরে বলেছেন ঃ

وَيَهْدِىٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ

'এবং আল্লাহ হেদায়েত দান করেন তাকেও যে তাঁর দিকে রোখ করে (অগ্রসর হয়)।'

যে আল্লাহকে তালাশ করে, অবশ্যই সে আল্লাহকে পায়। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) তো কসম করে বলেছেন ঃ "আল্লাহর কসম! অন্তর দিয়ে যে আল্লাহকে তালাশ করেছে, নিশ্চয়ই সে আল্লাহকে পেয়েছে। তারাই পায়নি আল্লাহকে, যারা অন্তর দিয়ে আল্লাহকে চায়নি।

ہنوز آں ابر رحمت درفشان ست   خم و خمخانہ با مہر و نشان ست

এখনও আল্লাহর 'বিশেষ রহমতের মেঘ' 'মণি-মুক্তা' বর্ষণ করছে। আল্লাহপ্রেমের শরাব ও শরাবখানা (তথা প্রেমিক ও তাঁদের সান্নিধ্য-সুযোগ) এখনও সীলযুক্ত বস্তুর মত নিরাপদ ও চিহ্নিত আছে। যে চেয়েছে, নিশ্চয় সে 'পরমপ্রিয়'কে পেয়েছে।

عاشق کہ شد کہ یار بحالش نظر نہ کرد

"এমন কে আছে যে ঐ 'প্রিয়জন'কে চাওয়ার পরও তার প্রতি তিনি দয়ার দৃষ্টি দেননি?"

অর্থাৎ আল্লাহর মহব্বতের ব্যথা যদি তোমার মধ্যে থাকতো, তাহলে আজও এই উম্মতের মধ্যে এমন পীর-মাশায়েখ রয়েছেন যাঁরা তোমাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতেন; আল্লাহ তাআলার 'বিশেষ নৈকট্য' লাভের

কাঙ্ক্ষিত পথ দেখিয়ে দিবেন। আজ পর্যন্ত এমন কোন বান্দা পাওয়া যায়নি যে আল্লাহকে চেয়েছে; অথচ আল্লাহপাক তার প্রতি 'অনুগ্রহ ভরা নজর' করেননি।

একটি হাদীছে-কুদছীর ব্যাখ্যা

হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) পূর্বোল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি হাদীছে কুদছী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূলে-খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন ঃ

مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

(মুসলিম, কিতাবুয যিক্র, তাফসীরে কাবীর)

মর্মার্থঃ "যে বান্দা আল্লাহ তাআলার দিকে অর্ধ হাত অগ্রসর হয় আল্লাহপাক তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসেন। আর যে আল্লাহর দিকে হেঁটে হেঁটে আগে বাড়ে, আল্লাহ তাআলার রহমত তার দিকে ধেয়ে গিয়ে তাকে তুলে নেয়।"

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন ঃ যেমন ছোট বাচ্চা যে এখনও হাঁটা শিখেনি, হাঁটতে পারে না, কিন্তু বাবার হৃদয়ে স্বীয় নয়নমণির হাঁটা দেখার বড় আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা। তাই বাবা বলে, আব্বু! তুমি হাঁটো তো দেখি। এখন ছোট্ট শিশু কোন রকম দাঁড়িয়ে এক দু' কদম আগে বাড়ে। যখনই পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, পড়ে যাওয়ার পূর্বেই বাবা দৌড়ে গিয়ে ওকে উঠিয়ে কোলে তুলে নেন। ঠিক একই অবস্থা আল্লাহপাকের। যখন কোন বান্দা আল্লাহপাককে রাজী-খুশী করার জন্য টুটা-ফুটা মেহনত ও চেষ্টা করে, এতেই আল্লাহপাক তাকে কবূল করেন, হেদায়েতী নূরে তার এক নূরানী যিন্দেগী নসীব হয়।

কিন্তু হযরত থানবী (রহ.) বলেন, হায় আফসোস! আজ তো আমরা আল্লাহকে পাওয়া ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য চেষ্টা-মুজাহাদা ছেড়েই

দিয়েছি। আল্লাহর রাস্তায় কদম রাখার জন্য নিজ অবস্থান, নিজ আসন থেকে তো উঠিই না; নড়িই না। কিছু হিম্মত তো কর, মেহনত কর, কষ্ট-মুজাহাদা কর, দেখবে আল্লাহপাকের রহমত কিরূপ ধেয়ে এসে বান্দাকে স্বীয় কোলে তুলে নেয় এবং কিভাবে তার যিন্দেগীতে আল্লাহ পাকের খাছ মদদ এসে যায়। আল্লাহপাক আমাদেরকে সারা জাহান থেকে বিমুখ করে তার আপন বানাতে চান।

এই কথাটিই প্রকাশ করেছেন আছগর গোণ্ডবী (রহ.) তাঁর এই ছন্দের সূরতে ঃ

ہمہ تن ہستی خوابیدہ مری جاگ اٹھی
ہر بن مو سے مرے اس نے پکارا مجھ کو

অর্থঃ "আমার সর্ব অঙ্গই গাফলত, অবাধ্যতা ও খোদাবিস্মৃতির ঘুম হতে জেগে উঠেছে। আমার প্রতিটি বিন্দু, প্রতিটি পশম-মূলেও তিনি (মাইকের সাউন্ড বক্সের মত) আমাকে নিজের দিকে কেবলই ডাকছেন, ডেকেই চলেছেন।"

আল্লাহপাক যাকে নিজের দিকে টানেন তার 'ঘুমন্ত জীবনে' 'জাগৃতির ঘন্টা' বেজে উঠে। সে নিজের প্রতিটি লোম থেকে পর্যন্ত আওয়াজ শুনতে পায় যে, আল্লাহপাক তোমাকে স্মরণ করছেন।

আজ চার জুমআ যাবৎ জয্ব্ বা খোদায়ী আকর্ষণ সম্পর্কে বয়ান চলছে। আলহামদুলিল্লাহ! এ বিষয়ে বেশ কয়টি ঘটনা এসে গেছে। আমি চাই এই বিষয়টি আজ পূর্ণ হয়ে যাক। কেননা, এই বয়ান ছাপাতে হবে। মুহিব্বীনদের আবেদন ও আকাঙ্ক্ষা যে, 'জয্ব্' সম্পর্কিত বয়ানগুলো দ্রুত ছেপে যাক।

সুতরাং এখন আমি শুরু করছি। বরকতের জন্য ঐ সকল নেক বান্দাদের ঘটনা পেশ করছি যাঁদেরকে আল্লাহপাক 'জয্ব্' ফরমায়েছেন। ঘটনা তো অনেক আছে, কিন্তু মাত্র কয়েকটি পেশ করছি, যাতে আল্লাহ পাক ঐসব বান্দাদের বরকতে আমাদেরকেও 'জয্ব্' করে নেন।

বাদশাহ ইবরাহীম বিন আদহাম (রহ.)-এর 'জয্‌বে'র (আসমানী আকর্ষণের) ঘটনা

সর্বপ্রথম বাদশাহ ইবরাহীম বিন আদহাম (রহ.)-এর ঘটনা পেশ করছি। ঘটনাটি এই, একদা বাদশাহ ইবরাহীম বিন আদহাম (রহ.) রাজ-প্রাসাদে আরাম করছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহপাক ফেরেশতা অথবা নেককার জ্বিন অথবা 'রেজালে গায়বে'র একটি ছোট জামাআত পাঠালেন। বাদশাহ তাদের পদধ্বনি শুনে জেগে উঠলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমরা কারা? রাজপ্রাসাদের কঠোর নিরাপত্তা এবং পাহারা সত্ত্বেও কিভাবে তোমরা রাজভবনের ছাদের উপর এসে গেলে? এখানে তো পৌঁছা সম্ভব ছিল না। ব্যাপার কি?

বস্তুতঃ আল্লাহপাক যখন কাউকে নিজের আপন বানাতে চান তখন গায়েব থেকে নিজেই সামান পয়দা করে দেন।

بہت ابھاگن مر گئیں جگت جگت بورائے
پیو جیکا چاہیں تو سوتت لئے جگائے

'বহুত অভাগা মরিয়া গেল
ভবের পাগল হয়ে,
চাইলে 'প্রিয়' তোলেন তাকে
ঘুম হতে জাগিয়ে।

অর্থাৎ আল্লাহপাক যদি চান তাহলে ঘুমন্তকেও তিনি নিজেই জাগিয়ে তোলেন। শুনলেন তো? হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম ঘুমিয়ে ছিলেন। কিন্তু ঐ সময়ই আল্লাহপাকের পক্ষ হতে আকর্ষণের তাজাল্লী শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহপাক গায়েব থেকে 'রেজালে গায়েব' পাঠিয়েছিলেন। চাই তারা নেককার জ্বিন হোক বা ফেরেশতা হোক। হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এখানে কিভাবে আসলে? এবং কেন এসেছো? তারা উত্তরে বললেন ঃ আমরা উট তালাশ করছি। বাদশাহ বললেন, বাহ! এত পাহারাদারের অগোচরে সিঁড়ি ভেঙ্গে রাজ প্রাসাদের ছাদের উপর উট কিভাবে আসবে? এখানে উট তালাশ করা তোমাদের

বোকামি বৈ কি? ফেরেশতাগণ তখন উত্তরে বললেন ঃ যদি রাজপ্রাসাদের ছাদের উপর উট তালাশ করা বোকামি হয়, তাহলে এই রাজত্ব ও রাজ সিংহাসনের কঠিন ঝামেলা ও শোরগোলের মধ্যে আল্লাহ্পাককে তালাশ করাও তো তাহলে বোকামি। এখানে বসে থেকে তো আল্লাহকে পাওয়া যাবে না। এই 'কঠিন জঞ্জালের' মধ্যে ডুবে থেকে 'আল্লাহপ্রেমিক' বা আল্লাহর ওলী হওয়া যাবে না।

বাদশাহী ত্যাগের উপর একটি প্রশ্ন ও উত্তর

এখন হয়তঃ আপনারা বলবেন যে, হযরত উমর (রাযি.)ও তো সাড়ে নয় বৎসর রাজত্ব করেছেন। তিনি কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার পাশাপাশি আল্লাহকেও পেয়ে গেলেন? এর উত্তর এই যে, সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত রাসূলে-কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবত ও নজরের বরকতে আল্লাহর সঙ্গে হযরত উমরের এত বেশি গভীর সম্পর্ক অর্জিত ছিল যে, হযরত উমর (রাযি.)-এর নজরে 'ফকীরী আর বাদশাহী'র মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। রাজ সিংহাসনে সমাসীন কালেই তিনি চৌদ্দটি তালিযুক্ত পোশাক পরে সিরিয়া জয় করেছিলেন।

তিনি ইনসাফ, ন্যায়পরায়ণতা ও মানবতার এত উচ্চে ছিলেন যে, সিরিয়া যাওয়ার পথে অবস্থা এই ছিল যে, একদিকে তিনি চৌদ্দটি তালিযুক্ত কোর্তা পরা। অপর দিকে তিনি স্বীয় গোলামের সাথে পালাক্রমে উটের উপর সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলেন। যখন সিরিয়া পৌঁছলেন, তখন সওয়ার হওয়ার পালা ছিল গোলামের। সুতরাং তিনি গোলামকেই উটের পিঠে সওয়ার হতে বললেন এবং নিজে উটের লাগাম টেনে পায়ে হেঁটে আগে আগে চললেন। যেহেতু তাওরাত ও ইঞ্জিলে একথা লেখা ছিল যে, মুসলমানদের খলীফা যখন সিরিয়া গমন করবেন, তখন তাঁর পোশাকে 'চৌদ্দটি তালি' থাকবে এবং খলীফা পায়ে হেঁটে আসবেন; আর তাঁর গোলাম উটের পিঠে আরোহণ করে আসবে। তাওরাত ও ইঞ্জিলের সঙ্গে মিল দেখে খ্রিস্টানরা বায়তুল মোকাদ্দাসের দরওয়াজা খুলে দিয়েছিল এবং বলল, আসুন, আমরা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করবো না। কেননা, আমাদের কিতাবে ইহা লেখা আছে।

مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ

আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফে ইরশাদ করেছেন যে, মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)-এর সাহাবাদের মর্যাদা এত বেশি যে, তাওরাত-ইন্‌জীলে (তথা সকল আসমানী কিতাবেই) তাঁদের মর্যাদা ও গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

রাজার দেহে আজ ফকীরের পোশাক

বাদশাহ ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) দ্বিতীয় দিনেই এক ফকীরের নিকট ফকীরী পোশাক চাইলেন এবং গভীর রাতে ঘুম হতে উঠলেন এবং রাজকীয় পোশাক খুলে ফেলে দিয়ে 'ফকীরী পোশাক' পরিধান করলেন। অতঃপর বলখ রাজ্যের সীমানার বাইরে চলে গেলেন। যখন তিনি 'রাজকীয় পোশাক' খুলে 'ফকীরী পোশাক' পরিধান করলেন, হয়তঃ আসমান ও যমীনে তখন কত না শোরগোল ও ধূম পড়ে গিয়েছিল যে, হায়! আল্লাহর মহব্বতে বাদশাহ আজ 'বাদশাহী পোশাক' খুলে 'ফকীরী পোশাক' পরতেছেন। রাজ্য, রাজত্ব, রাজমহল ও রাজমুকুট সব আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দিচ্ছেন।

মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রহ.) এ সম্পর্কে নিজের মনের 'প্রতিক্রিয়া' ব্যক্ত করে বলেন ঃ

شاہی وشہزادگی درباختہ   از پئے تو در غریبی ساختہ

সুলতান ইবরাহীম ইবনে আদহাম বাদশাহী, রাজবংশের গৌরব ও সকল সুখ-আনন্দ আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দিলেন। আয় আল্লাহ! আপনার মহব্বতে সুলতান ইবরাহীম আজ নিজের রাজত্ব ও জন্মভূমি ত্যাগ করে ভিন দেশে পাড়ি দিয়েছেন।

অর্থাৎ ফকীরী ও মাওলার প্রতি পরিপূর্ণ নিবেদিত জীবন লাভের জন্য তিনি দজলার তীরে নিশাপুরের জঙ্গলে 'নির্জনতা'য় চলে যাচ্ছেন।

বাদশার সেই 'হতবাক করা দৃশ্য'টিকে আমি আমার লেখা কতগুলো ছন্দের মধ্যে উল্লেখ করেছি যা আমার কিতাব 'মাআরেফে মসনবী'তে ছাপাও হয়েছে। মাওলানা রূমী (রহ.)-এর মসনবী শরীফের যেই ব্যাখ্যাগ্রন্থ আমি লিখেছি তার শুরুতে প্রখ্যাত আলেমদের অভিমত ও দোয়াও অন্তর্ভুক্ত

আছে। ঐ কিতাবের মধ্যে ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) সম্পর্কে আমি বিশ-পঁচিশটি ছন্দ লিখেছি। তন্মধ্য হতে দুই-তিনটি ছন্দ এখানে উল্লেখ করছি। যখন বাদশাহ ইবরাহীম ইবনে আদহাম আল্লাহর জন্য রাজকীয় পোশাক খুলে 'ফকীরী পোশাক' (তথা দুনিয়াত্যাগী আল্লাহপ্রেমিকদের মামুলী পোশাক) পরছিলেন, ঐ দৃশ্যটিকে আমি ছন্দ আকারে পেশ করেছি। আমি নই বরং বস্তুতঃপক্ষে আল্লাহপাকই তা আমার দ্বারা লিখিয়েছেন। সেই ছন্দগুলো এই ঃ

م شاہی آج گدڑی پوش ہے   جاہ شاہی فقر میں روپوش ہے
الغرض شاہ بلخ کی جان پاک   ہوگئی جب عشق حق سے دردناک
فقر کی لذت سے واقف ہوگئی   جان سلطاں جان عارف ہوگئی

অর্থঃ শাহী পোশাকের পরিবর্তে বাদশাহ আজ 'ফকীরী পোশাক' পরিধান করেছেন। নিজের সমস্ত রাজকীয় দাপট, নেশা ও গর্ব-গৌরবকে আল্লাহর জন্য 'ফকীরী ও নিঃস্বতা'র অতলে তিনি নিঃশেষ করে দিয়েছেন।

আসল কথা হলো, বাদশার অন্তরাত্মা যখন আল্লাহর মহব্বতে, আল্লাহকে পাওয়ার পরম আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল ও ব্যাথাতুর হয়ে উঠলো, তখনই তিনি আল্লাহর জন্য বাদশাহী ত্যাগ ও ফকীরী অর্জনের স্বাদ, মজা ও নেশা বুঝে ফেললেন। তখন 'বাদশার আত্মা' মুহূর্তে 'ওলীর আত্মা' হয়ে গেল। 'বাদশার অন্তর-আত্মা' মাওলাপাগল আরেফবিল্লাহ্‌র অন্তরাত্মায় পরিণত হয়ে গেল এবং দশ বৎসর পর্যন্ত তিনি নীশাপুরের গুহায় এবাদত করতে থাকেন।

আল্লাহর জন্য যেমন কোরবানী তেমন মেহেরবানী, 'যতো কষ্ট ততো নৈকট্য'

আল্লাহর জন্য যেই জঙ্গলে তিনি গিয়েছিলেন, সেই জঙ্গলে এক ফকীর পূর্ব হতে থাকতো। সেই ফকীর ছিল মজযূব। (মজযূবের কয়েক অর্থ আছে। এখনে মজযূব অর্থ আল্লাহর বাধ্যগত ঐ বান্দা যার কথা বা কার্য

খানিকটা ব্যতিক্রমী হয়। কিন্তু সমকালীন ওলী ও আলেমগণ তাকে ওলী ও খাঁটি মজযূব রূপে মানেন। –অনুবাদক)

সেই ফকীর জঙ্গলের ঘাস কেটে বিক্রি করতেন। আর তাই দিয়ে কিছু খেয়ে-দেয়ে আল্লাহর যিকির ও এবাদতে লিপ্ত থাকতেন। একবার আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমি ঘাস কেটে বিক্রি করি। ইহাতে আমার দশ-বার আনা উপার্জন হয়। যার দ্বারা আমি রুটি-চাটনি ক্রয় করে খাই। কিন্তু এতটুকু সময় তো আমার নষ্ট হয়। আপনি কি আমাকে শুধুমাত্র দুইটি রুটি এবং একটু চাটনি দিতে পারেন না? যাতে করে এই সময়টুকুও আমি আপনার যিকির ও মহব্বতে কাটাতে পারি। এবং এজন্য ঘাস কাটা ও তা বিক্রি করা হতে মুক্তি পেয়ে যাই। আয় আল্লাহ! কাজ-কর্মে আমার মন বসে না। আপনি ছাড়া আমার কিছুই ভাল লাগে না। অতঃপর আসমান হতে আওয়াজ আসলো ঃ শোন, যেই কাস্তে দ্বারা ঘাস কাট, আর যেই টুকরীতে ঘাস রাখ, উভয়টি অমুক গাছের নিকট রেখে দাও। এখন থেকে দৈনিক রুটি-চাটনী আমার পক্ষ থেকে পেয়ে যাবে। মজযূব তাই করল এবং দশ বৎসর পর্যন্ত রুটি-চাটনী খেয়ে আসছিল। যখন বাদশাহ ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) আল্লাহর মহব্বতে ঐ জঙ্গলে গমন করলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য জান্নাত থেকে গায়বীখানা 'বিরিয়ানী' প্রেরণ করলেন।

আমার পীর ও মোর্শেদ হযরত মাওলানা শাহ আবদুল গনী ফুলপুরী (রহ.) যিনি হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত থানবী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন এবং ১২ বার হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। তিনি বলেছেন যে, হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের জন্য গায়েব থেকে আসা বিরিয়ানীর সুঘ্রাণে সমস্ত জঙ্গল যখন মোহিত হয়ে গিয়েছিল, তখন ঐ পুরানা মজযূব অজ্ঞতা ও সরলতা বশতঃ আল্লাহর নিকট এক কথা বলে বসল যে, হে আল্লাহ মিয়া! আমি দশ বৎসর যাবৎ এই জঙ্গলে আপনার ইবাদত করি। আর আপনি দশ বৎসর যাবৎ আমাকে রুটি-চাটনী দিয়ে আসতেছেন। অথচ, সদ্য আসা এক নতুন ফকীরের জন্য আপনি বিরিয়ানী পাঠিয়ে দিলেন! যার সুঘ্রাণে সমগ্র জঙ্গল মোহিত হয়ে গেছে।

یہ کل عاشق ہوا ہیں ہوں ترا دیوانہ برسوں سے

অথচ, সে তো মাত্র গতকালের দেওয়ানা। আর আমি তো আপনার বহু বছরের পুরানা দেওয়ানা।

তখন আসমান হতে জওয়াব আসলো, হে নাদান! তুমি আমার জন্য ঘাস কাটার একটি কাস্তে আর একটি টুকরীই তো কোরবানী করেছো? অর্থাৎ মোট বার আনার সম্পদ তুমি আমার জন্য কোরবানী করেছ। আর আমি তোমাকে দশ বৎসর পর্যন্ত রুটি-চাটনী দিয়ে আসছি। নিজের কোরবানীও দেখ এবং আমার মেহেরবানীও দেখ। তোমার কোরবানী বড়? না কি আমার মেহেরবানী বড়? নিশ্চয় আমার মেহেরবানীর পাল্লা বহুগুণ ভারী হবে। সুতরাং হে মজযূব এই রুটি-চাটনীকে গনীমত মনে কর। না হয় ইহাও বন্ধ হয়ে যাবে। তোমার কোরবানীর চেয়ে তোমার উপর আমার মেহেরবানী বহু গুণ বেশি বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু শোন, যেই ব্যক্তি গতকাল আসলো, সে তো বলখের বাদশাহ ছিল। আমার মহব্বতে রাজত্ব, রাজ সিংহাসন, রাজমুকুট সবই ত্যাগ করে দিয়েছে। মন্ত্রীদের সালাম-স্যালুট বিসর্জন দিয়েছে। মখমলের বিছানা ছেড়ে জঙ্গলে বালু আর পাথরের উপর দিনাতিপাত করছে। সুতরাং আমার জন্য যে যেমন কোরবানী করবে আমিও তার প্রতি তেমনি মেহেরবানী করবো। অতএব, তুমি তার কোরবানীর অবস্থা তো দেখো। সে আমার জন্য রাজত্ব বিসর্জন দিয়েছে। তাই তার উপর আমার মেহেরবানীও সেই মানের হয়েছে। এজন্যই মহান মোর্শেদ শাহ আবদুল গনী ফুলপুরী (রহ.) বলতেন ঃ

اس کے جرے تو کس نہ بسائے

'আছ্কে জরে, তো কাছ্ না বছায়ে'

অর্থঃ যে আল্লাহর মহব্বতে দিলকে জ্বালাবে, কেন তার দিল থেকে আল্লাহর মহব্বতের ঘ্রাণ বের হবে না?

ভালবাসার আগুনে তাঁর পুড়েছে যে প্রাণ,
আসবে না কেন্ সে-প্রাণ হতে ভালবাসার ঘ্রাণ?

এজন্যই আমার মোর্শেদ হযরত ফুলপুরী (রহ.) বলতেন ঃ যে নিজের সমস্ত হারাম ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা আল্লাহর জন্য জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়,

মনের হাজারো গুনাহের চাহিদা পূরণ না করে কষ্ট সহ্য করে, এভাবে গুনাহ বর্জনের কষ্ট সহ্য করে, আল্লাহ তাআলাও তার উপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করে দেন।

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহর মহব্বতের দলিল

নফ্‌সের হারাম চাহিদাকে জ্বালিয়ে দেয়াই হলো উচ্চ ঈমানের আলামত। এখানেই বুঝা যায় যে, কে মাওলার কত বড় দেওয়ানা।

ছন্দ ও কবিত্বের দ্বারা প্রকৃত প্রেমিক বুঝা যায় না। খুব সুন্দরভাবে বলতে পারলেই সত্যিকার আশেক বা প্রেমিক বলে প্রমাণিত হয় না। বরং যখন মনের মধ্যে গুনাহের প্রবল চাহিদা হয় সেই চাহিদাকে আল্লাহর জন্য জ্বালিয়ে দেয় এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে কোনভাবেই নফসকে সন্তুষ্ট না করে। সে-ই মাওলার প্রকৃত দেওয়ানা, প্রকৃত আশেক। নফ্‌স-যালেম যদি কোনভাবে মনের মধ্যে যার্‌রা বরাবরও হারাম মজা প্রবেশ করায় তখন দেরি না করে দুই রাকাত নামায পড়ে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর নিকট মাফ চাও যে, আয় আল্লাহ! কুদৃষ্টির দ্বারা অথবা গান শোনার দ্বারা অথবা সিনেমা-টিভি-ভিসিআরের দ্বারা অথবা আমার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা যত হারাম স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করেছি, আয় আল্লাহ! আমি ঐ সবকিছু হতে তওবা করতেছি এবং আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেছি। আপনি আমাকে মাফ করে দিন। যেই বান্দা নিজের খুশীকে প্রাধান্য দেয়, অগ্রগণ্য করে; অথচ এত বড় মালিক আল্লাহর খুশীকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে; আল্লাহর খুশী-নাখুশীর পরোয়াই সে করে না। সে নিজেই ফয়সালা করুক যে, সে কি আল্লাহকে আপনজন বানিয়ে আল্লাহর হয়ে থাকলো? নাকি চির দুশমন নফ্‌স্ ও শয়তানকে খুশী করে নফসের গোলাম বনলো?

যদি আল্লাহ তাআলার সীমাহীন ধৈর্য আর কূল-কিনারাহীন দয়া না হতো, তাহলে তিনি পাপাচারের জন্য এমন কঠিন শাস্তি দিতেন যে, আমাদের কারো অস্তিত্বই থাকতো না। কিন্তু আল্লাহ তাআলার এহসান ও দয়া যে, তিনি একমাত্র নিজ গুণে আমাদেরকে ছাড় দিতে থাকেন; ক্ষমা করতে থাকেন।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)-এর কারামত

একদিন নদীর কিনারায় হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) নিজের ছেঁড়া পোশাক সেলাই করতেছিলেন। হঠাৎ বলখ রাজ্যের এক মন্ত্রী এসে উপস্থিত হলো। সে মনে মনে বললো যে, এই মোল্লা কত বড় বেওকুফ! বাদশাহী ত্যাগ করে এখন ছেঁড়া কাপড় সেলাই করতেছে। মোল্লারা আসলে বেওকুফই হয়।

মন্ত্রীর মনের কথা হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) কাশফের মাধ্যমে বুঝে ফেললেন। অর্থাৎ ঐ মুহূর্তে খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে কথাগুলো তিনি বুঝে ফেললেন।

কাশ্ফ্ কোন ইচ্ছাধীন বিষয় নয়। যখন আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেন তখনই কোন বান্দার কাশ্ফ্ হয়। আর যখন আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেন না তখন কারো কাশ্ফ-কারামত কিছুই হয় না। (তাই কাশ্ফ ও কারামত আল্লাহপাকের সুমহান ইচ্ছা ও দয়ার অধীন।)

অতঃপর হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) উক্ত মন্ত্রীকে বললেন, হে মন্ত্রী! আমার কাছে আসো। মন্ত্রী কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে নিজ হাতের সুঁইটি তিনি নদীতে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, হে নদীর মাছ সকল! আমার সুঁই দাও। মাওলানা রূমী বলেন ঃ

صد ہزاراں ماہی اللہیۓ سوزن زر برلب ہر ماہیۓ

লক্ষ লক্ষ মৎস্য হাযির
মুখে সোনার সুঁই
এই রাজত্বের সামনে বলো
সেই রাজত্ব কই?

এখন দেখ বলখের সেই রাজার বিস্ময়ের এই রাজত্ব!

ملک دل بہ یا چنیں ملک حقیر

'বল, দিলের রাজত্ব উত্তম? নাকি তুচ্ছ এই দুনিয়ার রাজত্ব উত্তম?'

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) ধমক দিয়ে বললেন ঃ হে মাছ সকল! তোমরা আমার লোহার সুঁই এনে দাও। স্বর্ণের সুঁই ব্যবহার করা এই উম্মতের পুরুষের জন্য হারাম। জায়েয নাই। রূপাও হারাম পুরুষের

জন্য। তবে সাড়ে চার মাশার কম হলে সেই রূপার আংটি ব্যবহার করা জায়েয আছে।

অতঃপর একটি মাছ ডুব দিয়ে লোহার সুঁইটি নিয়ে উপস্থিত হলো। এ অবস্থা দেখে মন্ত্রী কান্না শুরু করে দিল। আর বলতে লাগল, আমি আপনাকে চিনতে পারি নাই, আপনাকে বোকা-বেখবর মোল্লা ভেবেছিলাম। আমার কপাল মন্দ যে, আমি আপনার মত আল্লাহর ওলীকে চিনতে পারি নাই। মাছেরা আপনাকে চিনতে পারল, আর মানুষ হয়ে আমি আপনাকে চিনতে পারলাম না। হায়, আমি কত বড় হতভাগা, কত নিকৃষ্ট, কত জঘন্য নালায়েক যে, আপনার মত ওলীর শানে আমি বেয়াদবী করেছি। এখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, আপনি তো আগে শুধু স্থলের বাদশাহ ছিলেন। আর এখন তো আপনি 'জলে ও স্থলে' বাদশাহী পরিচালনা করেন। অতঃপর মন্ত্রী বলল, হে মাননীয়! আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্কের এই মহা দৌলত দয়া করে আমাকেও দান করুন। উত্তরে তিনি বললেন, ঠিক আছে, ছয় মাস এখানে থাক। মন্ত্রী ছয় মাস তাঁর সোহ্বতে থাকল। অতঃপর আল্লাহর মহব্বত সীনায় নিয়ে আল্লাহর ওলী হয়ে ফিরল।

آناں کہ خاک را بہ نظرے کیمیا کنند
آیا بود کہ گوشۂ چشمے بما کنند

আহা! যেই নজর মাটিকে খাঁটি সোনা বানিয়ে দেয়, হায়! এমন একটি নজর যদি আমার উপর পড়ে যেত, এই কপালে জুটে যেত, তাহলে আমার মাটির জীবনও হয়ত 'সোনা' হয়ে যেত। অর্থাৎ তাআল্লুক মাআল্লাহ্ তথা আল্লাহ্র সাথে গভীর সম্পর্কের বরকতে কত না দামী হয়ে যেত।

এই ছন্দটি হাফেয শীরাযী (রহ.) সুলতান নজমুদ্দীন কোবরা (রহ.)-এর খেদমতে পেশ করেছিলেন। উহার প্রেক্ষাপটও শিক্ষণীয়।

হযরত হাফেয শীরাযী (রহ.)-এর ঘটনা

সেই ঘটনা হলো এই যে, এক ব্যক্তির সাত ছেলে ছিল। তন্মধ্যে একজন হাফেয শীরাযী। তিনি জঙ্গলে নির্জনে 'আল্লাহ আল্লাহ' করতেন।

আল্লাহর তালাশে অস্থির ছিলেন। সুলতান নজমুদ্দীন কোবরা (রহ.)কে আল্লাহ তাআলা স্বপ্নে বললেন যে, হে সুলতান নজমুদ্দীন! তুমি অমুক জঙ্গলে যাও। সেখানে আমার এক বান্দা আমার জন্য কাঁদতেছে। আমার জন্য অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে আছে। তাকে তুমি মাওলাকে পাওয়ার পথে সহযোগিতা কর।

কখনো কখনো মুরীদের এখলাসের বরকতে আল্লাহপাক পীরকেও মুরীদের নিকট পাঠান। ইহা মূলতঃ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে জয্‌ব্‌ (বা অদৃশ্য আকর্ষণ) ছিল, হাফেয শীরাযীর উপর বিশেষ মেহেরবানী ছিল। আল্লাহর পক্ষ হতে ইশারা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত নজমুদ্দীন কোবরা (রহ.) হাফেয শীরাযী (রহ.)-এর বাবার বাড়িতে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনার ছেলে কতজন? বাবা বললেন, ছয় জন। বললেন, সবাইকে এখানে ডেকে আনুন। ডেকে আনার পর সকলকে দেখে হযরত নজমুদ্দীন কোবরা (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন, এই ছয়জন ব্যতীত আপনার আরো কোন ছেলে আছে কি? বাবা বললেন, হাঁ, আরও একটা আছে। সেটাতো কোন কাজেরই না। সে তো পাগল হয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে, আর কান্নাকাটি করে। দুনিয়ার কাজ-কর্ম তার ভালই লাগে না। জানিনা কেন এবং কার জন্য এত কান্নাকাটি করে। সুলতান নজ্‌মুদ্দীন কোবরা (রহ.) বললেন, হাঁ, সেই ছেলেকেই তো দরকার আমার। আল্লাহ তাআলা তার 'হেদায়েতে'র জন্যই আমাকে পাঠিয়েছেন।

অতঃপর তিনি জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হলেন। জঙ্গলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাফেয শীরাযী তাঁকে চিনে ফেললেন।

دونوں جانب سے اشارے ہو چکے ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے

দু'দিক হতেই 'ইশারা' হলো যে, তুমি আমার এবং আমি তোমার।

হাফেয শীরাযী (রহ.) নজ্‌মুদ্দীন কোব্‌রা (রহ.)কে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলেন যে, আল্লাহপাক আমার কান্নাকাটি কবূল করেছেন, আমার হেদায়েতের জন্য তিনি মহান এক ওলীকে পাঠিয়েছেন। তখন তিনি নজ্‌মুদ্দীন কোব্‌রা (রহ.)কে লক্ষ্য করে এই ছন্দটি পড়লেন ঃ

آناں کہ خاک را بہ نظرے کیمیا کنند   آیا بود کہ گوشۂ چشمے بما کنند

“যাঁদের দৃষ্টিতে আল্লাহপাক এই গুণ রেখেছেন যে, এক দৃষ্টিতে মাটিকে তাঁরা স্বর্ণ বানিয়ে দেন, সেই ওলী কি মেহেরবানী করে আমার উপর একটি দৃষ্টি ফেলবেন?

তখন হযরত নজ্‌মুদ্দীন কোব্‌রা (রহ.) (জয্‌বের নূরে ডুবন্ত অবস্থায়) বলে উঠলেন ঃ

نظر کردم نظر کردم نظر کردم

“নজর করলাম, নজর করলাম, নজর করলাম। আমাকে তো এ কাজের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে।”

অতঃপর আল্লাহপাক এই মহান ওলীর সান্নিধ্যের বরকতে হাফেয শীরাযী (রহ.)কে বহুত বড় ওলী বানিয়েছেন।

সাধারণ মানুষও কি বলখের বাদশার মত এত বড় ওলীর মর্যাদা অর্জন করতে পারে?

বহু লোক অন্তরে খাহেশাতের (তথা পাপের কামনা-বাসনার) ‘বিশাল রাজ্য’ লালন করে। অর্থাৎ সুন্দর-সুন্দরীদের প্রতি অন্তর এত বেশি আকৃষ্ট হয় যে, যদি তার কাছে বলখের রাজত্ব থাকত, তাহলে সেই সুন্দর-সুন্দরীদের জন্য ঐ রাজত্বও উৎসর্গ করে দিত। ভিতরে তাদের প্রতি এত প্রচণ্ড আকর্ষণ ও কামনার উত্তাপ। এতদসত্ত্বেও সব কিছু আল্লাহর জন্য ত্যাগ করে দেয়। আর বলে, আয় আল্লাহ! এই সুন্দর-সুন্দরীরা এই যমীনের ‘চন্দ্র-সূর্য’। কিন্তু, হে আল্লাহ! আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাদেরকে আমি ত্যাগ করলাম। তাদের প্রতি আমার মন এত বেশি আকৃষ্ট হয় যে, যদি ‘বলখের রাজত্ব’ আমার হাতে থাকত, সেই রাজত্বের বিনিময়েও তাদেরকে অর্জন করার মত ভালবাসার আকর্ষণ আমার অন্তরে বিদ্যমান। কিন্তু আয় আল্লাহ! আপনার অসন্তুষ্টির ভয়ে আমি ওসবকিছুই বিসর্জন দিলাম।

রাজ্য-রাজত্ব বিসর্জন দিয়ে অর্জন করার মত সুন্দরীরা আমার নাগালের মধ্যে আছে। কিন্তু আপনার অসন্তুষ্টি ও আপনার আযাবের ভয়ে আমি তাদের থেকে দূরে থাকি। তাদেরকে দেখিও না। তাদের সঙ্গে কথাও বলি না। কোনভাবেই তাদের থেকে হারাম মজা উপভোগ করি না।

যে বান্দা আল্লাহর জন্য এরূপ 'মোজাহাদাপূর্ণ জীবন' কাটাতে পারে, সে যেন রাজ্য ত্যাগের মত বিশাল বড় দৌলতই আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দিলো। সুতরাং যারা সুন্দর-সুন্দরীদের থেকে নজর হেফাযত করে, যদিও তারা কোন গরীব ও মিসকীনই হোক না কেন, ইনশাআল্লাহ কিয়ামতের দিন আল্লাহপাক তাদেরকে সুলতান ইবরাহীম ইবনে আদহামের সঙ্গেই উঠাবেন। কেননা তারা 'এমন খাহেশাত', মনের এতো কঠিন চাহিদাকে আল্লাহর জন্য বিসর্জন দিয়েছে যার দাম তাদের অন্তরে 'বাদশাহীর সমতুল্য'ই ছিল।

হযরত মাওলানা আছগর গোণ্ডবী (রহ.) বলেন ঃ

توڑ ڈالے مہ وخورشید ہزاروں ہم نے

আমরা রূপ সৌন্দর্যের হাজার হাজার চন্দ্র-সূর্য আল্লাহর জন্য ত্যাগ করেছি।

تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے

গুনাহ ত্যাগের এই অসহনীয় কষ্ট সহ্য করে আমি আল্লাহকে পেয়েছি।

ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی
اک گل تر کے واسطے ہم نے چمن لٹا دیا

শত ফুল-বসন্ত ত্যাগি
বুকটা ক্ষত-ক্ষত
একটি 'প্রিয় ফুল' লভিতে
সবি বিসর্জিত!

জীবনের বহুত আনন্দ-উল্লাস ত্যাগ করে অন্তরে আঘাত আর আঘাত সহ্য করেছি। এক মাওলাকে পাওয়ার নেশায় দুনিয়ার অসংখ্য ফুল ও ফুলবাগান আমি ত্যাগ করেছি। যেসব সুন্দর-সুন্দরীরা কবরে গিয়ে মাটি হয়ে যাবে তাদেরকে আমি আল্লাহর জন্য ত্যাগ করেছি।

আমার একটি নতুন তাজা ছন্দ শুনুন। যদি টাটকা গরম জিলাপী পছন্দ করেন, তবে আমার ছন্দও কিন্তু 'টাটকা গরম ছন্দ'।

خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن
ان کے ڈسٹمپر کی خاطر راہِ پیغمبر نہ چھوڑ

"এই রূপ-লাবণ্যে ভরা সুন্দর ছেলে ও সুন্দরী নারীরা কবরের মধ্যে পচে-গলে মাটি হয়ে যাবে। তাদের ডিস্টেমপারের দরুন পয়গাম্বরের রাস্তা ছেড়ে দিও না।" (ডিস্টেম্পার অর্থ : বাহ্যিক চাকচিক্য ও রূপ-লাবণ্য।) কেননা এই সুন্দর-সুন্দরীরা সকলেই মরণশীল-পচনশীল। নিজেরাও মুর্দা, তোমাদেরকেও মুর্দা বানিয়ে দিবে। ক্ষণস্থায়ী স্বাদ-লয্যত উপভোগ করে চিরস্থায়ী ইয্যত তোমরা নষ্ট করো না। সামান্য একটু হারাম মজার জন্য উভয় জাহানের সম্মান বিসর্জন দিও না। ইহা তো দুনিয়ার লয্যত। এর ফলে আখেরাতে কি পরিমাণ যিল্লত্ হবে সে কথাও তো চিন্তা কর।

আমার এই তাজা ছন্দটি কিন্তু খুবই শিক্ষণীয় ঃ

خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن
ان کے ڈسٹمپر کی خاطر راہِ پیغمبر نہ چھوڑ

"এই রূপ লাবণ্যে-ভরা সুন্দর-সুন্দরীরা কবরের মধ্যে পচে-গলে মাটি হয়ে যাবে। তাদের বাহ্যিক চাকচিক্য আর রূপ-লাবণ্যের পিছনে পড়ে পয়গাম্বরের রাস্তা তোমরা ত্যাগ করো না।"

চুল-চেহারার আকর্ষণও
যাবে মাটি হয়ে,
চোখ-চাহনী, কোমল-অঙ্গ
যাবে মাটি হয়ে।
পচনশীল ও গলনশীলের
রূপের প্রেমে পড়ে
'পয়গম্বরের প্রিয় শিক্ষা'
দিও না কো ছেড়ে।

হযরত সুলতান ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)-এর আরও একটি কারামত

সুলতান ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) আল্লাহর জন্য যত কোরবানী পেশ করেছেন তন্মধ্য হতে একটি ঘটনা হযরত মোল্লা আলী কারী (রহ.) মেশকাত শরীফের আরবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ মেরকাতের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আমি শুধু অর্থটা শুনিয়ে দিচ্ছি।

এক ধনাঢ্য পরিবারের যুবক মদ পান করার পর বমি করে বেহুশ হয়ে রাস্তায় পড়ে ছিল। মুখের উপর মাছি ভন্ ভন্ করতেছিল। এ দৃশ্য দেখে প্রথমে তাঁর খুব কষ্ট বোধ হলো যে, হায়, যে মুখ দ্বারা সে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে সেই মুখ দ্বারাই আবার মদও পান করে? আবার তাঁর প্রতি মায়াও লেগে উঠলো। অতঃপর তিনি এক বালতি পানি আনলেন। তার বমি পরিষ্কার করলেন, মুখ ধুয়ে দিলেন এবং বললেন, আয় আল্লাহ! এই যুবক যদিও নাফরমানীর মধ্যে লিপ্ত, কিন্তু যেহেতু আপনি আমার 'মাহবূবে হাকীকী', আমার 'প্রকৃত প্রিয়জন', আর এই বান্দা তো আপনারই বান্দা। যদিও সে গুনাহগার, কিন্তু বান্দা তো আপনার। আমি তাকে আপনার বান্দা মনে করে খেদমত করতেছি। যদিও পাপী; কিন্তু সম্পর্ক তো ওর আপনার সঙ্গে। অতঃপর যখন ঠাণ্ডা পানি মুখে লাগল। যুবকের হুশ ফিরল এবং উঠে বসল। অতঃপর বলল, হযরত! আপনি বলখের রাজত্ব বিসর্জনকারী। আপনার মত এত বড় আল্লাহর ওলী আমার মত মদ্যপের কাছে কিভাবে? তিনি বললেন, তুমি মদ পান করে অচেতন হয়ে পড়ে ছিলে। তোমার মুখে মাছি ভন্ ভন্ করতেছিল। তা দেখে তোমার জন্য আমার মায়া লাগল। 'আল্লাহর বান্দা' মনে করে তোমার একটু খেদমত করলাম।

কেননা, প্রকৃত বন্ধু সে-ই যে বন্ধুর অসৎ সন্তানের জন্যও অভিশাপ করে না। বরং এই দোয়া করে যে, আয় আল্লাহ! আমার বন্ধুর অসৎ সন্তানকে আপনি সৎ ও নেক বানিয়ে দিন।

যুবক বলল, এত দিন তো আমি মনে করতাম যে, আল্লাহওয়ালারা আমাদেরকে ঘৃণা করেন, নিকৃষ্ট মনে করেন। কিন্তু আজ বুঝতে পারলাম, গুনাহগার বান্দাদেরকে আল্লাহর ওলীদের চেয়ে আর কেউ এত বেশি ভালবাসে না। হে আল্লাহর ওলী! আমাকে তওবা করান; আমি আপনার হাতে বায়আত হতে চাই। আমাকে আপনার হাতে বায়আত করে ধন্য করুন।

তখন হযরত সুলতান ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) যুবককে বায়আত করেন এবং তওবা করান। ঐ সময়ই ইবরাহীম ইবনে আদহামের কাশ্‌ফ্‌ হলো যে, সদ্য তওবাকারী যুবককে আল্লাহ তাআলা ওলীদের 'সর্বোচ্চ মাকাম' দান করেছেন। অথচ এখনো না কোন এশরাক, তাহাজ্জুদ ও কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, না কোন যিকির-অযীফা পাঠ– কিছুই করতে পারে নাই। অথচ, সে এখনই ওলীদের উচ্চ মাকামে পৌঁছে গেছে। এই মর্মেই কোন বুযুর্গ বলেছিলেন ঃ

جی اٹھے مردے تیری آواز سے

"হে আল্লাহর ওলী! আপনার আওয়াজে, আপনার কথায়, আপনার দোয়া ও সুদৃষ্টি পেয়ে মৃতরাও জীবিত হয়ে গেছে। মুর্দা প্রাণগুলি জিন্দা হয়ে গেছে।"

ওলীদের সোহবত ও সম্পর্ক দ্বারা আল্লাহ্‌গামীতা ও জীবনের মোড় বদলের রহস্য

মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন, আল্লাহর ওলীগণ যুগের ইসরাফিল ফেরেশতার মত। যেমনিভাবে কেয়ামতের দিন হযরত ইসরাফিল (আ.)-এর শিঙ্গার ফুৎকারে সমস্ত মুর্দা জিন্দা হয়ে যাবে, তদ্রূপ আউলিয়াদের সোহবত ও সান্নিধ্যের দ্বারাও 'মুর্দা দিল' 'জিন্দা দিল' হয়ে যায়।

ہیں کہ اسرافیل وقت اند اولیاء مردہ رازیں شاں حیات ست ونما

যুগের সকল আওলিয়াগণ যুগের ইস্রাফীল,
মৃতরা পায় তাঁদের কাছে 'জীবন বৃদ্ধিশীল'।

অর্থঃ মৃতপ্রাণরা 'ঈমানী জীবন' লাভের পাশাপাশি দিন দিন তা উন্নতিশীল এবং অগ্রগতিশীলও হয়।

যেভাবে হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর ফুৎকারের দ্বারা মুর্দারা জীবিত হয়ে যাবে, তেমনিভাবে আল্লাহর ওলীদের সাথে উঠা-বসা করা ও তাঁদের সোহবত লাভের দ্বারা মুর্দা জিন্দা হয়ে যায়। গাফেল ও আল্লাহবিমুখ বান্দা আল্লাহমুখী হয়ে যায়, আল্লাহওয়ালা হয়ে যায়।

ঐ রাতেই হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রহ.)-এর স্বপ্নযোগে আল্লাহপাকের যিয়ারত নসীব হয়েছে। (স্বপ্নযোগে আল্লাহপাকের দীদার নসীব হওয়া, এটা আল্লাহওয়ালাদের এক শান ও মর্যাদা।) হযরত ইবনে আদহাম (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ! এক মদ্যপ বান্দা আমার হাতে বায়আত হয়ে তওবা করেছে। এখনো তাহাজ্জুদ, তেলাওয়াত, যিকির-আযকার কোন এবাদতই করেনি। শুধুমাত্র তওবা করেছে। অথচ, আপনি তাকে এত বড় ওলীর আসনে বসিয়ে দিয়েছেন? উত্তরে আল্লাহপাক এরশাদ করেন যে, তওবা করার দ্বারা ঐ মুহূর্তেই আমার বান্দা আমার 'মাহবূব ও প্রিয়পাত্র' হয়ে যায়।

اَلتَّائِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ يَعْنِىْ اَلَّذِىْ تَابَ كَانَ حَبِيْبَ اللّٰهِ

যে তওবা করে সে ঐ সময়ই আল্লাহপাকের 'প্রিয়জন' হয়ে যায়।

হে ইবরাহীম ইবনে আদহাম! আমি ঐ মদপানকারী বান্দাকে এত বড় ওলী কেন বানালাম, তা শোন।

اَنْتَ غَسَلْتَ وَجْهَهٗ لِاَجْلِىْ فَغَسَلْتُ قَلْبَهٗ لِاَجْلِكَ

যখন তুমি আমার খাতিরে আমার বান্দার চেহারা ধুয়ে দিয়েছো। তুমি তো আমার বন্ধু। তাই তোমার খাতিরে আমি তার অন্তরটা ধুয়ে দিয়েছি। তুমি আমার জন্য বলখের রাজত্ব বিসর্জন দিয়েছো। আমিও ঐ রাজত্ব

ত্যাগের বিনিময় স্বরূপ তোমার কারামত প্রকাশ করে দিলাম যে, বলখের রাজত্ব বিসর্জনকারী আমার বন্ধু ইবরাহীম ইবনে আদহাম যখন আমার ভালোবাসার টানে এক মদপানকারী বান্দার মুখ ধুয়ে দিয়েছে, তো আমিও আমার সেই মহা-ত্যাগী বন্ধুর ভালোবাসার টানে ঐ গুনাহ্গার বান্দার অন্তর ধুয়ে বিলকুল পাক-সাফ করে দিয়েছি।

আর খোদা স্বয়ং যার অন্তর ধুয়ে দেন তার 'কলুষিত অন্তরে'র শুধু রোখ পরিবর্তন হয় না, বরং সকল কলুষ-কালিমা দূরীভূত হয়ে ঐ অন্তর সম্পূর্ণ পবিত্র ও নূরান্বিত হয়ে যায়। এখন তো ঐ বান্দার অন্তরে কলুষ-কালিমার কোন চিহ্নই বাকি নাই। তাহলে তার চেয়ে বড় ওলী কে হবে যার অন্তর স্বয়ং আল্লাহ্পাক ধুয়ে দেন।

যাকাতের একটি মাসআলা হতে ওলীদের সোহ্বতের উপর চমৎকার দলিল

উপরোক্ত ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পেলাম যে, যে সকল আল্লাহওয়ালাগণ রিয়াযত-মুজাহাদা করেছেন, আল্লাহর পথে অবিচল আনুগত্য ও অটল বন্দেগীর কষ্ট সয়েছেন, তাঁদের সোহবতের বরকতে মানুষ দ্রুততর আল্লাহর ওলী হয়ে যায়। তারই একটি দৃষ্টান্ত। ধরুন, আপনার নিকট দশ হাজার টাকা আছে। মনে করুন, আপনি রবিউল আউয়াল মাসে যাকাত আদায় করে থাকেন। এখন যদি সফর মাসে আপনার নিকট আরো দশ হাজার টাকা এসে যায়, তাহলে রবিউল আউয়াল মাসে আপনার উপর বিশ হাজার টাকার যাকাত ওয়াজিব হবে। অথচ এই দশ হাজারের উপর এখনো এক বছর অতিবাহিত হয়নি। কিন্তু পূর্বের দশ হাজারের উপর এগারো মাস অতিবাহিত হয়েছে এবং ঐ টাকাগুলো এগারো মাস কষ্ট-মুজাহাদা করেছে, তাই এখন যেই টাকাগুলো এসেছে তা মাত্র এক মাসেই বালেগ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ রবিউল আউয়াল মাসে সেগুলোর উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে। কারণ, এই নতুন দশ হাজারের মুজাহাদাকারী দশ হাজারের 'সোহবত' (বা সান্নিধ্য) লাভ হয়েছে। এই সোহবতের বরকতে আল্লাহ্পাক মাত্র এক মাসেই এই নতুন টাকাগুলোকে যাকাতের উপযোগী বানিয়ে দিয়েছেন। অথচ শরীয়তের সাধারণ বিধান হিসাবে যাকাতের উপযোগী হতে এগুলোর উপর পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হওয়া জরুরি ছিল।

এমনিভাবে যে সকল আল্লাহওয়ালাগণ পূর্ব থেকে অনেক বড় বড় মোজাহাদা (কষ্ট-সাধনা) করেছেন, 'তাঁদের সোহ্বতের বরকতে' সাধারণ লোকদেরকেও আল্লাহপাক দ্রুততর আল্লাহওয়ালা বানিয়ে দেন।

আমরা হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)-এর বরকতে যুবকের হেদায়েতের ঘটনা থেকে এই শিক্ষা লাভ করলাম যে, আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে (তাঁদের সাথে সম্পর্ক রাখার বরকতে) কতো দ্রুত আল্লাহ পাকের মহব্বত ও মারেফাতের রাস্তা অতিক্রম হয়।

آؤ دیار دار سے ہو کر گذر چلیں   سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہیگی کم

ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলে চলো পৌঁছিয়া যাই দ্রুত।
শুনলাম 'এদিক' রাস্তা অল্প, মিলবো অতি দ্রুত।

অর্থাৎ আল্লাহর জন্য নফ্সের বিরুদ্ধে, পাপের বিরুদ্ধে বিরতিহীন তীব্র লড়াইয়ে প্রাণটা যেন ফাঁসির মতই ওষ্ঠাগত হয়ে যায়। কিন্তু এ পথেই পরম কাঙ্ক্ষিত মনযিল 'আল্লাহ'কে দ্রুততর পাওয়া যায়। তাহলে চল অতি কষ্ট হলেও আমরা এ পথেই চলি। যাতে 'পরম প্রিয়জন'কে দ্রুত পেয়ে যাই।

আমার শায়েখ শাহ আবদুল গনী সাহেব (রহ.) বলতেন, হাকীম আখতার! বাহ্যত আল্লাহপাকের রাস্তা তো মুশকিল, নফসের সাথে লড়াই করা কষ্টকর। কিন্তু আল্লাহওয়ালাদের সোহবত-সম্পর্ক ও তাঁদের দোয়ার বরকতে আল্লাহপাকের রাস্তা শুধু সহজই হয় না বরং মজাদার এবং সুমিষ্টও হয়ে যায়।

তাফসীর রূহুল মাআনী গ্রন্থে বাদশাহ ইবরাহীম ইবনে আদহামের আলোচনা

'তাফসীরে রূহুল মাআনী'তে বাদশাহ ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)-এর আলোচনা স্থান পেয়েছে। আল্লামা আলূসী (রহ.) তাফসীরে রূহুল মাআনীর ৪র্থ পারায় ঘটনা লিখেছেন যে, যখন বাদশাহ ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) হজ্জ করছিলেন তখন তিনি আল্লাহপাকের নিকট আবেদন জানালেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعِصْمَةَ

হে আল্লাহ! আমাকে 'ইছ্মত' (নিষ্পাপতা) দান করুন।

তথা 'সম্পূর্ণ পাপমুক্ত ও সকল পাপ হতে হেফাযত প্রাপ্ত জীবন' দান করুন; যাতে কখনো কোন পাপই না হয় আমার দ্বারা।

কা'বা শরীফ হতে আওয়াজ আসলো, হে সুলতান ইবরাহীম ইবনে আদহাম! اِنَّ النَّاسَ يَسْئَلُوْنَنِىْ الْعِصْمَةَ সমস্ত মানুষ আমার নিকট 'ইছমতে'র আবেদন করে। সকল মানুষকেই যদি আমি 'নিষ্পাপ ও নিখুঁত জীবন' দান করে দেই, যার ফলে কারো থেকেই কোন প্রকার গুনাহ প্রকাশ না পায় তাহলে–

فَعَلٰى مَنْ يَّتَكَرَّمُ وَعَلٰى مَنْ يَّتَفَضَّلُ

তাহলে আমার দয়া-মেহেরবানী ও অনুকম্পা আর কার উপর হবে?

আল্লাহপাকের গাফফার নামের উপর ভরসা করার মর্মার্থ

এর অর্থ এই নয় যে, আমরা এই নিয়তে আল্লাহর নাফরমানী করতে থাকবো যে, তিনি তো আমাদের উপর মেহেরবানী করবেনই। এর দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন, কেউ আপনাকে একটি মলমের কৌটা দিয়ে বলল, ভাই! হামদর্দের এই মলমটা পোড়া ঘায়ের জন্য ১০০% উপকারী। তাহলে কি আপনি নিজের হাত নিজেই আগুনে পুড়িয়ে মলমটি পরীক্ষা করবেন?

দেখুন, আল্লাহপাকের উপর পূর্ণ বিশ্বাস তো আছে যে, তিনি রিযিকদাতা। তদুপরি আপনি দোকান খোলেন, অফিসে যান, চাকুরীতে যোগ দেন। সুতরাং 'গাফফার' নামের উপরও এতটুকু ভরসাই করুন যতটুকু 'রায্যাক' নামের উপর ভরসা রাখেন। এমন কি কখনো হয়েছে যে, আল্লাহপাকের 'রায্যাক' (রিযিকদাতা) নামের উপর ভরসা করে আপনি ফ্যাক্টরী-দোকানপাট সব বন্ধ করে দিয়েছেন? চাকরী-বাকরী কাজ-কর্ম-শ্রম সব ছেড়ে দিয়েছেন? তদ্রূপ 'গাফফার' (ক্ষমাকারী) নামের উপর ভরসা করেও গুনাহের ব্যাপারে দাম্ভিক ও বেপরোয়া হওয়া যাবে না এবং গুনাহ পরিত্যাগের মেহনত-মুজাহাদা ছাড়া যাবে না। আল্লাহপাক রায্যাক। নিশ্চয় রিযিক তিনিই দেন। তদুপরি, সকলে চেষ্টা-মেহনত কর কিনা? এমনিভাবে

আল্লাহ্ পাক গাফফার বটে। কিন্তু পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য জানের বাজি তো লাগাও। جَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এতটা মেহনত কর যেন মেহনত-মোজাহাদার হক আদায় হয়ে যায়। তারপরও যদি কখনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তখন সেজন্য 'ইমার্জেন্সী তওবা ও এস্তেগফার' করা দরকার। তওবার ভরসায় গুনাহ্ করতে থাকা ঠিক নয়। কেননা, তওবার তওফীক অবতীর্ণ হয় আসমান থেকে। যদি আসমানওয়ালা এই বলে তওফীক দান বন্ধ করে দেন যে, এই হতভাগা নাপাক যিন্দেগীওয়ালাটা সব সময়ই তওবার ভরসায় গুনাহ্ করতে থেকেছে। তাহলে কি পরিণতি হবে? তাহলে তো ঐ পাপিষ্ঠ যিন্দেগী নিয়েই নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হবে। মোটকথা, তওবার তাওফীক শুধু আসমান থেকেই অবতীর্ণ হয়। খোদ কোরআন বলছে ঃ

فَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا

অর্থঃ "আল্লাহ্পাক তাদের প্রতি পুনর্দৃষ্টি দান করেছেন যাতে তারা পুনরায় আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।

আল্লামা আলূসী (রহ.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

اَىْ وَفَّقَهُمْ لِلتَّوْبَةِ

অর্থাৎ আসমান থেকে আল্লাহ্পাক তওবার 'তওফীক' দান করেছেন যাতে করে যমীনে বসে বসে তারা আল্লাহ্পাকের দরবারে তওবা করতে পারে। বুঝা গেল, "তওবার তওফীক আসমান থেকে দান করা হয়।" অতএব, তওবার উপর ভরসা করে যারা গুনাহে লিপ্ত হয় তারা 'ইন্টারন্যাশনাল বেকুব এবং আন্তর্জাতিক মানের গাধা'।

তওবার তওফীক ছিনিয়ে নেওয়ার একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা

করাচীর নাযেমাবাদ–৪-এ এক খানসামা ছিল। সে সর্বদা মেয়েদের পিছনে লেগে থাকতো। তাদেরকে উত্যক্ত ও বিরক্ত করতে থাকতো। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো, তখন তার এক বন্ধু বলল, ভাইয়া! এখন তো তুমি তওবা করে নাও। উত্তরে সে বলল, আমার মুখ থেকে সব কথাই বের হচ্ছে। কিন্তু, তুমি যা বলছো তা আমার মুখ থেকে বের হচ্ছে না।

বিস্কুট, ডবল রুটি, চা আনো, হাসপাতালে নিয়ে চলো, ডাক্তারকে ডাকো ইত্যাদি দুনিয়ার সব ধরনের কথা তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে, কিন্তু যখনই তার বন্ধু বলতো, একবার বলো, হে আল্লাহ! তওবা। তখন সে বলতো তুমি যা বলছো তা আমার মুখ থেকে বের হয় না। এটা কোন পুরাতন ঘটনা নয়, বেশি থেকে বেশি বিশ-পঁচিশ বছর পূর্বের ঘটনা হবে। (বর্তমান ২০০৯ ইং হিসাবে মাত্র ৪০ বছর আগের ঘটনা।) এজন্য বলছি, হে বন্ধুগণ! আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। এমন না হয় যে, তওবার তওফীকই 'ছল্‌ব্‌' হয়ে যায় ('ছিনিয়ে নেওয়া' হয়)। (নাউযুবিল্লাহি মিন্‌হু।)

বাদশাহ ইমরুউল কায়ছের জয্‌বের (আসমানী আকর্ষণের) ঘটনা

হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রহ.) বলেন, আল্লাহপাক ইবরাহীম ইবনে আদহামের ন্যায় আরেক বাদশাকেও জয্‌ব্‌ করেছিলেন। ঐ বাদশার নাম হলো ইমরুউল কায়েছ। তিনি রাতারাতি রাজকীয় আনন্দ-উল্লাস, ভোগ-বিলাস সবকিছু ত্যাগ করে অন্য রাষ্ট্রে চলে গেলেন। সেখানে শ্রমিকদের সাথে ইট বানানোর কাজে লেগে গেলেন। অন্যান্য শ্রমিকরা যাতে শাহী-চেহারা বুঝতে না পারে সেজন্য উক্ত বাদশাহ স্বীয় চেহারার উপর একটি 'নেকাব' ঝুলিয়ে রাখতেন। সারা দিন শ্রমিকদের সাথে ইট বানাতেন আর রাত ভর এবাদতে মশগুল থাকতেন। একদিন কাজ করে কিছু উপার্জন করতেন, আর বাকি ছয় দিন আল্লাহ আল্লাহ করতেন, এবাদতে মশগুল থাকতেন।

একদিন ইট তৈরির সময় হঠাৎ তীব্র বাতাস বইতে শুরু করলো। এতে বাদশার চেহারার আচ্ছাদন ঐ 'নেকাব'টি সরে গেল। তখন উপস্থিত শ্রমিকগণ সকলে বাদশার চেহারা দেখে ফেলল। শাহী প্রতাপভরা চেহারা কি লুকিয়ে রাখা যায়? তাই সকলেই বলতে লাগল, ভাই! এই লোক আসলে শ্রমিক নয়। শ্রমিকের চেহারা কখনও এমন হয় না। নিশ্চয় তিনি অনেক বড় কোন ব্যক্তিত্ব হবেন। তাঁর 'চেহারা' 'শাহী প্রভাব-প্রতাপ' ও মহত্বের চিহ্নে পরিপূর্ণ। ধীরে ধীরে এই সংবাদ ঐ দেশের বাদশার নিকট পৌঁছে গেল। বাদশাহ আতঙ্কিত অবস্থায় ইটখোলায় আগমন করলেন এবং

বললেন, চেহারা 'নেকাবে-ঢাকা' শ্রমিককে আমার নিকট নিয়ে আসো। আর তোমরা সকলে দূরে সরে যাও। এবার স্বয়ং বাদশাহ তাঁকে বললেন, চেহারা থেকে পর্দা উঠান। এখন তো তিনি বাদশার হুকুম মানতে বাধ্য। কারণ, এক দেশের বাদশা হলেও (শাহী প্রটোকল ব্যতীত গেলে) অন্য দেশে সে একজন 'সাধারণ প্রজা'।

তাই পর্দা সরানো মাত্র বাদশা সব বুঝে ফেলেছেন। অতঃপর বললেন, আপনি তো শ্রমিক নন, আপনার চেহারায় 'শাহী প্রতাপ' ঝলমল করছে। যেমনিভাবে এক ওলী অন্য ওলীকে চিনে, তদ্রূপ এক বাদশাহ অন্য বাদশাহকে চিনে। বাদশা বললেন, আচ্ছা, আপনি সত্য করে বলুন, আপনি এখানে কিভাবে আগমন করলেন এবং শ্রমিকদের সাথে কেন কাজে লেগেছেন? উত্তরে বাদশাহ 'ইমরুউল কায়েছ' বললেন, আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসার আকর্ষণে স্বীয় রাজ্য-রাজত্ব বিসর্জন করে আমি এখানে এসেছি। এখানে নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে একাগ্র মনে আল্লাহপাকের যিকির ও এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতে পারছি। উত্তর শুনে বাদশাহ বললেন, আপনি আমার সাথে আমার রাজভবনে চলুন। আপনাকে আমি আমার সিংহাসনে বসাবো। অতঃপর বাদশাহ এই ছন্দগুলো আবৃত্তি করলেন ঃ

پیش ما باشی کہ بخت ما بود   جان ما از وصل تو صد جاں شود

হে মহান ব্যক্তিত্ব! তুমি আমার সম্মুখে থাকো। এটি আমার সৌভাগ্যের কারণ হবে। তোমার এ সাক্ষাত ও মিলনে আমার একটি মাত্র প্রাণের মাঝে শত শত প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হবে। তোমাকে দেখে সর্বক্ষণ আমি আনন্দিত- উচ্ছ্বসিত ও দারুণ এক শক্তিপ্রাপ্ত থাকবো।

ہم من و ہم ملک من مملوک تو   اے بہمت ملکہا متروک تو

হে মহান! আমিও আপনার, আমার এই রাজত্বও আপনার। কারণ, সুবিশাল রাজ্য-রাজত্ব উৎসর্গকারী, সুউচ্চ হিম্মতের অধিকারী আপনি। যদিও আপনি একটি মাত্র রাজত্ব কোরবান করেছেন, কিন্তু আপনার প্রবল, সুবিশাল ও সুউচ্চ হিম্মত-বলে বস্তুতঃপক্ষে আপনি হাজার-হাজার রাজ্য-রাজত্বই আল্লাহর জন্য বিসর্জন করেছেন।

অতএব হে আমার বন্ধুগণ! এমন হিম্মত কর যে, হাজারো হারাম খাহেশাত, হারাম ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাও যদি থাকে, তবে আল্লাহর জন্য সবকিছুকে ছিন্ন-ভিন্ন, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল। হারামের কাছেও যেও না। বাদশাহ্ ইমরুউল কায়েছ যেখানে হিম্মত করে রাজত্ব বিসর্জন দিয়েছেন, সেখানে তুমিও হিম্মত করে অন্তত মনের অবৈধ কামনা-বাসনাই বিসর্জন কর।

মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন, রাজত্ব বিসর্জনকারী বাদশাহ এই দেশের বাদশার কানে কানে একটি কথা বললেন। বন্ধুগণ! যে ব্যক্তি আল্লাহর এশ্‌ক ও মহব্বতের আগুনে জ্বলে, কষ্ট সয়, মোজাহাদা করে, অন্তরে চোট খায়, আল্লাহ্‌পাক তাকে এক 'ব্যথা ভরা দিল' নসীব করেন এবং তার কথায় আছর ও ক্রিয়াশক্তি পয়দা করে দেন। যাহোক, দরদ ভরা দিল দিয়ে এ দেশীয় বাদশার কানে-কানে একটি কথা বললেন। ঐ বাদশাহ কথাটি শুনে বলে উঠলেন, আচ্ছা, আল্লাহর নামে এত মজা! এত মধুরতা! এবার এই বাদশারও জযবের সময় এসে গেছে।

অতঃপর ঐ বাদশাহও স্বীয় রাজ্য-রাজত্ব ত্যাগ করে দিলেন এবং বললেন, চলুন, আমরা উভয়ে তৃতীয় এক রাষ্ট্রে চলে যাই। সেখানে ইটের ভাটীতে কাজ করবো আর মাওলাকে স্মরণ করবো, তাঁর বন্দেগী করবো।

মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন, বিশ্বময় এভাবে হাজারো রাজ্য-রাজত্ব আল্লাহর জন্য উৎসর্গীত হয়েছে। নিজ নিজ কিসমতের ব্যাপার। আল্লাহ যাকে চান, তাকে 'আকর্ষণ' করেন; নিজের 'আপনজন' বানিয়ে নেন।

سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں

گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں

শোন বন্ধু! দিন-কাল যদি
আসে আকর্ষণের
'নিজের ঘাঁটি' তরে নিজেই
পথ করেন সন্ধানের।

'মহব্বত' নিজেই মহব্বতের রীতি-নীতি শিখায়

আল্লাহপাক যখন কাউকে নিজের 'আপন' বানাতে চান তখন এর পদ্ধতি ও রীতি-নীতি তাকে নিজেই শিখিয়ে দেন। যেমন আল্লাহপাক এক ভিক্ষুককে বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছেন। ঘটনাটি এরূপ ছিল। একটি রাজ্যের রাজা ইন্তেকাল করেছেন। তখন মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি আগামীকাল ভোরে সবার আগে বাদশার কেল্লার সামনে আসবে তাকেই 'রাজ্যের রাজা' হিসাবে বরণ করে নেয়া হবে। আল্লাহর হুকুমে ঐ দিন সবার আগে সেখানে এক ভিক্ষুক এসে হাযির। ভিক্ষুক বলতে লাগল, ভাই! আল্লাহর নামে আমাকে দু'একটি রুটি দাও। মন্ত্রীরা পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে তুলে নিয়ে রাজভবনের ভিতরে চলে গেল। অতঃপর ভালোভাবে গোসল করিয়ে শাহী পোশাক পরিয়ে দিল। অতঃপর সিংহাসনে বসিয়ে দিল।

'নতুন রাজা' অফিস টাইমে যখন 'শাহী এজলাসে' বসলেন, দেখা গেলো, সকালের সেই ভিক্ষুকই দক্ষ-অভিজ্ঞ রাজার মত শাহী ফরমানসমূহ জারী করলেন। এবং সুষ্ঠু-সঠিকভাবে যাবতীয় সিদ্ধান্তাবলী আঞ্জাম দিলেন। যখন 'এজলাসের টাইম' শেষ হলো তখন তিনি দুইজন মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, আমার বগলের নিচে হাত রেখে আমাকে উঠাও এবং পূর্বের বাদশার ন্যায় যথাযথভাবে রাজকীয় মর্যাদা ও নিয়মাবলী সহকারে আমাকে 'শাহী মহলে' নিয়ে চলো।

মন্ত্রীগণ এই নতুন বাদশার কার্যকলাপ দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হলো এবং খুব আদবের সাথে আরজ করলো, জাহাঁপনা! যদি অনুমতি হয় তাহলে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতাম। বললেন, আচ্ছা বলো। অনুমতি পেয়ে মন্ত্রীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে মাননীয়! আপনি তো মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করতেন। আপনার পিতার নাম এই, আপনার দাদার নাম এই এবং তারা সকলেই ভিক্ষুক। আজ সকালেও তো আপনি আল্লাহর নামে রুটি চাচ্ছিলেন। রাজকীয় এসব আদব-কায়দা ও নিয়ম-নীতি আপনাকে কে শিখালো? উত্তরে ঐ 'ভিক্ষুক' (তথা নতুন বাদশা) বললেন, "যে আল্লাহ ভিক্ষুককে রাজত্ব দান করতে পারেন, তিনি তাকে ঐ রাজ্য পরিচালনার রীতি-নীতিও শিখিয়ে দিতে পারেন।"

বন্ধুগণ! ঠিক অনুরূপ, যে আল্লাহ আমাদেরকে ওলী বানাতে পারেন, ওলীত্বের আদব, বন্ধুত্বের আদব, তাকওয়ার আদব এবং কঠিন হতে কঠিনতর গুনাহ বর্জনের হিম্মতও তিনি দান করতে পারেন। ওলীসুলভ বন্দেগীর সকল রীতি-নীতিও তিনি শিখিয়ে দিতে পারেন।

অতএব, হে বন্ধু! আল্লাহপাকের নিকট চাও। উপর থেকে ফায়সালা করাও। দেখবে ইনশাআল্লাহ সমস্ত কুচিন্তা-কুখেয়াল খান্নাছের মত সম্পূর্ণ বের হয়ে যাবে। এভাবে সব বেরিয়ে যাবে যেভাবে গাধার মাথা হতে শিং ঝরে গেছে। আসলে এটি একটি প্রবাদ বাক্য। কেননা, গাধার শিং ঝরবে কোথেকে? গাধার তো শিংই হয় না। উদ্দেশ্য হলো, খারাপ কোন কিছুরই কোন অস্তিত্ব বাকী থাকবে না— ইনশাআল্লাহ।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.)-এর জযবের ঘটনা

এখন আপনারা হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.)-এর ঘটনা শুনুন। শুরু জীবনে তিনি কুস্তিগীর হওয়ার জন্য পালোয়ানদের ন্যায় অত্যন্ত শক্তি বর্ধক খাবার, ঘি-মাখন-রুটি ইত্যাদি খেতেন। তখনও তিনি ওলীআল্লাহ হননি। হঠাৎ একদিন বাগদাদের বাদশাহ ঘোষণা দিলেন যে, আজকে জুনায়েদ বাগদাদী তার পালোয়ানী শক্তি দেখাবে। এমন কেউ কি আছে, যে তার সাথে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত? তার সাথে কুস্তি ও শক্তির পরীক্ষা করতে প্রস্তুত? তখন এক বৃদ্ধ সাইয়েদ-বেচারা দাঁড়াল। বার্ধক্যের কারণে তার সমস্ত শরীর কাঁপতেছিল। সে বলল, আমি লড়বো জুনায়েদের সাথে। তার কথায় উপস্থিত সকলে হু-হু করে হেসে উঠলো এবং বিদ্রূপাত্মকভাবে তালি বাজাতে লাগলো। কিন্তু যেহেতু বাদশাহ আইনতঃ বাধ্য ছিলেন যে, যে ব্যক্তি নিজেই মোকাবেলার জন্য উপস্থিত হয়, তাকে সুযোগ দিতে হবে। তাই আইনের বরখেলাফ করে বৃদ্ধকে তিনি একথা কিভাবে বলবেন যে, তুমি জুনায়েদের মোকাবেলার জন্য উপযুক্ত নও। পরিশেষে বাদশাহ মোকাবেলার জন্য সাইয়েদ সাহেবকে অনুমতি দিলেন। এখনই ফিল্ডে নামছেন দুই কুস্তিগীর। এ দিকে ঐ বেচারা ছিল ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ। যখন উভয়ে প্রতিযোগিতার ময়দানে অবতীর্ণ হলেন, তখন জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.), স্বয়ং বাদশাহ ও জনসাধারণ সকলেই হতবাক হলেন যে,

এতো দুর্বল এই বৃদ্ধ লোকটি এত বড় শক্তিশালী পালোয়ানের সাথে কিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে?

যখন উভয়ে মুখোমুখি হলেন তখন বৃদ্ধ লোকটি জুনায়েদ বাগদাদীর কানে-কানে বললেন, হে জুনায়েদ! শোন, তোমার বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া আমার পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। কেননা, আমি একজন অতি দুর্বল বৃদ্ধ মানুষ। দেখতেই পাচ্ছো যে, বার্ধক্যের কারণে আমার সমস্ত শরীর কিভাবে কাঁপছে। তদুপরি, একনাগাড়ে দশ দিন পর্যন্ত অনাহারী আমি। জুনায়েদ! তবে জেনে রাখ, আমি একজন সাইয়েদ, তোমার প্রাণাধিক প্রিয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর বংশধর আমি। আমার এই দেহে তোমার নবীর রক্তই প্রবাহিত। ঘরে আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সকলেই খাদ্যের অভাবে লাগাতার উপবাসের কষ্টে আছে। তুমি যদি আজ তোমার স্বীকৃত মান-মর্যাদা তোমারই প্রাণাধিক প্রিয় নবীর প্রেম-ভালবাসায় উৎসর্গ করতে পার এবং স্বেচ্ছায় তুমি হেরে যাও, তাহলে শাহী পুরস্কারটা আমি পাবো এবং সারা বৎসরের জন্য আমার ও আমার সন্তানাদির রুটি-রুজির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমার দায়-দেনাও পরিশোধ হয়ে যাবে। সাথে সাথে তোমার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামও খুশি হয়ে যাবেন! হে জুনায়েদ! তুমি কি এই ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত? বল, তুমি প্রস্তুত কিনা তোমার নবীর বংশধরের মুখে হাসি ফোটাতে নিজের মান-মর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে পরাজয়ের গ্লানি বরণ করে নিতে?

হযরত জুনায়েদ তখন মনে মনে ভাবলেন, আজ এক উত্তম সুযোগ এসেছে নিজের সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচিত করার।

محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے

মহব্বতের খেলা বন্ধু! এমনি আজব খেলা
'স্বেচ্ছা পরাজয়ে' প্রেমিক নেচে আত্মভোলা।

এ কথা মনে হতেই তিনি নবীপ্রেমে অস্থির-অধীর ও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ভিতরে-ভিতরে নবীপ্রেমে উন্মত্ত থাকা সত্ত্বেও বাহ্যতঃ তিনি দু' চার বার এদিক-সেদিক খুব হাত চালালেন এবং কুস্তিতে খুব বীরত্ব ও

নিপুণতা প্রদর্শন করলেন, যাতে বাদশাহ বুঝতেই না পারেন যে, এটা একটা পাতানো খেলা।

কুস্তিগীর জুনায়েদ বাগদাদী উপরে-উপরে খুব বীরত্ব দেখালেন। কিন্তু বাস্তবে একটুও শক্তি প্রয়োগ করলেন না। এক পর্যায়ে সেই আওলাদে-রাসূলের ধাক্কায় জুনায়েদ নিজেই জমিনে পড়ে গেলেন। তখনই ঐ সাইয়েদ সাহেব তার বুকের উপর চড়ে বসলেন। ফলে তিনি বিজয়ী ঘোষিত হলেন। এবং জয়ী হয়ে সমস্ত শাহী পুরস্কার তিনি একাই নিয়ে চলে গেলেন।

সেই রাত্রেই হযরত জুনায়েদ স্বপ্নযোগে রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর যিয়ারত লাভে ধন্য হলেন। রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বললেন ঃ হে জুনায়েদ! তোমার আন্তর্জাতিক সুনাম-সুখ্যাতি এবং সমগ্র বাগদাদ জুড়ে তোমার যে নাম-ডাক, সম্মান ও মর্যাদা, সবকিছু তুমি একমাত্র আমার ও আমার কতিপয় ক্ষুধার্ত আওলাদের মহব্বতে জলাঞ্জলি দিয়েছ। শুনে রাখ, আজ হতে তোমাকে মহান আল্লাহর উচ্চাসনপ্রাপ্ত খাছ ওলীদের অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

এই ঘটনার পর হতে এত বড় বিখ্যাত এই পালোয়ান নিজেকে এতটা মিটালেন যে, একবার যখন ঘোষণা করা হলো ঃ

“এই মসজিদে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যে-ব্যক্তি সর্বাধিক নিকৃষ্ট, সে যেন মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়।” ঘোষণা শুনে হযরত জুনায়েদই সর্বপ্রথম বের হয়ে গেলেন এবং বললেন, আমিই সর্বাধিক নিকৃষ্ট এবং সবচেয়ে গুনাহ্গার ব্যক্তি।

উক্ত ঘটনা যখন তাঁর শায়েখকে জানানো হলো যে, জুনায়েদ আজ এই কাণ্ড করেছেন, তখন তিনি বললেন, আহ্! এই জিনিসই তো জুনায়েদকে ‘জুনায়েদ’ বানিয়েছে। অর্থাৎ ‘সবকিছু’ হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে তিনি কিছুই মনে করেন না।

ভারতের এক বুযুর্গের ভাষায় ঃ

کچھ ہونا مرا ذلت و خواری کا سبب ہے

یہ ہے مرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں

'বড় আমি, আমি কিছু'
ইহাই অপমান,
'তুচ্ছ আমি' 'নহি কিছু'
ইহাতে সম্মান।

নিজেকে কিছু মনে করাই আমার যিল্লতির কারণ। পক্ষান্তরে 'আমি হীন-তুচ্ছ, 'আমি কিছু নই'– এইরূপ ধারণা পোষণের মধ্যেই নিহিত আমার মর্যাদা ও সম্মান।

সবচেয়ে বড় 'ফকীরী' হলো নিজেকে মিটিয়ে দেওয়া। নিজের অহংবোধ ও আমিত্বকে খতম করা এবং নফ্‌সের হারাম চাহিদাসমূহকে পিষে ফেলা।

নফ্‌ছের কামাগ্রহ এবং আমিত্ববোধ ও পদের মোহকে নিষ্পেষিত করতে হবে। মানুষের মাঝে মূল রোগ হলো এই দু'টি। অর্থাৎ একটি নফ্‌ছের হারাম জৈবিক চাহিদা। অপরটি হলো পদ ও মর্যাদার মোহ।

আলহামদুলিল্লাহ, জয্‌বের আরো একটি ঘটনা বর্ণনা হয়ে গেল। এখন আর দু'টি ঘটনা রয়ে গেছে। ঐ দুই ঘটনা বর্ণনা করে বয়ান শেষ করবো ইনশাআল্লাহ। আজ জুমআর সময় এই বিষয়ের উপর আলোচনা খতম করার ইচ্ছা আছে। এজন্য আপনারা সকলে দোআও করুন।

ভারতের প্রসিদ্ধ কবি হাফীয জৌনপুরীর জয্‌বের (আল্লাহর দিকে আকর্ষণের) ঘটনা

হযরত ডাক্তার আবদুল হাই সাহেব (রহ.) তখন জৌনপুরে ছিলেন। এক মদ্য-পানকারী ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হল এবং বলল, ডাক্তার সাহেব! আমি আপনাকে চিনি, জানি। আপনি আলীগড় ইউনিভার্সিটি থেকে বি, এ এবং এল, এল, বি ডিগ্রী লাভ করেছেন। তা সত্ত্বেও আপনি গোল টুপি, লম্বা কোর্তা পরিধান করেন। আপনার নিকট বড় বড় আলেমগণ আগমন করেন। আর আমার অবস্থা হল আমি মদপানে অভ্যস্ত। আমিও কি আপনার মত ওলীআল্লাহ হতে পারবো? আমার জন্যও কি আল্লাহর ওলী হওয়ার রাস্তা খোলা আছে?

হযরত ডাক্তার সাহেব (রহ.) বললেন, আমার মাঝে যে অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন তার পেছনে একজন সুদক্ষ কারিকরের সুনিপুণ হাতের ছোঁয়া রয়েছে। যাঁর সান্নিধ্যের বরকতে আল্লাহপাক আমাকে এ

পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। অতএব, যিনি আমার এ জীবন গড়েছেন, আপনিও তাঁর কাছে চলে যান। আর তিনি হলেন থানাভবনের বিখ্যাত বুযুর্গ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব থানবী।

একথা শুনে ঐ লোকটি বিলম্ব না করে থানাভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল।

সেখানে গিয়ে হযরত থানবী (রহ.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলো। কিন্তু বায়আত হওয়ার পূর্বেই চেহারায় যে ছোট ছোট দাড়ি গজিয়ে ছিল তা মুণ্ডিয়ে সাফ করে ফেলল।

হযরত থানবী জিজ্ঞাসা করলেন, যখন তুমি তওবাই করতে এসেছ, তাহলে দাড়ি কেন মুণ্ডিয়েছ? লোকটি বলল, হযরত! আপনি উম্মতের শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসক, আর আমি এই উম্মতের এক জঘন্যতম রোগী। আপনার সম্মুখে আমার সম্পূর্ণ রোগ প্রকাশ করে দিলাম। তবে ইনশাআল্লাহ, এখন হতে আর কখনো দাড়িতে ক্ষুর লাগাবো না। বায়আত হওয়ার পর ফিরে আসল। অত:পর দাড়ি রাখল, মদ্যপান ত্যাগ করল।

পরে সে এত বড় ওলীআল্লাহ হলো যে, আমার মোর্শেদ হযরত মাওলানা শাহ আবদুল গনী ফুলপুরী (রহ.) বলেন, ইন্তেকালের তিন দিন পূর্বে তার মধ্যে কান্নাকাটির জোয়ার শুরু হল। নিজের ঘরের আঙ্গিনায় এক দেওয়াল হতে অন্য দেওয়াল পর্যন্ত মর্মযাতনায় অস্থির হয়ে বারবার গড়াগড়ি করছিল আর শুধু কাঁদছিল। এভাবে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর জন্য প্রাণোৎসর্গ করে অবশেষে এই জগৎ-সংসার হতে চির বিদায় গ্রহণ করলো। তার অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় এতটা প্রবল হয়েছিল যে, অন্তর ফেটে শহীদ হয়ে গেল। এটাকে শাহাদতের মৃত্যু বলে। আল্লাহর ভয়ে যার কলিজা ফেটে যায়, সে 'শহীদ' রূপে বিবেচিত হয়।

এক সময়ের মদখোর লোকটি আল্লাহ তাআলার জয্‌বের (দয়াপূর্ণ আকর্ষণের) কারণে ওলীআল্লাহ হয়ে গেল। আল্লাহই তাকে তওফীক দিয়েছেন, নিজের পথে চালিত করেছেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি তার কাব্যগ্রন্থে তিনটি ছন্দ বর্ধিত করে গেলেন। যার এক-একটি শব্দ মাওলা প্রেমের ব্যথায় ডুবন্ত।

مری کھل کریہ کاری تو دیکو　اور انکی شان ستاری تو دیکھو
گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمیں میں　گناہوں کی گرانباری تو دیکھو
ہوا بیعت حفیظ اشرف علی سے　بایں غفلت یہ ہشیاری تو دیکھو

১– হায়, আমার মত প্যাপিষ্ঠের এমন নির্লজ্জ ও জঘন্যতম পাপের জীবন! এতদসত্ত্বেও ঐ দয়াবান মাওলা তার 'ছাত্তার' (গোপনকারী) নামের নূরানী পর্দা দিয়ে আমার পাপরাশিকে কী ভাবে গোপন করে রেখেছেন।

২– কেবলই আমার সীমাহীন পাপের কথা মনে হয়। হায়, এমন দয়াময়ের এত-এত নাফরমানী কিভাবে করতে পারলাম? লজ্জায় মাথা নুয়ে যায়, শরমে মাটির মধ্যে জল-জ্যান্ত গেঁড়ে যেতে ইচ্ছা করে।

৩– অধিকন্তু, এত বড় পাপিষ্ঠের প্রতি অসীম দয়াবানের কত বড় মেহেরবানী যে, আমার মত অধমের সৌভাগ্য হয়েছে হযরত থানবীর মত মহান বুযুর্গের হাতে বায়আত হওয়ার।

এত বড় গাফেল-নাফরমান হয়েও বুদ্ধিমানের মত এই পদক্ষেপ গ্রহণও আমার কাছে আশ্চর্যকর মনে হয়। এ সবই অদৃশ্য কুদরতের লীলাখেলা। এক ওলীর উসিলায় এক পাপিষ্ঠের প্রতি অসীম দয়ালুর দয়ামাত্র। বন্ধুগণ! পাপিষ্ঠ হাফীযের শুরু আর শেষ দেখে যদি কিছু বোঝার থাকে তবে বোঝার চেষ্টা কর।

এখন সর্বশেষ ঘটনা বর্ণনা করে আমার জয্‌ব্ সম্পর্কীয় বয়ান শেষ করছি।

ইন্ডিয়ার কাব্যসম্রাট জিগর মুরাদাবাদীর জয্‌বের ঘটনা

আপনারা হয়তঃ জিগর মুরাদাবাদীর নাম শুনে থাকবেন। তিনি এত বেশি মাত্রায় মদ পান করতেন যে, কবিতা পাঠের জন্য দুই-দুই ব্যক্তি তাঁকে ধরে উঠিয়ে 'মঞ্চে' নিয়ে যেতে হত। আমাদের মীর ইশরত জামীল সাহেব তাঁকে দেখেছেন? দুইজন তাঁকে ধরে নিয়ে যখন কবিতার মঞ্চে হাজির করত, তখন তিনি কবিতা পাঠ করতেন। কিন্তু যালেমের আওয়াজ

এত বেশি প্রাণ-মাতালকারী ছিল যে, এক মুহূর্তেই পুরা মাহফিল সম্পূর্ণ তাঁর কব্জায় চলে আসতো!

কিন্তু, যেহেতু অচিরেই তার ওলীআল্লাহ হওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে মঞ্জুর ছিল, তাই গুনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায়ও তাঁর অন্তরে অনুতাপ-অনুশোচনা হতে থাকত। এও জয্‌বের একটি আলামত। পূর্বাকাশে সূর্য তো এক ঘণ্টা পরে উদয় হয়। কিন্তু তার আগেই পূর্ব দিগন্ত লাল হয়ে যায়। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা যাকে জয্‌ব করেন, নিজের দিকে টানার এবং আপন বানানোর ফায়সালা করেন, গুনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায়ও তার অন্তরে অনুশোচনা বিদ্যমান থাকে। মনে মনে ভাবে, হায়! আমি কত বড় নালায়েক যে, মহান আল্লাহ তাআলাকে নারাজ করে কতনা নিকৃষ্ট ও নির্লজ্জভাবে আমি জীবন যাপন করছি। তার এই আক্ষেপ ও অনুশোচনা একদিন সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচিত করে।

তাই তো জিগর সাহেব তার কাব্যগ্রন্থে নতুন এ ছন্দটিও যোগ করলেনঃ

پینے کو تو بے حساب پی لی اب ہے روز حساب کا دھڑکا

হায়! মদ তো আমি বে-হিসাব পান করেছি। কিন্তু; এখন যে আমি হিসাব দিবসের ভয়ে কাঁপতেছি।

কাঁপিতেছি হায় দাঁড়াবো কিরূপে
মা'বূদের কাঠগড়ায়?
যদিও রয়েছি নিশি-দিন ডুবি
সুরার মত্ততায়।

হিসাব দেওয়ার ভয়ে কম্পমান থাকা অন্তর-মাঝে খোদাভীতির আলামত। আল্লাহ তাআলার ভয়ে দিল প্রকম্পিত হওয়া আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জয্‌বের প্রথম ধাপ।

জিগর সাহেব একবার হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজযূব (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি তো একজন ডেপুটি কালেক্টর। কিন্তু আপনার মাথায় গোল টুপি, পরণে লম্বা কোর্তা, টাখনুর উপর পায়জামা, হাতে তাছ্‌বীহ্– 'এই সুন্দর জীবন' আপনি কোথায় পেলেন? কার পরশে আপনার

মধ্যে বিস্ময়কর এ পরিবর্তন সাধিত হলো? তিনি বললেন, থানাভবনে হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর সান্নিধ্য পরশে আল্লাহপাক আমাকে এই 'নতুন জীবন' দান করেছেন।

تو نے مجھکو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا
پہلے جاں پھر جان جاں پھر جان جاناں کر دیا

গাফেল একটি লোককে তুমি করলে প্রেমিক তার
প্রাণ দানিয়া মুর্দাপ্রাণকে করলে 'প্রিয় তার'।

জিগর সাহেব বললেন, আমার মত মদ্যপ ব্যক্তিও কি সেখানে যেতে পারে? তিনি বললেন, নিশ্চয়। জিগর বললেন, কিন্তু আমি তো সেখানে গিয়েও যথারীতি মদপান করবো। মাওলানা থানবী সাহেব কি তাঁর খানকায় আমাকে মদ পানের অনুমতি দিবেন?

খাজা সাহেব বললেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে পরে বলবো। এরপর খাজা সাহেব থানা ভবনে গিয়ে হযরত থানবীর নিকট আরয করলেন যে, সমগ্র ইন্ডিয়ার বিখ্যাত কবি জিগর মুরাদাবাদী (স্বীয় জীবনের সংশোধনের জন্য) আপনার দরবারে আসতে চান। তবে তিনি এও বলেছেন যে, খানকায় এসেও আমি সুরা পান করবো। তবুও আসতে চাই তাঁর নিকট। কিছু সময় তাঁর সান্নিধ্যে থাকতে চাই। হযরত থানবী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তাকে কি উত্তর দিয়েছেন? বললেন, আমি বলেছি, সুরা সহ খানকায় থাকা তো কঠিন ব্যাপার।

হযরত থানবী বললেন, খাজা সাহেব! আপনি তাকে সঠিক উত্তর দেননি। এবার গিয়ে আপনি তাকে আশরাফ আলীর সালাম জানাবেন এবং বলবেন, রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম যদি একজন কাফের-বেদ্বীনকে নিজের মেহমান বানাতে পারেন। তাহলে জিগর তো একজন মুসলমান; প্রিয়নবীর গোলাম আশরাফ আলী কেন তাকে নিজের মেহমান বানাতে পারবে না? আমি আমার নিজ গৃহে তাকে মেহমানরূপে রাখবো। থাকার জন্য আমার একটি কামরা তাকে ছেড়ে দিবো। এরপর সেখানে সে কি করে, আর কি না করে, সে বিষয়ে সে জানে আর আল্লাহ

তাআলা জানেন। তবে খানকাহ হলো একটি ইসলামী কওমী প্রতিষ্ঠান। সেখানে কেউ শরাব পান করতে পারবে না।

জিগর সাহেব যখন হযরত থানবীর এই উত্তর শুনলেন, তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, হায়! আল্লাহর ওলীগণ যে এত উদার এবং এত প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হন, আগে তা কখনো ভাবিনি। অতঃপর জিগর থানা ভবনে পৌছলেন এবং হযরত থানবী (রহ.)কে দিয়ে চারটি দোয়া করালেন। বললেন, হযরত! আমার জন্য দোয়া করুন যেন—

১. আমি সুরা পান পরিত্যাগ করতে পারি। সুরা পান করতে করতে যিন্দেগী শেষ হয়ে গেলো। এত বেশি মাত্রায় পান করেছি যে, তার কোন হিসাব-কিতাব নাই।

২. শরীয়ত মোতাবেক পূর্ণ এক মুষ্ঠি দাড়ি যেন রাখতে পারি।

৩. দোয়া করুন যেন হজ্জ করতে পারি।

৪. এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় যেন ঈমানের সাথে মৃত্যু নসীব হয়।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবীর হাত-মোবারক আসমানের দিকে উঠলো। জিগরের জন্য তিনি দোয়া করলেন।

আল্লাহর ওলীদের দোয়া সাধারণ মানুষের দোয়া থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, উচ্চতর ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়। জিগর সাহেব হযরত থানবীকে দিয়ে দোয়া করায়ে ফিরে আসলেন। এরপর থেকে সত্যই তিনি সুরা পান ত্যাগ করলেন। এর ফলে তিনি অসুস্থও হয়ে পড়লেন। ডাক্তারদের বোর্ড বসে ফয়সালা করল যে, জিগর সাহেব যদি পুনরায় মদপান শুরু না করেন তাহলে তিনি মারা যাবেন। ডাক্তাররা তাকে বলল, জিগর সাহেব! আপনি 'সমগ্র জাতির আমানত'। আপনার জীবন আমাদের নিকট অত্যন্ত দামী। তাই আপনি স্বল্প পরিমাণ হলেও নিয়মিত কিছু মদ পান করুন। অন্যথায় আপনি মারা যাবেন। জিগরের 'জিগর' নষ্ট হয়ে যাবে; যেই 'জিগর' ভীষণ মদ্যপ্রেমী জিগর। (জিগর মানে কলিজা।)

আল্লাহর অসন্তুষ্টির সাথে জীবিত থাকার চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে মৃত্যুই উত্তম

জিগর সাহেব ডাক্তারদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যদি এভাবে অল্প অল্প করে পান করতে থাকি তাহলে কত দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারবো?

ডাক্তাররা বলল, আশা করি আরও আট-দশ বৎসর বেঁচে থাকবেন। জিগর বললেন, আমি এভাবে মদ পান করে করে আল্লাহ তাআলার গযব ও অসন্তুষ্টির ছায়ায় আরও দশ বৎসর বেঁচে থাকার চেয়ে আমার নিকট বরং ইহাই উত্তম যে, মদ ত্যাগ করার কারণে আল্লাহ তাআলার 'রহমতের ছায়ায়' এখনই আমার প্রাণ বের হয়ে যায়। (আপনাদের কথা মত) মদ ত্যাগের সর্বোচ্চ পরিণতি তো এটাই হবে যে, আমার প্রাণটা বের হয়ে যাবে। তবে জেনে রাখুন, ডাক আসার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য আমি আন্তরিকভাবে এবং সানন্দচিত্তে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি।... হে আল্লাহ! জিগর মদ ত্যাগ করেছে। এর পরিণতিতে যদি তার মৃত্যুও হয়, সেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য জিগর অপেক্ষা করছে। আপনার 'সেই রহমতের ছায়াকে' জিগর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। তওবার দ্বারা আমি আল্লাহ তাআলার রহমতের ছায়া লাভ করবো। আর যদি গুনাহ করতে থাকি তাহলে আল্লাহ তাআলার লা'নত ও গযবের মধ্যে আমার যিন্দেগী কাটবে।

(হে ডাক্তার মহোদয়গণ!) আমি যদি এভাবে মদ পান করতে থাকি তাহলে আর কত দিন বেঁচে থাকতে পারবো? পরিশেষে একদিন তো আমাকে মরতেই হবে। (তাই মদ ত্যাগ করে আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টির পথই আমি গ্রহণ করলাম।)

ডাক্তাররা তখন বলল, ঠিক আছে। আপনার একথার বিপরীতে আমাদের আর কিইবা বলার আছে।

কোন ব্যক্তি যখন কষ্ট স্বীকার করে গুনাহ থেকে বাঁচে, আল্লাহ তাআলার সাহায্য তখন তার সপক্ষে এসে যায়।

মদ ত্যাগের ফলে আল্লাহ তাআলা জিগর সাহেবকে পূর্বের চেয়েও ভাল স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দান করলেন। যে সকল ডাক্তাররা সুরা পান না করলে মৃত্যু অবধারিত বলে মন্তব্য করেছিল তাদের কথা ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো। বরং জিগরের স্বাস্থ্য আরো বেশি ভালো হয়ে গেলো।

অতঃপর কবি জিগর মুরাদাবাদী বোম্বাই থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। রওয়ানা হওয়ার পূর্ব থেকেই দাড়ি রাখা শুরু করলেন। হজ্জ পালন করে দেশে ফিরতে সামুদ্রিক জাহাজে মোট চার মাস সময় লাগলো। সুদীর্ঘ চার মাসে তার দাড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ হয়ে গেল। যখন

তিনি দেশে ফিরলেন তখন আয়নাতে নিজের চেহারা দেখলেন। হজ্জের সময় আয়নায় মুখ দেখার সুযোগ হাজী সাহেবদের কোথায় হয়? যখন আয়নাতে স্বীয় চেহারা দর্শন করলেন, তখন নিজেকে লক্ষ্য করে স্বীয় দাড়ির ব্যাপারে একটি ছন্দ পাঠ করলেন।

একবার তিনি মিরাঠে গমন করলেন। পথে তিনি ঘোড়ার গাড়ীতে বসা ছিলেন। গাড়িওয়ালা বার বার ঐ ছন্দটি আবৃত্তি করছিল, যা তিনি বোম্বাইতে বলেছিলেন। ছন্দটি হলো ঃ

چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا   سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا

"বন্ধুগণ! তোমরা সবাই জিগরের তামাশা দেখতে চল। শুনলাম ঐ কাফেরটা নাকি 'মুসলমান' হতে চলেছে!"

গাড়িওয়ালা আপন মনে ছন্দটি পাঠ করেই চলল, আর কবি জিগর পেছনে বসে কাঁদছিলেন যে, হায়! বোম্বাইতে রচিত সেই বেদনাভরা ছন্দটি এখানেও পৌঁছে গেছে।

তাঁর সব ক'টি দোয়াই কবূল হয়ে গেলো। বাস্তবে রূপ নিলো। শুধুমাত্র একটির বহিঃপ্রকাশই বাকী আছে। তা হলো 'হুছ্‌নে খাতেমা' অর্থাৎ ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ। এই চতুর্থটিও পূর্ণ হওয়ার আশাবাদী ছিলেন। আমাদের ধারণাও এই যে, অন্য সব ক'টি দোয়া যখন কবূল হয়েছে, তাহলে সর্বশেষ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দোয়াটিও আল্লাহপাক দয়াপরবশ হয়ে নিশ্চয় কবূলই করে নিয়ে থাকবেন।

আল্লাহ-পাকের 'জয্‌বের তাজাল্লী' বর্ষণের স্থান ও কাল

এখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 'জয্‌ব্' (আপন করে নেওয়ার কুদরতী টান) লাভের রাস্তা কোন্‌টি? তাও বলে দিচ্ছি। কেননা এটাই আমার সর্বশেষ জয্‌বের বয়ান।

যদি কেউ চায় যে, আল্লাহ তাআলা আমাকেও জয্‌ব্ (আকর্ষণ) করে নেন; এজন্য হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম জয্‌বের দৌলত লাভের দু'টি 'ঠিকানা' বলে দিয়েছেন। একটি হল জয্‌বের স্থান, অপরটি জয্‌বের কাল বা মুহূর্ত।

জয্‌বের সময় কোন্‌টি এ সম্পর্কে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِىْ اَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ اَلَا فَتَعَرَّضُوْا لَهُ لَعَلَّهُ اَنْ
تُصِيْبَكُمْ نَفْحَةٌ مِّنْهَا فَلَا تَشْقَوْنَ بَعْدَهَا اَبَدًا (جامع صغير جـ١ صـ ٩٥)

মর্মার্থ ঃ "হে লোক সকল! হে আমার উম্মত! তোমাদের এই মহা কালের দিবা-রাত্রির মধ্যে এমন কিছু মুহূর্ত আছে যখন বান্দাকে আপন করে নেওয়া ও স্বীয় নৈকট্য দানের (তথা জয্‌বের) এক 'বিশেষ তাজাল্লী' প্রবাহিত হতে থাকে। অবশ্যই তোমরা সেটা তালাশ কর; এ ব্যাপারে উদাসীন থেকো না। যদি তোমরা ঐ তাজাল্লী লাভ করতে পার, তাহলে আর কখনও হতভাগ্য ও বদ নসীব হবে না। চিরতরে তোমরা ওলীআল্লাহ হয়ে যাবে। নফছ ও শয়তান তোমাদেরকে আর কখনও বিভ্রান্ত করতে পারবে না।" (জামে' ছগীর, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৫)

এখন প্রশ্ন হয় যে, দিবা-রাত্রির মধ্যে আল্লাহ তাআলার এই তাজাল্লী তো বর্ষিত হয়, তবে তা কোথায়? করাচীতে, হায়দারাবাদে, লাহোরে, (না ঢাকায়)? কোথায় বর্ষণ হবে? আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করুন যে, হুযূর পোর-নূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বুখারী শরীফের হাদীছের মধ্যে ঐ খাছ তাজাল্লী বর্ষিত হওয়ার স্থানও বলে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত হাদীছের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমাদের রাত্র-দিনের মুহূর্তগুলিতে আল্লাহ তাআলার রহমতের সেই বিশেষ বাতাস প্রবাহিত হয়; হাদীছে যাকে 'নাফ্‌হা', বহু বচনে 'নাফাহাত' বলা হয়েছে। এই 'নাফাহাত'-এর অর্থ সম্পর্কে কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলার 'খাস্ মেহেরবানীর বেগবান বাতাস', অত্যন্ত প্রবাহযুক্ত বাতাস যা বান্দাকে স্বীয় মা'বূদের সঙ্গে গভীর সম্বন্ধযুক্ত করে দেওয়ার জন্য আসমান হতে যমীনে প্রবাহিত হয়।

কতিপয় উলামায়ে-কেরাম 'নাফাহাত'-এর তরজমা করেছেন 'জাযাবাত'; অর্থাৎ বান্দাকে আপন বানানোর, নিজের দিকে আকৃষ্ট করার এক বিশেষ তাজাল্লী।

সূচিপত্র

মোল্লা আলী কারী (রহ.)ও একই কথা বলেছেন যে, 'নাফাহাত' অর্থ আল্লাহর দিকে আকর্ষণকারী তাজাল্লী। ঐ তাজাল্লী যার উপর লাগে সে আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হয়ে যায়; আল্লাহপ্রেমিক হয়ে যায়।

হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.) তাঁর 'আত্-তাশাররুফ ফী আহাদীছিত্ তাসাওউফ' নামক কিতাবে 'নাফাহাত'-এর তরজমা করেছেন اَلتَّجَلِّيَاتُ اَلْمُقَرِّبَاتُ। ঐ তাজাল্লী যা বান্দাকে আল্লাহ্ তাআলার 'নৈকট্যপ্রাপ্ত' বানিয়ে দেয়।

উল্লেখিত হাদীছের মধ্যে فِىْ اَيَّامِ دَهْرِكُمْ (ফী আইয়ামে দাহ্রিকুম) শব্দ দ্বারা আল্লাহ তাআলার ঐ খাছ তাজাল্লী বর্ষিত হওয়ার কাল বা সময় সম্পর্কে জানা গেল।

কিন্তু এটা কিভাবে জানা যাবে যে, এই তাজাল্লী কোথায় কোন্ স্থানে পাওয়া যাবে। তাজাল্লী প্রাপ্তির স্থানও তো জানা থাকা উচিত। যেমন কোন ব্যক্তি যদি একথা বলে যে, এই যামানায়ও আল্লাহর ওলী বিদ্যমান আছে। তো তার এই কথার দ্বারা ওলী বিদ্যমান থাকার কাল সম্পর্কে তো জানা গেল; সাথে সাথে এও তো জানা থাকতে হবে যে, তিনি কোন্ দেশে; কোন্ শহরে বাস করেন। বলুন, আপনারা আল্লাহর ওলী থাকার স্থান না জেনে শুধু কাল জানার দ্বারা কি তাঁকে খুজে বের করতে পারবেন? এমনিভাবে আজ শুধুমাত্র এই হাদীছ দ্বারা (যার মধ্যে শুধু কালের কথা উল্লেখ আছে) কোন ব্যক্তি ঐ খাছ তাজাল্লী বর্ষণের স্থান খুঁজে বের করতে পারবে না। প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর বড়ই এহ্ছান তাঁর উম্মতের উপর, তিনি ঐ খাছ তাজাল্লীর ঠিকানারও সন্ধান দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাগণ যেখানে থাকেন তোমরা সেখানে যাও এবং তাঁদের সোহ্বতে বস।

هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ

অর্থঃ তাঁরা এমন সঙ্গী-সাথী যে, তাঁদের সাথে উঠা-বসাকারী মানুষ 'হতভাগা' থাকতে পারে না। (বুখারী শরীফ, বা-বু ফযলে যিকরিল্লাহ)

তাঁদের সান্নিধ্যের বরকতে তোমাদের 'দুর্ভাগ্য' 'সৌভাগ্য' দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। পূর্বের হাদীছেও তা-ই বলা হয়েছে ঃ

لَا تَشْقَوْنَ بَعْدَهَا اَبَدًا

"এই তাজাল্লী লাভের পর আর কখনও তোমরা 'হতভাগা' হবে না।

মোটকথা, প্রথম হাদীছে 'জয্বের তাজাল্লিয়াত' বর্ষণের সময় বর্ণিত হয়েছে। মানে, এই পৃথিবীর রাত-দিনের যে কোন ভাগে বর্ষিত এই খাছ তাজাল্লী যে-কেউ প্রাপ্ত হবে, আর কখনও সে 'হতভাগা' থাকবে না; থাকতে পারে না। আর বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীছের মধ্যে ঐ বিশেষ তাজাল্লী বর্ষণের স্থানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলো আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য, তাঁদের মজলিস-মাহফিল যেখানে তাঁদের উপর সর্বক্ষণ আল্লাহর পক্ষ হতে 'আকর্ষণের তাজাল্লী' বর্ষণ হতে থাকে।

এক ব্যক্তি হযরত মাওলানা কাছেম নানূতবী (রহ.)কে পাখা দ্বারা বাতাস করতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আল্লাহওয়ালাদের নিকট বসার দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার রহমত অন্যরা কিভাবে পায়? কেননা, আমল ভালো তো ওলীদের। অতএব, তাদের উপর রহমত বর্ষিত হওয়া তো যুক্তিযুক্ত বিষয়। কিন্তু, অন্যদের আমল তো ভালো নয়, তারা তো নালায়েক। তারা কিভাবে ঐ রহমত পেয়ে যায়? হযরত নানূতবী (রহ.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বাতাস করতেছ আমাকে, নাকি উপস্থিত সব লোকদেরকে? সে বলল, আমি তো আপনাকেই বাতাস করতেছি। তিনি বললেন, যত লোক আমার নিকট বসে আছে তাদের গায়ে বাতাস লাগতেছে কিনা? ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলার রহমত যখন কারো উপর বর্ষিত হয় তখন তার কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তিরাও সেই রহমত প্রাপ্ত হয়।

সারকথা হলো, আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য দানকারী এবং ঐ মহান সত্ত্বার দিকে আকর্ষণকারী খাছ তাজাল্লী যদি আপনারা লাভ করতে চান, তাহলে বুখারী শরীফের হাদীছে-কুদছী অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলার খাছ বান্দাদের সান্নিধ্যে বসুন; তাদের সাথে উঠা-বসা করুন। সম্পর্ক রাখুন।

আল্লাহ্ তাআলার খাছ বান্দাদের পরিচয়

তবে, আপনি কিভাবে জানবেন যে, ইনি আল্লাহর খাছ বান্দা? (তাদের পরিচয় হলো,) ১. উম্মতের মধ্যে যারা আল্লাহ্ তাআলার খাছ বান্দারূপে

স্বীকৃত, তাঁরা তাকে খাছ ও খাঁটি ওলীরূপে মনে করেন। ২. তিনি কোন খাঁটি আল্লাহওয়ালার সোহবত প্রাপ্ত হন ৩. সুন্নাত-শরীয়ত মোতাবেক চলেন। ৪. সমকালীন আলেমগণ তাকে খাঁটি ওলীরূপে স্বীকৃতি দেন। ৫. তার নিকট শুধু সাধারণ মানুষেরই ভীড় না হয়। বর্তমানে এমনও কিছু নালায়েক, বেওকুফ, হতভাগা লোক আছে যারা সঠিক পীর পাওয়ার পরও তাঁর দ্বারা আত্মার সংশোধন করায়নি। এর পরিণামে সে কোন মূর্খ জাহেল পীরের পালায় পড়ে যায়, যেই পীর নিজ রুমের মধ্যে নিজের ছবি টাঙ্গিয়ে রাখে। আর এই লোক তাকে আল্লাহর ওলী মনে করে তার নিকট যেত। অথচ এই লোকটি এক মসজিদের ইমামও ছিল।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, লোকটার বিবেকের উপর আল্লাহ তাআলার আযাব নাযিল হয়েছে কি না? কোন গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তার বিবেক-বুদ্ধির নূর ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। বলুন, কোন ছবিধারী ব্যক্তি কখনও কি আল্লাহর ওলী হতে পারে?

گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن   ترک سنت جو کرے شیطان گن

অর্থঃ "কেউ যদি দিন-রাত বাতাসের উপরও উড়ে বেড়ায়, অথচ সে প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর সুন্নত-শরীয়ত ত্যাগকারী। এমন লোককে তোমরা 'শয়তান' বলে জানবে।"

সুন্নত বিরোধী যিন্দেগীওয়ালাকে ওলীআল্লাহ ধারণাকারী যিন্দীক। বদদ্বীন ও আকীদা-নষ্ট ব্যক্তি।

পরিশেষে আমি আল্লাহর পক্ষ হতে এই জয্‌ব্ (আকর্ষণ) কিভাবে নসীব হবে তার সময় এবং স্থান উভয়টি বলে দিলাম।

এক হাদীছের মধ্যে জয্‌বের সময় বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত দিন-রাতের সময়গুলোতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাজাল্লী বর্ষণ হতেই থাকবে।

اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِىْ اَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ

"তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের রাত্র-দিনের মুহূর্তগুলোতে এক বিশেষ তাজাল্লী যদ্দারা আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদেরকে

জয্‌ব্ করেন– সর্বদা বর্ষণ হতেই থাকবে। তোমরা সেই তাজাল্লী লাভের চেষ্টা করতে থাক। যদি তোমাদের ঐ তাজাল্লীর একটুও ভাগ্যে জুটে, তাহলে তোমরা আর কখনও হতভাগা হবে না।

দ্বিতীয় হাদীছে সেই তাজাল্লী প্রাপ্তির স্থান বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর খাস্ বান্দাগণের সংসর্গে তা নসীব হবে। তাদের সাথে উঠা-বসা ও সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। যারা তা করবে, নিশ্চয় তারা সৌভাগ্যবান হবে। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর ওলীদের মজলিস-মাহফিল কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তো আজকের বয়ানে 'জয্‌ব্' অর্জনের পথ এবং পদ্ধতিও বর্ণনা করা হল। আজ চতুর্থ জুমআর দিনে জয্‌ব্ সম্পর্কিত বয়ান সমাপ্ত হলো।

এখন দোআ করুন, আল্লাহ্ তাআলা যেন আপন রহমতে এই বয়ানকে উন্নত হতে উন্নততর কিতাব আকারে ছাপার ব্যবস্থা করে দেন এবং বিশ্বময় ছড়িয়ে দেন। আমার শায়খের খলীফা এবং আমার পীর-ভাই জনাব গোলাম সরোয়ার সাহেব পত্রযোগে লিখেছেন যে, আজকের বয়ানের ক্যাসেটও আমার জন্য পাঠিয়ে দিবেন। (আগের তিন বয়ানের ক্যাসেট তাঁর হাতে পৌছে গেছে।)

মিনতিভরা দোআ-মুনাজাত!

বস্, এখন দোআ করুন। প্রথম দোআ তো এই যে, হে রব্বুল আলামীন! দীর্ঘ চার জুমআ পর্যন্ত 'আপনার জয্‌ব্' ও 'অদৃশ্য টান'-এর বয়ান চলছে। আজ সে বয়ান খতম হলো। আয় আল্লাহ! এই 'বয়ান-এ জয্‌ব্' এর উছীলায় এবং যে সকল আওলিয়াগণের প্রাণকে আপনি নিজের জন্য 'জয্‌বের মনোনয়নে' ধন্য করেছেন তাঁদের উছীলায় আখতারের প্রাণকে, মাওলানা মাযহারের প্রাণকে, আমার জামাতা 'মাসঊদ মানযার'কে, আমার পরিবারের প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি শিশুকেও আপনি 'জয্‌ব্ দ্বারা ধন্য' করুন। অতঃপর আপনারা যারা আমার এখানে এসেছেন এবং যত মহিলাগণ (প্রতি জুমুআর নেযাম মোতাবেক বয়ান শোনার জন্য নির্ধারিত পার্শ্ববর্তী বিশাল বিল্ডিংয়ে) সমবেত হয়েছেন, আল্লাহপাক আমাদের সকলকে 'জয্‌ব্' করুন। আয় আল্লাহ! আমাদের ঘরের সকলকে আপনি 'জয্‌ব্' দান করুন। সমগ্র বিশ্ববাসীকে 'জয্‌ব্' তথা 'অদৃশ্য টান' এর 'এই অনুগ্রহ' দান করে দিন।

আয় আল্লাহ! আপনার 'মেহেরবানীর দরিয়া' তো কূল-কিনারাহীন।

আয় আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যার যে আত্মিক ও চারিত্রিক ব্যাধি আছে, আয় আল্লাহ! তা থেকে আপনি 'পূর্ণ নিরাময়' দান করুন।

প্রথমে আমি 'রূহানী ব্যাধি'র সুস্থতার জন্য দোয়া করি। কারণ, শারীরিক রোগ-ব্যাধি আত্মিক ও চারিত্রিক ব্যাধির তুলনায় কম লক্ষণীয় বা কম গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শারীরিক রোগের রোগী তো আল্লাহপাকের রহমতের ছায়াতে আছে। অথচ, যে রূহানী বিমারী ও নাফরমানীর রোগে আক্রান্ত, সে তো আল্লাহপাকের 'কহর ও গযবের মধ্যে' আছে।

অতএব, হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যার যেই পাপের ক্যান্সার আছে; যেমন কুদৃষ্টি, ছেলেদের সাথে কিংবা মেয়েদের সাথে অসৎ সম্পর্ক, মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিপাত বা সম্পর্কের ফাঁদে জড়িয়ে পড়া, মিথ্যা বলা, টেলিভিশনের প্রোগামাদি দেখা, উলঙ্গ ফিল্ম, ভিডিও ইত্যাকার যত ধরনের কহর-গযবের কাজ-কর্ম আছে; আয় আল্লাহ! আমাদেরকে, আমাদের পরিবারের সকলকে ঐসব কার্যকলাপ থেকে বাঁচার তওফীক দান করুন। মেয়েদেরকে বোরকা পরার তওফীক দান করুন।

আয় আল্লাহ্! যারা দাড়ি রাখেননি তাদেরকে দাড়ি রাখার তওফীক দান করুন। যাঁদের গোঁফ বড় বড়, তাদের গোঁফসমূহ সুন্নত মোতাবেক কাটিয়ে ফেলার তওফীক দান করুন। যাদের লুঙ্গী-পায়জামা-কোর্তা টাখনুর নিচে ঝুলে থাকে, আয় আল্লাহ! তাদেরকে পায়জামা-লুঙ্গি-কোর্তা টাখনুর উপরে তোলার তওফীক দান করুন।

আয় আল্লাহ! এ সকল নিয়ম ও আহকাম তো 'স্বয়ং বিশ্বনবী' ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এরই নিয়ম এবং আহকাম। আয় আল্লাহ! আমাদের সকলকে তওফীক দিন আমরা যেন 'প্রিয়নবী' ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর 'পবিত্র প্রাণ'কে খুশী করে দিতে পারি এবং নিজেদের সর্বপ্রকার হারাম আনন্দ-ফূর্তি থেকে তওবা করতে পারি।

হে আল্লাহপাক! আমাদের প্রত্যেককে 'জয্ব্' করে নিন। শারীরিক ও আত্মিক উভয় প্রকার রোগসমূহ থেকে মুক্তি দান করুন। আল্লাহপাক আমাকে সুগারের রোগ থেকেও শেফা দান করুন।

আয় আল্লাহ! আপনি আপনার 'ওলীদের সীনা'তে যে 'প্রাণজ্বালা' দান করেন, আমার ও আমাদের প্রত্যেকের সীনাকে, আমার সকল দোস্তদের সীনাকে দয়া করে আপনি 'ঐ প্রাণজ্বালা' নসীব করে দিন।

আমার প্রতিটি সন্তানকে এবং আমাদের সকলকে 'নেছ্বতে আওলিয়ায়ে-ছিদ্দীকীন' দান করে দিন। 'আওলিয়ায়ে ছিদ্দীকীন'-এর 'সর্বশেষ যে সীমারেখা' আছে কিংবা 'সর্বোচ্চ যে চূড়া' আছে, আয় আল্লাহ! দয়া করে আমাদেরকে 'সেই পর্যন্ত' পৌঁছিয়ে দিন।

আমাদের যাহের ও বাতেনকে, ভিতর ও বাহিরকে আপনার মর্জি মোতাবেক বানিয়ে দিন এবং আপনার মর্জির উপর 'এস্তেকামত' (অটলতা-অবিচলতাও) দান করে দিন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া সকলেই খুব গুরুত্বের সাথে করুন। তাহলো 'দেহের সুস্থতা' এবং 'ঈমানের সুস্থতা'। হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে আপনি 'সুস্থ দেহ' এবং 'সুস্থ ঈমান' সহকারে জীবন দান করুন। 'সুস্থ দেহ' এবং 'সুস্থ ঈমান' সহই আমাদের দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিয়েন। দোজাহানে আপনি আমাদেরকে 'শান্তি ও নিরাপদ হালত' দান করুন। ছোট হতে ছোট বালা এবং ছোট হতে ছোট পেরেশানী থেকেও আমাদের হেফাযত করুন।

আয় আল্লাহ! আমাদের প্রত্যেককে আপনি 'আফিয়ত' ও নিরাপদ জীবন দান করুন। 'আফিয়তের সাথে', 'আপনার মহব্বত'-এর সাথে, আপনার আশেকদের মধ্যে জীবন-মরণ নসীব করুন।

আপনারা সবাই মনে মনে নিজের 'জায়েয উদ্দেশ্যাবলী'র কথা স্মরণ করে নিন।

আয় আল্লাহ! আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে যত জায়েয বাসনা ও উদ্দেশ্য বিদ্যমান আছে, আমাদের প্রত্যেকের সকল জায়েয উদ্দেশ্যসমূহ আপনি পূরা করে দিন। যারা ঋণগ্রস্ত তাদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিন। যাদের মেয়েদের সম্বন্ধ হচ্ছে না তাদের জন্য 'ভালো সম্বন্ধ' আপনি মিলিয়ে দিন। যাদের স্বামীরা স্ত্রীদের উপর যুলুম করে, আয় আল্লাহ! ঐ স্বামীদেরকে আপনি স্ত্রীদের উপর নরম দিল-রহমদিল বানিয়ে দিন। যেই স্ত্রীরা স্বামীদেরকে কষ্ট দেয় তাদেরে তওফীক দিয়ে দিন যাতে তারা নিজ স্বামীকে কষ্ট না দেয়।

আয় আল্লাহ! অবাধ্য সন্তানদেরকে মা-বাবার অনুগত ও বাধ্যগত বানিয়ে দিন। যদি মা-বাবার পক্ষ হতে কোন প্রকার যুলুম কিংবা অন্যায় গোস্বা ও শাসনের বিষয় থাকে, তাহলে হে আল্লাহ! ঐ মা-বাপকে আপনি সন্তানদের প্রতি মেহেরবান ও দয়াবান করে দিন।

আয় আল্লাহ! আপনি দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক। হে দোজাহানের মালিক! আখতার আপনার নিকট নিজের জন্য, সকল দোস্তদের জন্য, সমস্ত বিশ্বের মুসলমানদের জন্য উভয় জগতের 'শান্তি ও নিরাপদ জীবন'-এর ভিক্ষা প্রার্থনা করে।

(আয় আল্লাহ্! হযরতের বরকতে এই দোআসমূহ অনুবাদক, সহযোগীতাকারীবৃন্দ, আহ্‌বাব ও আমাদের সকলের পরিবার-পরিজনের জন্যও কবূল করুন। আমীন।)

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ - بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

مری رسوائیوں پر آسماں رویا زمیں روئی

مری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا

(حضرت والا کراچی)

(হে মোর্শেদ!)

ঘৃণিত মোর জীবন দেখে
কাঁদিল আকাশ, কাঁদিল যমীন
পাল্টে দিয়েছো তুমি যে আমার
ধিকৃত সে 'জীবন-যমীন'।

৪র্থ খণ্ড সমাপ্ত

فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصّٰلِحَاتُ

আপনি হাকীমুল উম্মত প্রকাশনীতে খোঁজ করুন:

- মাদ্রাসার দরছী-গায়রে দরছী কিতাবসমূহ
- বুযুর্গানেদীনের গ্রন্থাবলী
- হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) এর গ্রন্থাবলী
- মুহীউচ্ছুন্নাহ মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহ: (রহ:) এর গ্রন্থাবলী
- আরেফবিল্লাহ মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহ: (দা: বা:) এর গ্রন্থাবলী।

আমাদের প্রকাশিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী

মাকতাবা হাকীমুল উম্মত

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ : ০১৯১৪-৭৩৫৬১৫